Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

श्री श्री आनन्द मयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

গঙ্গা সমীরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

গঙ্গাসমীরণ
ও
শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী।

মূল্য : আড়াই টাকা।

মুদ্রক :
বৈদ্যনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ,
৭৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

বৌদ্ধ পূর্ণিমা
১৩৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন এই প্রকাশন ?

যিনি নিজেকে ধরতে দেন না, কিন্তু খেয়াল হ'লে ধরা দেন, তিনি আমাকে ধরেছিলেন পনেরো বছর পূর্বে। কোনও আশ্রমে নয়, মন্দিরে নয়, তীর্থস্থানে নয়; দিল্লী-এক্সপ্রেসের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের পটভূমিকা—আমার অনবধানতা। দিল্লী-ষ্টেশনে ভুলক্রমে মায়ের গাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মা আমাকে ধরলেন সেই রেল-পথে; আমার জীবন-পথে-ও। সেই যে ধরেছেন মা, আর ছাড়েননি। ফস্‌কে ফস্‌কে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি অনেকবার; পালাতে পারিনি। জীব-স্বভাবে যতোবার দূরে চলে গিয়েছি, ততোবার মা কাছে টেনে নিয়েছেন। সন্তানকে জননী ছাড়বার পাত্র মনে করেন না।

প্রথম মাতৃদর্শনের সেই অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু চির-স্মরণীয়। কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার। কিন্তু তার-ই পাবন প্রভাব জীবন-ব্যাপী। সেই কয়েক ঘণ্টার শুভ সংযোগের পরে কর্মস্থান কলকাতায় ফিরে এসে, বৈষয়িক কাজের মধ্যে গেলাম ডুবে। কিন্তু মা ছাড়েন না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়ের স্নেহময়ী মূর্ত্তিখানি মনে পড়তো। স্বপ্নে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগরণে, অবচেতন-মনে বারে বারে আবির্ভূত হ'তো—মায়ের কথা, মায়ের হাসি, মায়ের দৃষ্টি, মায়ের স্পর্শ। আমার দিক থেকে প্রস্তুতি ছিল না। প্রয়াস-ও ছিল না। তথাপি মা জুড়ে বসলেন হৃৎ-মর্মে।

মাকে নিয়ে আপন মনে পাতার পর পাতা ডায়ারী লিখেছি। পুরাণো কথা লিখতে গিয়ে নতুন ক'রে মনের মধ্যে মাকে পেতাম, তাতে মনটা আনন্দে ভ'রে উঠতো। বাইরের সঙ্গে সেই অনুভূতির কোনও যোগ ছিল না। সে-আনন্দ একান্ত আমার-ই নিজস্ব।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমের পরিচালকপক্ষ থেকে অনুরোধ—এই আনন্দের অংশ দিতে হবে "আনন্দবার্ত্তা"-র * পাঠকপাঠিকাকে। এ রকম অনুরোধে বিব্রত হ'লাম। এ যে একেবারে ব্যক্তিগত ডায়ারী—মাকে নিয়ে যতো কথা লিখেছি, তার চেয়ে বেশী লিখেছি নিজেকে নিয়ে। এ-লেখা ছাপানো কি ঠিক হবে? মাননীয় একজন প্রবীণ মাতৃভক্ত বললেন "মায়ের কথা যদি কেউ লেখে, মাতৃ-সন্তান সকলের-ই সে-লেখা পড়বার দাবী আছে। অতএব, রাখো এই সব গৌরচন্দ্রিকা।" তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং দৃঢ়। বুঝলাম—যুক্তি করা ধৃষ্টতা হবে। এ তো অনুরোধ নয়, আদেশ!

তারপর ধারাবাহিক ভাবে "আনন্দবার্ত্তা"-তে সেই ডায়ারী প্রকাশিত

* "আনন্দবার্ত্তা" শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'ল। তার মধ্যে অধিকাংশ-ই লেখা হয়েছিল নিজের মনের আনন্দে, মায়ের প্রেরণায়। পরম পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আদেশে এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে সেই লেখার সংকলন বর্ত্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করলে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে হয়তো মূল রচনার অনেক পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেদিক দিয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হয় নি। মাকে উপলক্ষ্য করে নিজের কথা লিখতে আমার ভাল লাগে বলে এই লেখা বেরিয়েছিল। সেই লেখাকে যথাযথভাবে পুস্তকাকারে রাখতে যাঁদের ভাল লাগে, তাঁদের ইচ্ছায় এই প্রকাশন।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কে? তাঁর স্বরূপ কী? —ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসার সন্ধানে যদি কেউ এই বই পড়েন, তাঁকে নিরাশ হতে হবে। মায়ের পরিচয় জানবার শক্তি আমার নেই, লেখবার দুঃসাহস-ও নেই। মাকে মা বলেই জানি; মা বলেই মানি। লেখার ঝোঁকে কোন-ও কোন-ও স্থানে মন-বুদ্ধির অগম্য ভাগবত-সত্তা-বিষয়ক প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে ফেলেছি। সেটা বাগ্-বিলাস মাত্র। তার মূলে লেখকের নিজস্ব অনুভূতি নেই। সে-লেখা পরের মুখ থেকে শোনা কথার পুনরাবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে মায়ের ধর্মপুত্রের *নিম্নলিখিত বিবৃতি উল্লেখযোগ্য:—

* "মাতৃদর্শন"—গ্রন্থের লেখক ৺জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, আই, এস, ও; সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বত। উত্তর ভারতে ইনি "ভাইজী"-নামে সুপরিচিত। ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যা' আনিতে পারি, শ্রীশ্রীমা তাহার-ই মূর্ত প্রকাশ। দেহধারীর ঊর্ধ্বে তাঁহাকে চিন্তা করিতে না পারিলে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সমচিত্ততা প্রভৃতির যে-কোনও একটি গুণ আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহার নিকট আসিতে হইলে, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার আকাঙ্খা জাগিলে, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য চিত্ত দর্পণের মত স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। যে যতো ক্ষুধিত, পিপাসিত, শ্রদ্ধাশীল ও শরণাগত হইতে পারে, সে ততোই তাঁহার অমৃতস্পর্শে তৃপ্তিলাভ করিবে। তাঁহার নিকট ভেদাভেদ নাই ; ভাব-ই তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্র। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। তাঁহার নিকট যে যতো শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মতন উপস্থিত হইতে পারে, সে ততোই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।"

"যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ"—ভাইজীর এই সত্যবাণী মাতৃসঙ্গ সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, মাতৃপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে-ও তেমনি প্রযোজ্য। মাতৃস্মরণে পাবিত, মাতৃ-চরণে নিবেদিত এই রচনা-সংকলনকে মাতৃ-নির্ম্মাল্যজ্ঞানে যাঁরা আস্বাদন করতে চান, তাঁদের-ই সেবার উদ্দেশ্যে এই প্রকাশন।

বন্ধুবর শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি মাকে দেখেছেন সেই চোখে, যে-চোখে শিশু দেখে তার জননীকে। তাঁর প্রথম মাতৃদর্শন ঘটেছিল পুরীতে, সমুদ্র সৈকতে। মায়ের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হারিয়ে-যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে। অন্তরের সেই অনুভূতিটিকে তিনি তৎক্ষণাৎ ছন্দে রূপ দিয়েছিলেন ঃ—

"কতো লীলায় জাগাও মাগো
নিখিলের এই চিত্তটিরে
কভু হাসির লহর লীলায়
কভু ব্যথার আঁখি-নীরে।
কোথায় ব'সে করো খেলা
ভাঙ্গ' গড়' মোহন মেলা
ছলোছলো স্রোতগুলি কয়,
হারানো সুর পেলাম ফিরে।

না জানি কোন্ আপন-ভোলা
স্মরণ-হীন মরণ-ক্ষণে
সাগর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম
কবে, কোথায় নেই তো মনে।
কী মন্ত্রে মা সেই স্মৃতিরে
জাগালে আজ সাগর তীরে
আমায় আমি হারিয়েছিলাম
তোমার মাঝে পেলাম ফিরে।"

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তির রচনা। মায়ের জীবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারিধির ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সহস্রধারায় অভিব্যক্ত মায়ের লৌকিক লীলার কয়েকটি লহর রূপায়িত হয়েছে তাঁর এই লেখার মধ্যে। যাঁর শৈশব নেই, কৈশোর নেই, যৌবন নেই, বার্ধক্য নেই, তাঁর-ই শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বর্তমান অবস্থার খণ্ড খণ্ড, অসংলগ্ন ঘটনাবলী নিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে, শব্দসূত্রে। নির্মাল্য বলেই সে-মালার সার্থকতা।

—গঙ্গাসমীরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

অনাদিকাল হইতে প্রতি যুগে কত ছেলে মাকে ডাকিয়া ডাকিয়াও সাড়া না পাইয়া এবং তাঁহাকে ধরিবার আকুল চেষ্টা সত্ত্বেও ধরিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়ে—মনে করে সে বুঝি সত্যই মাতৃহীন "পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান" অথবা হয়ত মা তাহার পাষাণী ও বধিরা! আবার এমন ছেলে-ও আছে যে মাকে না ডাকিলেও ও তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা না করিলেও মা স্বয়ং তাহাকে ধরেন ও তাহার নিকট নিজে ধরা দিয়া বসেন।

এই দ্বিতীয় প্রকার সৌভাগ্যশালী মাতৃসন্তানের মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথমাংশের লেখক "গঙ্গাসমীরণ" অন্যতম। ছেলের কাজ মাকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহার পর তাঁহাকে ধরিয়া থাকা; কিন্তু ছেলের পক্ষে এই উভয় কাজই অতি কঠিন। কারণ মা আত্ম-গোপন করিতে ইচ্ছা করিলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাহির করে? আর, মা নিজে ধরা না দিলে কে-ই বা তাঁহাকে ধরিতে পারে?

তবে কি মা সব ছেলেকে ধরেন না? না, তাহা নহে। তিনি ধরেন সকলকেই, কারণ সকলেই ত তাঁহার সন্তান। তবে, সকলকে এক সময়ে ধরেন না। যাহার যখন ধরা পড়িবার সময় হয় তাহাকে তখনই ধরেন, ধরিয়া আপন করিয়া নেন, পরে তাহার কাছে উপযুক্ত সময়ে নিজেও ধরা দেন। যাহার এখনও মা'র কাছে ধরা পড়িবার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নাই, যে এখনও ধরা দিতে চায়না, যে এখনও বাহিরের মরীচিকায় মুগ্ধ আছে, তাহাকে মা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরেন না, মা তাহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দেন। মা ধৈর্য্যময়ী, তিনি জানেন সময় হইলে সেও ধরা দিতে প্রস্তুত হইবে। ধরা না দিলে যে উপায় নাই। মা সেই মহাক্ষণের জন্য ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করেন।

বাস্তবিক পক্ষে মা ছেলেকে ধরেন কখন? যখন ছেলে প্রকৃতই ছেলে হইয়া মা'র নিকট নিজেরও অজ্ঞাতসারে নিজেকে প্রকাশিত করে। করুণাময়ী জননী তাহার বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সদ্‌গুণ, শীল-সম্পৎ কিছুরই প্রত্যাশা করেন না। নিজের গুণগরিমা, কলাকৌশল, মানপ্রতিষ্ঠা সব কিছু বিস্মৃত হইয়া যে ছেলে শিশুর মত সরল বিশ্বাসে ও নির্বিচারে মা'র কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উন্মুখ হয়, তাহাকেই মা ধরেন। সে হয়ত তখনও নিজেকে চিনেনা। কিন্তু মা ত তাহাকে চিনেন—চিনিয়া তাহাকে ধরেন। শাস্ত্রে শুনি একদিন এই 'আমি' মায়ের গর্ভে নিহিত ছিল—মায়ের সত্তায় নিজ সত্তা ডুবিয়া ছিল বলিয়া তাঁহার সহিত একসত্তারূপে অবস্থিত ছিল। তখন মা-সন্তান-সম্বন্ধ ছিল না। মা-বোধ ছিল না, সন্তানের নিজ-বোধ ছিল না, উভয়ের সম্বন্ধ-বোধও ছিল না, অথচ ছিল না যে সে-বোধ-ও ছিল না। সেই কালাতীত মহাসত্তা হইতে কি জানি কেন চ্যুত হইয়া কোন্ এক অচিন্ত্য ক্ষণে অসাড়ে চিদণুরূপে এই খণ্ড সত্তাটি কালের স্রোতে পতিত হইয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসে। ক্রমশঃ ৮৪ লক্ষ যোনি ক্রমিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নরদেহে আরূঢ় হওয়ার ফলে তাহাতে আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। নরদেহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃত্বের অভিমানে ও পূর্ব সংস্কারের উদ্দীপনে শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান বশতঃ ফলভোগের জন্য বাধ্য হইয়া সেই 'আমি'টি সংসারী সাজে। এই প্রকারে অহংকারের বোঝা লইয়া সুখ দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে কল্পকল্পান্তর কাটিয়া যায়। ক্রমে অবসাদ ও ক্লান্তি আসে এবং কালের রাজ্যকে বিদেশ বলিয়া ধারণা জন্মে। অনন্ত বিশ্বে লোক-লোকান্তরে যেখানেই তাহার গতি হউক, সর্ব্বত্রই মনে হয় সমগ্র কালের জগৎ তাহার বিদেশ। স্বদেশে ফিরিয়া মায়ের কোলে উঠিবার জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠে। সত্যই তখন নিরাবিল শিশুভাব লইয়া বিশ্বপ্রসবিনী কালাতীত কাল-সংকর্ষিণী সচ্চিৎস্বরূপা আনন্দময়ী মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হয়। সে বাহ্যতঃ বুঝুক বা না বুঝুক তাহার অন্তরাত্মা অহরহ কাঁদিতে থাকে। নীরব ভাষায় কাঁদে—কেহ সে কান্না শুনে না, শুনিতে পায় না, শুনিতে চায়-ও না। শুনেন একমাত্র **মা**। মায়ের প্রাণ তখন আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না। **মা** তখন ছেলেকে ধরিয়া ফেলেন। ধরা দেবেন বলিয়াই ধরিয়া ফেলেন— ধরিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলেন—জীবকে তাহার স্বরূপ-সিদ্ধ শিব ভাবে ফুটাইয়া সেই শিবময় সন্তানের নিকট নিজে-ও ধরা দেন।

লেখক শুধু এই ছেলে-ধরা-মা-টিকে আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া তাঁহার মাধুর্য্যময় লীলাবৈচিত্র্যও অন্তরঙ্গ-ভাবে আস্বাদন করিতে সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে যিনি একদিকে অপার মহিমময়ী, তিনি-ই আবার অপর দিকে অফুরন্ত বাৎসল্যরসের উৎসরূপা—তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত হইলেও গুপ্ত, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মাধুর্য্যধারা সর্বদা অনাবৃত ভাবে উচ্ছলিত। তিনি বুঝিয়াছেন জ্ঞানী জ্ঞানযোগে যাঁহার সন্ধান পায় না, যোগী যোগবলে যাঁহাকে ধরিতে পারে না, ভক্তও ভক্তির আবেশে যাঁহার স্বরূপ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, আজ নিগূঢ় বাৎসল্যরসের বিতরণের জন্য সেই পরাৎ-পরতরা কল্যাণী জননী তৃষিত ব্যাকুল সন্তানকে নিজের অমৃতভাণ্ডারের দিকে টানিতেছেন।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রথমাংশে যে কয়েকটি লেখা আছে তাহাদের প্রত্যেকটিতে অবস্থাভেদে মায়ের স্বরূপ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যেখানে ভক্তের কথা আছে, সেখানেও তাহার মাধ্যমে মায়েরই মধুর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়াংশের লেখাটিতেও বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া মায়েরই লীলাময় চরিত্রের বিবরণ আছে।

এরূপ সরল ও সরস ভাষায় অঙ্কিত মায়ের চরিত্র-চিত্র মাতৃভক্ত সন্তান মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করিবে। সে বুঝিতে পারিবে, একদিন এই ছেলে-ধরা-মা অজ্ঞাতসারে তাহাকেও ধরিয়া ফেলিবে ও চিরদিনের জন্য আপন করিয়া লইবে। মায়ের যে প্রকৃত সন্তান তাহার পক্ষে ইহা কম ভরসার কথা নহে।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

কেন এই প্রকাশন ? ... গঙ্গাসমীরণ /০

ভূমিকা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ৵০

প্রথম খণ্ড—(গঙ্গাসমীরণ)

ছেলে-ধরা মা ... ১

চাওয়া মানে পাওয়া ১৩

দেরাদূনে দশ দিন ... ২৩

কলিকাতায় সংযম সপ্তাহ মহাব্রত ৩৫

বৃন্দাবনে বারো দিন ... ৪৫

কাশীধামে মাতৃ-সঙ্গ ... ৭৯

বিন্ধ্যাচলে মাতৃ-সঙ্গ ... ১১০

পত্রমুখে মাতৃ-সঙ্গ ... ১১৬

মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বত ... ১২৭

মায়ের-মুখের-কথা .. ১৪৮

দ্বিতীয় খণ্ড—(শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি)

আনন্দময়ী মা ... ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

প্রথম খণ্ড

গঙ্গাসমীরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃণামেকো গম্যা ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

—পুষ্পদন্ত

সকল সরিৎ যথা সাগরে মিলায়

সর্বধর্মমতের মত মিলায় যে তোমায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ছেলে ধরা মা"।

মায়ের সঙ্গে আমার প্রথম "পরিচয়ের" পটভূমিকা— নিজের অশিষ্টতা ও স্বার্থপরতা।

১৯৪৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী দিল্লী ষ্টেশনে একটি ট্রেণ কলকাতা-যাত্রার অপেক্ষায় লোক সংগ্রহ করছে। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা খালি দেখে আমি তার একটি বাঙ্কে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে তখন আমার দেহমন অবসন্ন। একজন রেল-কর্ম্মচারীর শরণাগত হওয়াতে তিনি ভরসা দিলেন্ যে বাঙ্কটী আমার নামে রিজার্ভ করা হবে। পরক্ষণেই ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়ে গেলেন; আর ফিরলেন না।

কয়েক মিনিট পরে আমার গাড়ীতে এক মিশ্র দলের আবির্ভাব হ'ল। তা'র মধ্যে ছিলেন মহিলা, পুরুষ, সাধু, গৃহী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইউরোপীয় ইত্যাদি নানা রকমের মানুষ। তাঁদের কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝলাম একজন "মা" গাড়ীতে উঠছেন, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। কোথাকার এই "মা", কে এই "মা", কেমন এই "মা"—ইত্যাদি প্রশ্ন আমার মনে তখন আসেনি। যতদূর মনে পড়ে একজন আমাকেই উপলক্ষ ক'রে বলেছিলেন যে মায়ের গাড়ীতে বাইরের লোক থাকলে তো অসুবিধা হবে! তা শুনে আমি তাঁকে বলেছিলাম—"কেন! আমার কি মাতৃসঙ্গের অধিকার নেই?" বলা বাহুল্য, তখন আমার কাছে "মাতৃসঙ্গ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল কথার কথা মাত্র, লক্ষ্য ছিল বাঙ্কের দখল বজায় রাখা। আগন্তুক দলের একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন যে আমাকে নেমে যেতে অনুরোধ করাই যুক্তিসঙ্গত। এই অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে আমি "মনে মনে প্রমাদ গণিলাম"।

পর মুহূর্ত্তেই অপ্রত্যাশিতভাবে নারীকণ্ঠের একটি নির্দ্দেশ কানে এল, "না, না, বাবা ক্লান্তি ; ও যেমন আছে থাক্।" তখনও সেই অপরিচিতা হিতৈষিণীকে চোখে দেখিনি। কিন্তু কী অপূর্ব্ব স্নেহ ও সহানুভূতি সেই কণ্ঠস্বরে! ভাবলাম, "কে এই মহিলা ? কেমন ক'রেই বা ইনি জানলেন যে আমি এতো ক্লান্ত ?" একবার মনে হ'ল, "লেডী"-র প্রতি সৌজন্য দেখানো উচিত ; বাঙ্কটা ছেড়ে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু বিষয়ী মন পরামর্শ দিল, "কী দরকার ওসব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে ? চুপচাপ শু'য়ে প'ড়ে থাকো ঘুমের ভান ক'রে। সব ল্যাঠা চুকে যাবে।" শবাসনে ঘুমের ভান ক'রে শুয়ে রইলাম বাঙ্কের উপরে। তারপরে আমাকে কেউ আর বিরক্ত করেনি—সুখনিদ্রার পথ নিষ্কণ্টক হ'য়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং এক ঘুমে রাত কাবার হ'ল।*

পরদিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম এক অভাবনীয় ব্যাপার।

* অধ্যাপিকা ডাক্তার শ্রীমতী বীথিকা মুখোপাধ্যায়ের মুখে চৌদ্দ বছর পরে শুনলাম যে সেদিন নাকি আমার অগোচরে আমার নিদ্রিত অবস্থাতে আমার প্রতি মায়ের স্নেহদৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং মা নাকি আমাকে উপলক্ষ ক'রে হেসে বলেছিলেন—খুব তো "মাতৃসঙ্গ" করছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরের বাঙ্ক থেকে দেখতে পেলাম অপর দিকের নীচের বার্থে এক মহিলা শুয়ে রয়েছেন—নিষ্কলঙ্ক সাদা একখানি চাদরে আকণ্ঠ আবৃত। তাঁর মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক দীপ্তি প্রভাত সূর্য্যের প্রথম স্পর্শে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল বালিশ অতিক্রম করে, বেঞ্চির ধারে, গাড়ীর গতির সঙ্গে তালে তালে দুলছে! দেখলাম ভদ্রমহিলা নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। কী সে শান্ত দৃষ্টি—সকরুণ, স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল। যেন কোন্ সনাতনী জননী মাতৃত্বের পরিপূর্ণ দাবী ও দায়িত্ব নিয়ে চোখের ভাষায় সন্তানকে আহ্বান জানিয়ে দিচ্ছে—"আয়, আয়, আমার কাছে আয়!"

বাঙ্কের উপর থেকে কয়েক সেকেণ্ড সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ দুটি আপনি-ই বন্ধ হ'য়ে গেল—অজ্ঞাতসারে ধ্যানের ভাব এসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলেই দেখি তিনি চাদর দিয়ে মাথা পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলেছেন। আবার দেখতে ইচ্ছা হ'ল সেই মুখখানি। কিন্তু উপায় নেই। এইবার গাড়ীতে যা' দেখলাম, তাতে যেন নিজেকে বিপন্ন মনে হ'ল। দেখি সহযাত্রী সকলেই স্ত্রীলোক। তাইতো গাড়ীখানা Ladies Compartment নাকি? দ্বিতীয়বার "মনে মনে প্রমাদ গণিলাম।" মেয়েদের গাড়ীতে চলেছি—অপরিচিত, অনাত্মীয় পুরুষ। লোকে কি মনে করবে? হয়তো এমনতরো ক্ষেত্রে আমার পুলিশের হাতে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু পুলিশের হাতে পড়িনি। পড়লাম যাঁর হাতে, তিনি ছেলে-ধরা-মা। পরে শুনলাম তাঁর নাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আমাকে কাছে ডাকলেন, পাশে বসালেন। প্রথম দর্শনে-ই কতো যত্ন, কতো সাদর প্রশ্ন, কতো স্নেহ-সম্ভাষণ। যেন জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ। মনে প্রাণে অনুভব করলাম—আমি এমন মায়ের "অনাত্মীয়" নই, "অপরিচিত" নই এবং তাঁর কাছে আমার "পুরুষত্বে"র অভিমান বৃথা।

এই আমার মাতৃ-সঙ্গের প্রথম অভিজ্ঞতা। মাকে এতো কাছে পেয়েও আমি সারারাত নিদ্রাচ্ছন্ন। অথচ

আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
জননী শিয়রে জাগে।

মাকে আমি চাইনি ; পেয়েছি। দূরে স'রে যাবার চেষ্টা করেছি ; মা টেনে কাছে নিয়েছেন। তখনো কিন্তু মা'র নাম জানতাম না। পরিচয়—তখনও জানতাম না ; এখনও জানি না।

গাড়ী চলেছে। মাতৃ-দর্শনের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে, কতকটা ধাতস্থ হ'য়েছি। কয়েক সেকেণ্ডের দৃষ্টি বিনিময়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সমাপন করে-ই যিনি আমাকে ডেকে নিজের বেঞ্চে বসিয়েছিলেন, তাঁরই পাশে ব'সে রয়েছি। বেঞ্চির এক প্রান্তে স্তূপীকৃত বিছানা, এক প্রান্তে মা, মাঝখানে অল্প যেটুকু জায়গা ছিল সেইখানে আমি। প্রথম থেকেই উভয় পক্ষের কোনও রকম সঙ্কোচের বালাই নেই। মায়ের শ্রী-অঙ্গের স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠছে। মায়ের বেশভূষা নিতান্ত সাধারণ ; পরিধানে একখানি ধব্‌ধবে সাদা ধুতি, গায়ে একটা সাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোয়ান। মা সহজ মানুষের মত কথাবার্ত্তা বলছেন—আমার নাম-ধাম জেনে নিচ্ছেন, আমাকে খাবার দেবার ব্যবস্থা করছেন। মায়ের ইঙ্গিতমাত্রে তড়িৎ-বেগে কাজ ক'রে যাচ্ছেন আর একটি মহিলা।* তাঁর পরিধানে ফিকে-বাসন্তী রঙের কাপড়-জামা। এই দুই মহিলার মধ্যে একটা সম্পর্ক-বিরোধ লক্ষ্য করলাম। প্রথমোক্ত মহিলা দ্বিতীয় মহিলাটিকে "দিদি"—সম্বোধন করেন; দ্বিতীয়া প্রথমাকে বলেন "মা"। দুজনেই আর একটি সহযাত্রিণী গৈরিক-পরিহিতা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ ক'রে "দিদিমা" শব্দ ব্যবহার করছেন। "দিদিমা"টি যে কা'র মা, ধরতে পারছিলাম না। পরে জানলাম—যিনি সকলের মা, ইনি তাঁরই মা।†

সহযাত্রিণীদের পরিচয় জানবার জন্য আমার প্রবল কৌতুহল, কিন্তু ভরসা ক'রে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। দেখছি ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামছে, আর বহু লোক ফুলের মালা নিয়ে মাকে দর্শন করতে এসেছে। ফতেপুর ষ্টেশনে দেখলাম জেলা-জজ শ্রীযুক্ত নীরজনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের গাড়ীতে উঠে নিঃসহায় শিশুর মতন মায়ের পদপ্রান্তে মাথা নীচু ক'রে বসে রয়েছেন। মাকে ঘিরে দর্শনপ্রার্থীর দল কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—একটি মুখের কথা, একটু চোখের দৃষ্টির প্রতীক্ষায়। এতো লোক সমাগম দেখে, আমি মা'র বেঞ্চি থেকে উঠে অন্যত্র বসলাম।

---

* শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী ; "দিদি" বলেই পরিচিত।

† শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতার জননী শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী মহারাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে নীরজবাবুকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই মহিলাটি কে ?" নীরজবাবুর স্বভাবতঃ বড়ো চোখদুটি আরও বড়ো হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "বলেন কী ! এক গাড়ীতে মা'র সঙ্গে চলছেন এমন ভাগ্যবান, অথচ ইনি কে তা' জানেন না ? ইনি আনন্দময়ী মা।" নামটি পূর্ব্বেই শোনা ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম "ঢাকার আনন্দময়ী মা ?" গম্ভীরভাবে নীরজবাবু বললেন, "ঢাকা-ফাকা বুঝি না ; আনন্দময়ী মা।" আমার প্রশ্নটি মূলতঃ অসঙ্গত ছিল। মা "ঢাকা"-র নন ; বিশ্বের। যিনি আনন্দস্বরূপ, কোনও ঢাকাতে তাঁকে ঢাকা যায় না। তিনি যে স্বয়ং-প্রকাশ।

ফতেপুর ষ্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল। মাকে যাঁরা দর্শন করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উৎসাহী কোনও কোনও ভক্ত ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্মে দৌড়াতে লাগলেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাকে দেখা গেল। তারপরেও অনেকক্ষণ ধ'রে "জয় মা, জয় মা"—ধ্বনিতে ষ্টেশন প্রাঙ্গণ মুখরিত, তার রেশ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল।

আমি দূরের একটি বেঞ্চে বসে আপন মনে কতো কী ভাবছি—পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাবেলার ঘটনা, মায়ের অযাচিত করুণা ইত্যাদি ইত্যাদি। জানালার বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এই রকম অন্যমনস্ক অবস্থায় রয়েছি, এমন সময় হঠাৎ কানে গেল "আস' বাবা !" পূর্ব্ববঙ্গের টানে মধুর স্বরে মা আমাকে আবার ডাকলেন—আমাকে তিনি দূরে থাকতে দেবেন না।

গেলাম মায়ের কাছে। মনে হ'ল এতক্ষণ তো প্রণাম করা হয়নি ; প্রণাম করা উচিত। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মায়ের পায়ের ধূলো নিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলাম। দু'জন সহযাত্রিণী সমস্বরে বাধা দিলেন—যেন কি একটা গুরুতর অন্যায় কাজ থেকে আমাকে বিরত করা হচ্ছে, এই রকম ভাব। এই ব্যাপারে আমি খুব-ই অপ্রস্তুত হ'য়েছিলাম। বিশেষ নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লাম যখন মা-ও তাঁদের আচরণ অনুমোদন করে বললেন, "পায়ে হাত দেয় না কিনা।" কি জন্য এই কঠোর নিষেধ তা' বুঝলাম না। আমি কি এতই পাপী ? যদি-ই বা পাপী হই, মা যদি ঠেলে দেয়, তা' হলে যাবো কোথায় ? মায়ের এই 'দুর্ব্যবহারে'—মনের দুঃখে একটি গান বেরিয়েছিল ঃ—

পায়ের ধুলো পরাণ খুলে
দিস্‌নে কেন বল ?
কৃপাময়ী কৃপণ কেন
দিতে চরণ তল !

পাপ যদি মা ক'রেই থাকি
তাই ব'লে কি দিবি ফাঁকি ?
বসন দিয়ে রাখবি ঢাকি
চরণ শ্রীকমল ?

সৃষ্টিছাড়া খেয়াল হেন
পায় না শোভা মা'র,
মায়ের-পায়ের-পরশ-পূজা
ছেলের অধিকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদ্রিতা যে কুণ্ডলিনী
চাই মা তোমার পরশমণি
স্পর্শ কর মা জননী ফুটবে শতদল।

ভোর বেলা থেকে লক্ষ্য করছি মা পা নিয়েই ব্যস্ত; কাপড় দিয়ে কেবল ঢাকছেন, কেবল ঢাকছেন। কী রে বাবা! মা কি আশঙ্কা করছেন যে সুযোগ পেলে-ই আমি আবার মায়ের চরণ আক্রমণ করবো? বড় খেয়ালী তো! তা হোক্, মোটের উপর "মানুষ"-টি বেশ—এই ধারণাই হ'ল আমার প্রথম পরিচয়ে। হঠাৎ মা'র কি খেয়াল হ'ল—রেলের ঘড়্ঘড়ানির মধ্যে আমাকে বললেন, "একটা গান গাওনা, বাবা।" আমার গান যে শ্রোতার কর্ণপীড়া সৃষ্টি করে তা' আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। তথাপি কি জানি কেন, মা'র আদেশ বিনা-বাক্যব্যয়ে পালন করলাম। গাইলাম রবীন্দ্রনাথের—

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে—
চির পথের সঙ্গী আমার, চির জীবন হে।" ইত্যাদি

গান শেষ হতেই মা বললেন, "আরও গাও।" এ-রকম অনুরোধ আমার জীবনে ঐ প্রথম অভিজ্ঞতা। মাকে বললাম, "আজ পর্য্যন্ত আমার গান একবার শুনে কেউ দ্বিতীয়বার শুনতে চায়নি।" মা বললেন, "কেন? বেশ তো তোমার গান।" শুনে আমার মনটা অহৈতুকী খুশীতে ভরে উঠল। বললাম "আমার সঙ্গীত শিক্ষা কেন হ'ল না, তার এক ইতিহাস আছে।" মা শিশুর মতন আব্দার ক'রে বললেন, "সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিহাসটা বলো না বাবা !" কি একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ দিদি মা'র কাছে এলেন এবং কানে কানে কিছুক্ষণ মা'র সঙ্গে দিদির কথাবার্ত্তা হ'ল। আমি ইতিমধ্যে একখানি Readers' Digest নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম মা'র অনুযোগ, "বাবা সেই ইতিহাসটা তো বলা হয়নি।" গল্প বলার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে শিশু-শ্রোতৃমণ্ডলী সুদে-আসলে আদায় ক'রে থাকে। এখানেও দেখলাম সেই শিশুদেরই অন্যতম সংস্করণ। সেই জন্য শিশুমাত্রই মা'র বন্ধু—মনের মিল আছে কিনা !

সঙ্গীত সাধনের আদিপর্ব্বে আমার ব্যর্থতার কাহিনী বললাম। যা ঘটেছিল তা প্রতিদিনের হাসি-কান্নার মতন একটি অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সেই তুচ্ছ ব্যাপারটি বলার পর মা'র ভাব যা' দেখলাম, তা অভাবনীয়। ব্যাপারটি এই ঃ—আমি কিছুদিন গলা সেধেছিলাম। সঙ্গীতপ্রিয় এক স্পষ্টবাদী প্রতিবেশী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবাজী তুমি যে রোজ পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভোরবেলা গলা সাধছ, তোমার কি মনে হয় হার্মোনিয়মের সঙ্গে তোমার গলা মিলছে ?" উৎসাহিত হ'য়ে আমি বললাম, "আমার তো মনে হয় মিলছে।" প্রশ্ন-কর্ত্তা সঙ্গীতজ্ঞ এবং আমার প্রাত্যহিক সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ শ্রোতা। আমার উত্তরে হতাশ হয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, "ওতেই যদি গলা মিলছে মনে ক'রে থাক, তাহলে তোমার দ্বারা কোনও দিনই গান শেখা হবে না, ব'লে দিচ্ছি।" তারপর আমি গান ছেড়ে বাগানের সখ ধরলাম। বাগানের মধ্যেও তো 'গান' রয়েছে—বা-গান, অর্থাৎ বিকল্পে গান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথাটি ফুরাল, আর সুরু হল মায়ের অফুরন্ত হাসি। সর্ব্ব অঙ্গ দোলা দিয়ে সে-হাসির ফোয়ারা ছুটতে লাগল—বুক-ভরা হাসি, মুখ-ভরা হাসি, প্রাণ-হরা হাসি। প্রত্যূষে দেখেছিলাম মায়ের অপরূপ রূপ; এখন দেখলাম মায়ের অপরূপ হাসি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সে-হাসি অকারণ এবং অপ্রাসঙ্গিক। সঙ্গীত-সাধনে আমার ট্র্যাজেডির কাহিনী উপলক্ষ মাত্র; তা' থেকে সাধারণতঃ এমন হাসি আসে না। এ-হাসির উৎস কোন্ রহস্যময় ভূমিতে তা কে বলবে? হাসির লহরে এতো মাধুর্য্য! এতো আকর্ষণী শক্তি! সে এক অভাবনীয় অনুভূতি। দ্বাপরে যমুনা-পুলিনে যে বাঁশী বেজেছিল, তারই ঝঙ্কার যেন লুকানো রয়েছে এই হাসির উচ্ছলতায়, অজস্রতায়, বিহ্বলতায়।

ট্রেণ চলেছে এলাহাবাদ অভিমুখে। কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই আমার বেসুরো গলা উপলক্ষ ক'রে যে-হাসির লহর-লীলা হয়েছিল, হঠাৎ তার পট-পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। সহসা গম্ভীরভাবে মা আমাকে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন; আমি নির্লজ্জ ধৃষ্টতার সুরে জানিয়ে দিলাম যে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মে আমার আস্থা নেই। আমার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দৃঢ়স্বরে মা বললেন, "সে কি কথা? ব্রাহ্মণ সন্তান, গায়ত্রী জপ করো না? দীক্ষামন্ত্র জপ করো না?" কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না। কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। মা তখনও আমার দিকে তাকিয়েই রয়েছেন। মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ-সব-কিছু বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটে গেল। তখন আমার মন-বুদ্ধি "প্যারালাইজড"। এইটুকু ধাক্কা দেওয়ার পরই মা তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের ভূমিতে ফিরে এসে বললেন, "বাবা, ছোট মেয়েটার আব্দার রাখ ; রোজ অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সময় দিও। মন্ত্রে বড় মজা আছে।" তারপরে মা আরও অনেক কথা বললেন ; তা ব্যক্ত করবার নয়।

আমার চিত্ত-ধারায় নিমেষের মধ্যে যেন নতুন ক'রে জোয়ার এল। তারপর মা আমাকে আবার গান গাইতে বললেন। একটানা কয়েকটি গান গাইলাম এবং স্তোত্র আবৃত্তি করিলাম।

গান শেষ হবার পর আবার সাধারণ কথাবার্ত্তা আরম্ভ হ'ল। মায়ের এমন ভাব যেন তিনি কিছুই জানেন না ; তাঁকে কেউ লেখাপড়া শেখায় নি, আমাদের সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনার যোগ্যতা তাঁর নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা প্রসঙ্গে মা জিজ্ঞাসা করলেন "বাড়ীতে চিঠি লিখেছ—কোন্ ট্রেণে হাওড়া পৌঁছুবে ?" আমি বললাম, "না, আমার ফেরবার ঠিক ছিল না ব'লে কোন্ ট্রেণে হাওড়া পৌঁছুব তা' লেখা হয়নি।" কি উদ্দেশ্যে মা এই প্রশ্ন করেছিলেন তখন তা' বুঝিনি।

যথাসময়ে গাড়ী এলাহাবাদে এসে পৌঁছুল। এই ষ্টেশনে মায়ের নামবার কথা। বিদায় আসন্ন দেখে আমি দূর থেকে প্রণাম করতেই মা হঠাৎ বললেন, "লাম।" আমি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম। মা বললেন, "লাইম্ম্যা পড়ো।" আমার স্নানাহার হয় নি, পথের ক্লান্তিতে মুখ শুকিয়ে গেছে, উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি ট্রেণে কাটবে—অতএব মা'র খেয়াল তাঁর সঙ্গে এলাহাবাদে নেমে আমি স্নানাহার সেরে, পরবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ট্রেণে কলকাতা যাই। বাড়ীতে তো চিঠি লেখা হয় নি কোন্ ট্রেণে হাওড়া পৌঁছুব; তবে আর এলাহাবাদে নামতে বাধা কি? সঙ্গে সঙ্গে দিদির চেষ্টায় পরবর্ত্তী ট্রেণে বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থাও হ'য়ে গেল। এখন আমি "দয়া করে" নামলেই হয় এই রকম ভাবটা! নামবো কিনা ইতস্ততঃ করছি এমন সময়ে মায়ের ছুলাল শ্রীমান বিন্দু আমার বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে, আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখে বিছানা-সমেত প্ল্যাটফর্ম্মে নামল। মা তখন প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমিও স্যুটকেসটি হাতে ক'রে নেমে পড়লাম। মা বললেন, "ব্যস্"। আবার সেই শান্ত দৃষ্টি—সকরুণ স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল। এই তো আমার মা—"ছেলে-ধরা মা!"

আমি দূরে ছুটে যেতে
ছু'হাত পসারি'
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চাওয়া মানে পাওয়া"।

মাকে প্রথম দেখেছিলাম সেই দিল্লী-প্রয়াগের রেলপথে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে তাঁর বহুধা বিচিত্র প্রকাশের কণামাত্র আভাস পেয়েছিলাম। তারই সুধা আমার মনপ্রাণ ভরপূর ক'রে দিয়েছিল।

মাকে কলকাতায় তেমন ক'রে পাওয়া কঠিন—প্রায় অসম্ভব। মা যখনই কলকাতায় আসেন, তাঁকে কেন্দ্র করে দু'টি বিভীষিকা উৎকটভাবে দেখা দেয়ঃ—

(১) অশিষ্ট, অসংযত জনতা।

(২) অখণ্ড, অসঙ্গত "প্রাইভেট"।†

জনতার কিন্তু কোনও দোষ নেই। মা-ই তাদের অদৃশ্য ডাকে টেনে আনেন। এবং তাদের প্রাণের মধ্যে উদগ্র উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তোলেন। পাগল মায়ের পাগল হাওয়ার ছোঁয়া লেগে নিয়মের বাঁধ যায় ভেঙ্গে।

কলকাতার হুড়োহুড়ি-কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির মধ্যে দিয়ে মা'র শরীরের উপর দিনের পর দিন দুর্দ্দান্ত দুঃসহ উপদ্রব চলতে থাকে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মতন মা সকলের সব কিছু অত্যাচার সহ্য করেন; কারণ তারা যে মা'র-ই। আবার, মা মনে মনে হয়তো "ব্যথা"ও পান

---

† শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে প্রচলিত এই ইংরাজী বিশেষণ পদটির অর্থ—কিছুক্ষণের জন্য মাকে একলা পাবার সুযোগ। যে এই সুযোগ পায়, সাধারণতঃ সে সহজে ছাড়ে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কারণে যে কতো সন্তান মাতৃদর্শনে বঞ্চিত হ'য়ে ব্যর্থতার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আশ্রম থেকে বাড়ী ফিরে যায়। তারাও যে মার-ই।

মাকে একচেটে করে যারা পেতে চায়, এবং পায়, অবশ্যই তারা ভাগ্যবান ; হয়তো তাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে ব'লেই মা'র ইচ্ছাতে এই সুযোগটুকু ঘটে। কিন্তু তাদের কথাও মায়ের খেয়াল থাকে, যারা মাকে না পেয়ে অভিমান ক'রে বলে "মা আজকাল হয়েছে শুধু বড়লোকের মা" ; যারা লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেনি বলেই দূরে আশ্রমের একটি কোণে মুখটি নীচু ক'রে ব'সে থাকে ; যারা সংসারের দুঃখ-কষ্ট অভাবের মধ্যেও ট্রামে-বাসে বা পায়ে হেঁটে আসে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাকে একটুখানি দেখে, অতৃপ্তির বোঝা বুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। মা চায়—সকলেই মা'র কাছে আসুক। কিন্তু উপায় নেই। কলকাতার ভীড় ঠেলে মা'র কাছে আসতে হলে কেবল ভক্তিতে চলে না ; শক্তিরও প্রয়োজন।

বালিগঞ্জের শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমটি বড় ছোট্ট। প্রত্যেক তলায় বলতে গেলে দেড়খানি মাত্র ঘর, চারতলা পর্য্যন্ত উঠেছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থের তুলনায় উচ্চতা এত বেশী যে মা বাড়ীখানির নাম দিয়েছেন "গোবিন্দের টিফিন ক্যারিয়ার।"*

সম্প্রতি মা ঘন ঘন কয়েকবার কলকাতা এসেছিলেন মুক্তিবাবার†

---

* ১৯৫৮ সালে কলকাতার অদূরে—আগড়পাড়াতে—গঙ্গাতটে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বিশিষ্ট শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

† মায়ের পুরাতন ভক্ত একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুস্থতা উপলক্ষে। দুইবেলা প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা মা কাটাতেন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালে—মুক্তিবাবার শয্যাপার্শ্বে।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রোগক্লিষ্ট, গৃহত্যাগী, নিষ্কিঞ্চন সন্তানের শিয়রে মমতাময়ী মায়াতীতা জননীর কী সে স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টি, কী সে মিষ্ট মধুর ভাষা। মনে হ'ত মায়ের উপস্থিতিতে রোগী রোগ-যন্ত্রণা ভুলে যেতেন। বৃদ্ধ-শিশু মায়ের কোমল স্পর্শে নবীন জীবন লাভ করতেন। ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য সকলে স্তম্ভিত—কে এই অসামান্যা মহিলা, যাঁ'কে দর্শন করবার জন্য কাতার দিয়ে লোক জমে গেছে হাঁসপাতালের বিরাট ময়দানে; যাঁর কৃপা লাভের জন্য লালায়িত হ'য়ে রয়েছে লাট, মন্ত্রী, জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, বণিক, কেরাণী, গরীব, বড়লোক; যাঁর আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েছে নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, এমন কি পশু পর্য্যন্ত!

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দল বেঁধে মুক্তিবাবার ঘরে প্রবেশ প্রার্থী অসংখ্য। মায়ের কিন্তু কড়া শাসন যে হাঁসপাতালের নিয়ম মেনে চলতে হবে, রোগীর ঘরে ভীড় করা হবে না। অতএব ময়দানের জনতা ময়দানেই রইল, অধীর প্রতীক্ষায়। মনে মনে অনেকেরই ইচ্ছা—"মুক্তিবাবার ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে দিয়ে, মা চলে আসুন না আমাদের কাছে।" তারা বোঝে না যে মা'র বারে বারে কলকাতা আসার একমাত্র কারণ—"মুক্তির-বন্ধন।"

মাতৃভক্তির উৎকট নমুনা অনেক আছে। একদিন দেখলাম মা'র শরীর ক্লান্ত। অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে আশ্রমে মা যখন ফিরলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন খুব বেলা হয়ে গেছে। এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত জনতাকে তীব্র শাসনের সুরে বললেন, "আপনারা আমার মাকে বড় বিরক্ত করেন— একটু বিশ্রাম করতে দেবেন না?" আশ্রমের হল-ঘরে ভীড়ের মধ্যে মা'র কষ্ট হচ্ছে দেখে, তিনি মাকে ধরে নিয়ে গেলেন পাশের ছোট্ট ঘরটিতে এবং সেইখানে ব'সে ব'সে মা'র সঙ্গে একান্তে ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন—সে আর ফুরোয় না। এদিকে মায়ের ভোগের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাতে কি হয়েছে? মার "বিশ্রাম" তো হচ্ছে! আর, তা'ছাড়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি তো বলেই রেখেছেন "আমার মা!" তিনি ভুলে গেছেন যে মা সকলের-ই।

আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের কথা মা'র খেয়াল থাকে না। শরীর ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই সব ব্যাপারে সময়-মতন ভক্তমণ্ডলীর "কবল" থেকে মাকে "উদ্ধার" করবার জন্য সদাজাগ্রত রয়েছেন দিদি।* নিন্দা-সমালোচনা সব-কিছু তিনি উৎসর্গ ক'রে রেখেছেন মাতৃসেবার মহাযজ্ঞে।

দিদির কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, কখনও বা দিদিকে লুকিয়ে, মা যে কতজনের কতো অত্যাচার সহ্য করেন তার সীমা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে—কতো অবান্তর প্রশ্ন, কতো অসঙ্গত আব্দার, কতো অন্যায় দাবী। যে যা-কিছু বলে, যা-কিছু করে, মা'র বিরক্তি নেই, বিকার নেই।

শুনেছি একদা মা'র কপালের সিঁদুর পাবার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে

* শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেত। সংগ্রহের জন্য কোনও কোনও মহিলার আগ্রহ এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, তাঁদের নখরাঘাতে মা'র কপাল চিরে গিয়েছিল।

কালীঘাটের এক ধর্ম্মশালাতে মা কয়েকদিন ছিলেন। সেইখানেই এই দুর্ঘটনা। যাত্রীর দল মন্দিরে "পাথরের"-কালীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে ধর্ম্মশালাতে আসতো "জীবন্ত-জাগ্রত-কালীর" কাছে। হয়তো বা তাদের মনে আশা ছিল যে আনন্দময়ীর সিঁদুর সংগ্রহ করতে পারলে নিজের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় হবে। তা' কি আর সম্ভব? মা পরে দেখিয়ে দিলেন যে মা'র নিজের সিঁদুরের জোরে স্বয়ং ভোলানাথের* শরীরটাও অক্ষয় হবার নয়।

মায়ের কাছে অনেক রকম লোক আসে। তার মধ্যে অধিকাংশই আর্ত্ত বা অর্থার্থী; জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীও সম্ভবতঃ আছে। যে-কোনও ধর্ম বা যে-কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ মা'র কাছে আসে, মা কারও ভাব নষ্ট করেন না। প্রত্যেকের গুরুদত্ত পথ তার পক্ষে শ্রেয়—এই মায়ের শিক্ষা।

ঘনিষ্ঠভাবে মায়ের সংস্পর্শে যারা এসেছে তারা এমন একটা কিছু পায়, যার জন্য তারা বারে বারে মা'র কাছে আসতে চায়; মা'কে তারা একেবারে ভুলতে পারে না; জীবনের ছোট-বড় সকল ঘটনার মধ্যে তারা মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে রাখে।

একবার আমার কৌতূহল হয়েছিল মাতৃসঙ্গের প্রভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় অনুসন্ধান করতে হবে। এই বিষয়ে

* লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ের স্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রশ্নের উত্তরে বহু ভক্তের মুখ থেকে একটি দামী কথা পেয়েছি "মা আমাকে বড়ই ভালবাসেন।" এ শুধু তাদের মুখের কথা নয়; অন্তরের অনুভূতি। এই ধরণের অভিজ্ঞতা হ'য়ে থাকে—কেবল ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর নয়, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, মদ্রদেশ কেউ বাদ যায় না। এমন কি আমেরিকার ধনিক এবং ইউরোপের বৈজ্ঞানিককে-ও দেখেছি মা'র দুর্নিবার আকর্ষণে আত্মহারা হয়েছে। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও মনে মনে প্রত্যেকের ধারণা "আমার প্রতি মায়ের বিশেষ কৃপা।" অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সকলেই একেবারে ব্রাকেটেড ফার্ষ্ট (bracketed first)। আসল কথা এই যে কেউ কার-ও চেয়ে কম ভালবাসা পায় না মা'র কাছ থেকে। তবে কে কতটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং তার মধ্যে আবার কতটুকুই বা ধারণ করে রাখতে পারবে—তা' নির্ভর করে আধারের উপর। আধার ভেদে অধিকার ভেদ। যা'র যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ।

মায়ের কথাগুলি মধুমাখা। মানুষের মন তাতে সহজেই সরস হ'য়ে ওঠে। তাঁর উপদেশ অনেক বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুখের কথার মধ্যে দিয়েই হোক, আর ছাপার অক্ষরেই হোক, সে উপদেশের বাহন ভাষা। ভাষা কল্পনাত্মক—তার গতি কিছুদূর পর্য্যন্ত; তারপর সে অচল। মা'কে নিবিড়ভাবে পাবার পক্ষে সে-ভাষা যথেষ্ট নয়। মায়ের চোখের এক বিশেষ ভাষা আছে। সেই রেলগাড়ীতে দেখে-ছিলাম মায়ের শান্ত দৃষ্টি—সকরুণ স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল। মায়ের দৃষ্টির আর একটি রূপ দেখেছি—মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণবাণ; মনে হয় যেন মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরটা মা পড়তে পারেন আদ্যোপান্ত ; বুঝতে পারেন এক চাউনিতে—সে কী স্তরের লোক, কী ছিল, কী হবে।

দেব-দুর্ল্ভ ঐ নয়নযুগল কখনও বজ্রের চেয়েও কঠোর, কখনও কুসুমের চেয়েও কোমল। মায়ের পাবন দৃষ্টি যা'র উপর পড়ে, তার পুণ্য অবগাহনের ফল হয়। করুণাবারির অজস্র ধারায় মা ধৌত করেন তার যত-কিছু সঞ্চিত মলিন পঙ্কিলতা।

এইতো গেল মা'র মুখের ভাষার কথা, চোখের ভাষার কথা। আর একটি অবস্থা আছে—তখন মুখও বন্ধ, চোখও বন্ধ। মা যেখানেই থাকুন না কেন, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সমবেত সন্তানদের নিয়ে একটি নির্দ্ধারিত সময়ে মৌন অবলম্বন করেন। এই সময়টুকু অমূল্য। মৌনকালের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ নামকীর্ত্তন, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি চলতে থাকে—উপস্থিত সকলের মন উঁচু সুরে বাঁধবার একটি প্রকৃষ্ট পথ।

রাত্রিকালে পৌনে নটার সময় জোর আলো নিবিয়ে দেওয়া হয় এবং ঘণ্টার সঙ্কেতে পনেরো মিনিট ব্যাপী মৌনকাল নির্দ্দেশ করা হয়।

পনেরোটি মিনিট ক্ষীণ আলো ও অস্পষ্ট অন্ধকারের অন্তরালে একটি স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত ভাব সমবেত জনতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন মায়ের সান্নিধ্যে নিজের মনের মধ্যে ডুবে যাবার জন্য পরম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়। বিপুল জনতার মধ্যেও নিরালা নির্জ্জনতার আস্বাদ অনুভব করা যায়। মনে হয় যেন—মা, আর আমি ; আমি আর মা। একাসনে,একমনে, একাগ্র হ'য়ে সেই যিনি এক মাত্র, তাঁকেই ধ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবার জন্য এই মৌন। কতো কঠিন এই সাধনা, তা বোঝা যায় মৌন ধ্যানে যোগদান করলে।

কিছুদিন মৌন অভ্যাসের পর মনঃসংযোগের শক্তি বেড়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত হয়। মা বলেন—মন স্থির হয় তখনই মন যখন অস্থির হয় তার জন্য। তার আগে পর্য্যন্ত আমাদের যে-মৌন, তাতে কেবল ঠোঁট বন্ধ থাকে, চোখ বন্ধ থাকে।

মৌনকালে কোনও কোনও দিন মায়ের যে-রকম রূপ খুলে যায়, তাঁর বর্ণনা অসম্ভব। মনে পড়ে কাশীর আশ্রমের একটি সন্ধ্যা—কোন-ও এক বছর মহালয়ার ঠিক পরেই। আশ্রমের ছাদে মা'কে নিয়ে আমরা বসে আছি। উপরে শরৎকালের তারা-ভরা সুনীল আকাশ—ধ্যানমৌন অনন্ত। নীচে ভরা-গঙ্গার ফেনিল উচ্ছ্বাস—লীলাচঞ্চল অশান্ত। মৌনের ঘণ্টা বাজল। সব নিস্তব্ধ।

দলে প'ড়ে আমি-ও অবশভাবে ব'সে আছি ; ধ্যানের শক্তি নেই, মনে মনে নাম করে যাচ্ছি ; চক্ষু মুদ্রিত। কি জানি কেন, হঠাৎ চোখ চেয়ে ফেললাম, আর সামনেই দেখলাম এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দেখলাম আকাশ-গঙ্গার পটভূমিকাতে মা—একাধারে কখনও ধ্যান-মৌন-অনন্ত, কখনও লীলা চঞ্চল-অশান্ত। স্তিমিত দীপের অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম মা'র রঙ ফেটে পড়ছে ; ঘন কালো এলোচুলের আবেষ্টনে মুখমণ্ডলের দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মৌনের মাধ্যমে মায়ের যে-বাণী আমার অন্তর স্পর্শ করল, তার তুলনা নেই। ভাষার সাধ্য কী যে মনের সেই গহনে তেমনি ভাবে স্পন্দন সৃষ্টি করবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনেছি মাকে পেতে হলে নিজেকে ভুলতে হয়, নিজেকে ছাড়তে হয়—এইটি হ'ল সব-চেয়ে গোড়াকার কথা। মা বলেছেন, নিজেকে যতোটা শূন্য করা সম্ভব হবে, তাকে ঠিক সেই পরিমাণ পাওয়া যাবে।

আমরা যাকে "ভালবাসা" বলি, সে-বস্তু মা'র মোটেই আছে কি না আমার সন্দেহ হয়। এ পর্য্যন্ত দেখলাম না যে কারও জন্য মা'র "মন-কেমন" করছে।

দীর্ঘকালের জন্য মা হয়তো দূর-বিদেশে যাবেন ব'লে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনা-কাতর অসংখ্য সন্তান চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মা আনন্দময়ী তার নির্ম্মম প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন, উদাসীন দৃষ্টি দিয়ে—মনে হয় যেন তার মধ্যে সমবেদনার লেশ মাত্র নেই।

মায়ের এই নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারের রহস্য কি? "সর্ব্বনাশী" হাসির লহর তুলে মা হয়তো জবাব দেবেন "দুর্ব্যবহার তো তোমরাই করো, বাবা! দুর্ব্যবহার মানে কি? না, দূর ব্যবহার। এই শরীরটার দূর-ও নেই, নিকট-ও নেই। দূর-বিদেশে তো যাচ্ছে না। এইখানে আছে, সেই-খানেও আছে, সব জায়গাতেই আছে। বিচ্ছেদের কোনও মামলা-ই নেই। মন-কেমন কার-ই বা করবে; কার জন্যই বা করবে? সবই তো এক।"

মাতৃসঙ্গের সুযোগ সব সময়ে সকলের ঘটে না। লৌকিক ভাবে যে মাতৃ-সঙ্গ, তা অবসরসাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ এবং মায়ের রক্ষীদলের কৃপাসাপেক্ষ। কিন্তু অলৌকিক ভাবে, লোকচক্ষুর অগোচরে, মাতৃত্বের যে-সুধাসিন্ধু নিয়ে মা দেহ ধারণ করেছেন, তা' বিতরণের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। সন্তান "কৃপাক'রে" গ্রহণ করলেই জননী "কৃতার্থ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে শত শত নরনারী শান্তিলাভ করেছে। "ব্যক্তিত্ব"-শব্দটি বোধহয় এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ মা যে একেবারে নৈর্ব্যক্তিক—তাঁর কোনও সংকল্প নেই, সংস্কার নেই, সম্বন্ধ নেই। বোধ করি সেই জন্যই মায়ের ভালবাসা বন্ধন সৃষ্টি করে না ; মুক্তির সন্ধান দেয় ; সকলকে কাছে টেনে এনে এতো মধুরতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে।

নৈর্ব্যক্তিক ব'লেই মা'কে অনেক সময়ে মনে হয় পাষাণী। কিন্তু মায়ের মতন এমন স্নেহের প্রতিমাও জীবনে কখনও দেখিনি। মায়ের স্নেহের মধ্যে ভাল-মন্দের বিচার নেই ; নেই কোনও রকম ইতর-বিশেষ। সেই স্নেহ পাওয়া যায় বিনা মূল্যে, বিনা সর্ত্তে—যদি চাওয়া যায়। এখানে "চাওয়া" এবং "পাওয়া" এক কথা। পায় সে, চায় যে। পায় ততোটুকু, চায় যতোটুকু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেরাদুনে দশদিন।

(১৩।১০।৫৩—২৩।১০।৫৩)

এ বছর মায়ের উপস্থিতিতে ৺দুর্গাপূজা হবে দেরাদূনের শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমে—এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণটা নেচে উঠেছিল। দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত এই দেরাদূন মাতৃসন্তানগণের পক্ষে পুণ্যময় পীঠস্থান।

মায়ের ধর্ম্মপুত্র ভাইজী* স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-পদমর্য্যাদা সব-কিছু ভুলে, মাতৃ-সেবার মহাযজ্ঞে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন এই দেরাদূনে। সেই প্রাতঃস্মরণীয় I.S.O.-ভিক্ষুকটির পদধূলির পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত দেরাদূনের এই পথ-প্রান্তর।

বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে মাতৃত্বের সন্ধান যিনি সাধন দ্বারা লাভ করেছিলেন, মায়ের নিত্য "বালগোপাল" সেই শ্রীশ্রীভোলানাথ† কঠোর তপস্যা করেছিলেন এই দেরাদূনে, শেষ নিশ্বাসও ত্যাগ করেছিলেন এই দেরাদূনে।

সে একদিন ছিল যখন মা ছিলেন "শা-বাগের বউটি"—অন্তঃপুর-চারিণী অবগুণ্ঠনবতী। তার পরে মা হ'লেন "ঢাকার মা"; তখনও

---

* "মাতৃদর্শন" গ্রন্থের লেখক শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায়, আই, এস, ও। ইঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম মৌনানন্দ পর্ব্বত।

† লৌকিকদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমায়ের স্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের শ্রীমুখ ঘোমটাতে ঢাকা—যা'র জন্য সহজ-শিশু ভাইজী পেয়েছিলেন মর্ম্মান্তিক ব্যথা। নিত্যকালের চিরন্তনী মাকে কোনও ঢাকা দিয়ে ঢাকা যায় না—তার সাক্ষী দেরাদূন। এইখানেই প্রথম মায়ের মাথার কাপড় সরল, মুখের ঢাকা খসল। "কুন্তল কৌমুদী কৃষ্ণচূড়া" নিয়ে বিশ্বজননী প্রকাশ্যে এসে দাঁড়ালেন বিশ্ববাসীর আঁখির আগে।

রাইপুর, কিষাণপুর, ডোঙ্গা ও কল্যাণবনের প্রত্যেটি ধূলিকণা ইষ্টগোষ্ঠীর* কাছে "তীর্থরজ"। দেরাদূন ধন্য। এ বছর একসঙ্গে মা, দুর্গাপূজা এবং ভাগবত সপ্তাহ। এই ত্রিবেণীতে আধ্যাত্মিক অবগাহনের সুবর্ণ সুযোগ।

দেরাদূনে পেঁৗছুলাম ১৩ই অক্টোবর। তখন দেবীপক্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে। আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর। মা আসছেন—শারদীয়া দুর্গা, যাঁকে অকালে বোধন করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। মা এসে গেছেন—শাশ্বতা মা, যিনি কারও বোধনের অপেক্ষা রাখেন না; বিসর্জ্জন দিলেও যে-মা তৎক্ষণাৎ কোলে টেনে নেন সন্তানকে।

মা "এসে গেছেন" বললেও ঠিক হবে না। মা আছেন—সব সময়েই আছেন। যিনি "আছেন" তিনি আবার "আসেন" কি ক'রে? আসা-যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে দূর-নিকটের ভেদ থাকলে। মা নিজেই বলেছেন "মা'র আসাও নেই, যাওয়াও নেই—সব সময়ে এখানেও আছি, সেখানেও আছি, সব-খানেই আছি; 'খান' একটা-ই।"

---

* মায়ের আশ্রয় যারা পেয়েছে তারা সকলে "ইষ্ট-গোষ্ঠী"-র অন্তর্গত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যাক্ সে-কথা—বড়ো কঠিন তত্ত্ব; হৃদয়হীন abstract theory! যাঁকে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা বলে পেয়েছি, সেই মাকে দেখতে না পেলেই আমাদের মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়। কীর্ত্তন বা পাঠ বা সৎসঙ্গের সময়ে দূরে একটি কোণে বসতে হয়, তা'তে দুঃখ নেই—মাকে দেখতে পেলেই হ'ল। যদি কোনও দীর্ঘকায় ব্যক্তি সামনে ব'সে মাতৃদর্শনে ব্যাঘাত ঘটায়, নিতান্ত হতাশ হ'য়ে মন বলে "কেন এই ভদ্রলোকটিকে ভগবান বেঁটে করেননি?" মায়ের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব যদি থাকে, তা আমাদের অনুভবের বাইরে। আমরা এইটুকুই জানি যে মা ঘুরে ঘুরে বেড়ান দূর-দূরান্তরে, দেশ-বিদেশে—দুটি পায়ে যেন চাকা বাঁধা। মাকে স্থূল-ভাবে যখন কাছে পাই, তখন আমাদের মনটা খুশীতে ভ'রে থাকে।

মা "বিদেশে" থাকলে আমাদের মন কেমন করে। মন কেমন করে না কার? যা'র মায়ের প্রতি মন নেই; অথবা যা'র মন লয় হয়ে গেছে। ইষ্ট গোষ্ঠির যত মাতৃসন্তান আছি আমরা, তাদের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভবতঃ এই দুই বিপরীত অবস্থার মাঝামাঝি কোনও না কোনও ভূমিতে রয়েছে। তাদেরই মনের কথা আমার কলম দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে মায়ের কৃপায়। আমাদের মন "লয়" হয়নি; আমাদের মনে মনে রয়েছে মাতৃ-সঙ্গের "আলয়" লাভ করবার লোভ।

মা'র কথা আমরা অনেকেই অনেক সময় পালন করতে পারি না বটে; কিন্তু মাকে আমরা ছাড়তে পারি না। যদি বা কখনও দূরে সরে যাই, তাতে ব্যথা পাই। অবশেষে মনটা আবার মায়ের কাছে ফিরে আসতে চায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের অনেকেরই সংসার আছে ; বিষয় কর্ম্ম আছে ; অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা ইত্যাদি নশ্বর বস্তুতে পুরোদস্তুর আসক্তি রয়েছে। কর্ম্ম-মুখর জীবন-পথে সারাটি বছর উড়ে বেড়াই—আহার্য্যের অনিশ্চিত অন্বেষণে, কখনো বা শিকারের চেষ্টায়, কখনো বা নিছক ওড়ার-নেশায়। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত্ত গৌরবে যখন উড়তে থাকি, তখন হয়ত বা মনে করি যে পাখার জোরে আকাশ জয় করছি। "আমাকে" নিয়ে যখন মুগ্ধ থাকি, তখন হয়তো বা সাময়িক ভাবে ভুলেও যাই মাকে। কিন্তু বেশীদিন ভুলে থাকবার উপায় আছে কি ? টেনে আনে যে !

যা'কে একবার এই "ছেলে-ধরা-মা" ধরেছে, তার পালাবার পথ নেই—এইটুকুই আমাদের জীবনের চরম সম্বল ও পরম সম্পদ। অতীত যেমনই হোক না কেন, মা'র আশ্রয় যে পেয়েছে, তার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপে মায়ের দৃষ্টি আছে—আমরা বুঝি বা না বুঝি। অতএব মা-ভৈঃ।

মায়ের একটি দুরন্ত সন্তানের কোনও কারণে ধারণা হয়েছিল যে সে মাতৃস্নেহবঞ্চিত। এতো ডাকাডাকিতেও কিছু ফল হ'ল না ; তখন সে স্থির করল—মাকে আর চাই না ; "মাতৃ-বয়কট্-সংঘ" স্থাপিত করতে হবে। সেই সংঘের সভ্যদের ব্রত হবে—মাকে ভালোবাসবো না। মাঝে মাঝে "সংযম সপ্তাহ" পালন করতে হবে—সে সময় মা'র ছবি দেখা, মাকে চিঠি লেখা এবং মাতৃপ্রসঙ্গ নিষিদ্ধ। মাঝে মাঝে অষ্টপ্রহর-ব্যাপী অভিমান উৎসব হবে—অখণ্ড মাতৃ-বিস্মৃতি-সাধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ হেন "সাধু সংকল্পের" পরই সেই ছেলেটির হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনাক্রমে মা'র সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। লীলাময়ী মা মিষ্ট-মধুর হাসি হেসে তাকে বললেন, "অ বাবা, তুমি পারবে না, পারবে না, পারবে না।" তারপরেই পাষণ্ড-দলন প্রাণ-গলানো অট্টহাস্য। অভিমান-মুগ্ধ সন্তানের ক্লিষ্ট-কাতর শূন্য মনটিকে মা সুধা দিয়ে পূর্ণ ক'রে দিলেন কানায় কানায়। এক নিমেষে ভেসে গেল তার মাতৃ-বয়কট-সংঘের উৎকট পরিকল্পনা।

মা আসলেন কাছে। ভাবল সেই অবোধ সন্তান—পেলাম বুঝি বা মাকে। ভুল ভেঙ্গে দিলেন মা—ছোট্ট একটি প্রশ্ন ক'রে। নিজের শরীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে মা জিজ্ঞাসা করলেন "মা কি শুধু এইটুকু ?"

দেরাদূনে পূজা মণ্ডপে দেখলাম—প্রতিমার সামনে মা। শত শত দর্শক আসছে—নারী, পুরুষ, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, হিন্দু, অ-হিন্দু, গৃহী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি। তারা দর্শন করতে এসেছে দুর্গা প্রতিমাকে। সকলের অপলক দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ রয়েছে আনন্দময়ী মায়ের দিকে। এ যে কী আকর্ষণ তা কে বলবে ?

যথাযোগ্য সমারোহে দশভূজার পূজার আয়োজন হয়েছে ষোড়শো-পাচারে। নিত্য চণ্ডীপাঠ তো আছেই ; তা' ছাড়া গীতা পাঠ, উপনিষদ্ পাঠ, দেবীভাগবত পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, নাম, সৎসঙ্গ ইত্যাদি মিলিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম হয়েছে ; তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই। প্রোগ্রামের প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষাপ্রদ এবং উপভোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সব–কিছু মাকে কেন্দ্র ক'রে। অসংখ্য নক্ষত্র-তারকার পটভূমিকা যেমন আকাশ, এই বিচিত্র প্রোগ্রামের অন্তরালে তেমনি মা।

মাটির প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঁজি মিলিয়ে হ'ল মন্ত্র-নিরঞ্জন। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর্ব্ব। যথারীতি হ'য়ে গেল সব অনুষ্ঠান। কিন্তু বিজয়া র ব্যথা নেই। কিসের ব্যথা ? শারদীয়া দুর্গাকে বলা হ'ল—

"সংবৎসরৈক ব্যতীতে তু
পূনরাগমনায় চ।"

শাশ্বতা মাকে আবাহন করতে-ও হয় নি ; বিসর্জ্জন করবার-ও উপায় নেই ; পুনরাগমনের প্রশ্নই নেই। মা আছেন—নিত্য হৃদয়বিহারিণী শুদ্ধা সনাতনী করুণাময়ী মা।

মা'র যে কোন্ সময়ে কোন্ রকম ভাব উপস্থিত হবে, তার স্থিরতা-ও নেই, ইয়ত্তা-ও নেই। দেরাদূনে যে-কয় দিন কাটল, তা'র মধ্যে কতোই মধুর লীলা ফুটে উঠল। লীলাময়ীর ঐশ্বর্য্যভাতিমা মাধুর্য্যপ্রতিমা মহিমামণ্ডিতা যে-প্রকাশ, তার কণামাত্র রেখে দেবার জন্য মানুষের কতো-ই না প্রয়াস—ক্যামেরা, ডিক্টাফোন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তা দিয়ে কতোটুকুই বা ধ'রে রাখা যায় !

একদিন মা'র খেয়াল হ'ল উপস্থিত সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে রাইপুর গেলেন—দেরাদূন থেকে আন্দাজ ৪ মাইল দূরে। এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর জীর্ণ পুরাতন এক শিব মন্দির আছে। তারই পাশে একটি ছোট স্যাঁৎসেঁতে ঘরে মা আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়েছিলেন, ঢাকা থেকে হঠাৎ যখন ১৯৩২ সালে চলে আসেন একবস্ত্রে। সঙ্গে ছিলেন কেবল ভোলানাথ* আর ভাইজী।

জায়গাটির পরিবেশ ভীতিপ্রদ। শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বনভূমি; মন্দির প্রাঙ্গণে এবং দেওয়ালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাপ ও বিচ্ছুর অপ্রতিহত আধিপত্য। অনতিদূরে ঘন-সন্নিবিষ্ট শ্যাম বনানী এবং বনপ্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ গিরিশৃঙ্গ মালা—মহামৌন, ধ্যান-নিমগ্ন। লৌকিক চক্ষে মা'র অবস্থা তখন নিঃস্ব নিঃসহায়। তাঁর "দুরবস্থা" দেখে স্থানীয় পল্লীরমণীগণ মা'র প্রতি সহানুভূতিপরবশ হয়েছিল। তারা দেখতো—সংসারবিরক্ত একটি সাধক (অর্থাৎ ভোলানাথ*) হিমালয়ে এসেছেন তপস্যা করতে; তাঁর "পরিত্যক্তা" স্ত্রী অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থায় স্বামীর অনুসরণ ক'রে এখন গলগ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; সঙ্গে আছে একটি চাকর (অর্থাৎ ভাইজী)†। এহেন অবস্থাতে অবশ্যই মা ছিলেন সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই কৃপাপাত্রী।

মায়ের মুখ থেকে শুনেছি যে হিতৈষিণী পল্লীবাসিনীগণ মাকে সমবেদনাপূর্ণ উপদেশ দিত: "তুমি রামনাম করো, তা হ'লে হয়তো তোমার স্বামী তোমাকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হ'লে তো রামের কৃপা পাবে না। স্নান করো, কাপড় ছাড়ো, তাহলে রামজী প্রসন্ন হবেন।"

---

* লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ের স্বামী ৺রমণী মোহন চক্রবর্ত্তী, "ভোলানাথ" নামে পরিচিত।

† শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায়। ইঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম মৌনানন্দ পর্ব্বত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯২৩ সাল থেকে মা ভাত খাওয়া প্রায় বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে যখন দেরাদূনে আসলেন, তাঁর আহার্য্য ছিল প্রধানতঃ—ভাইজীর ভিক্ষালব্ধ আলু বা কচু, সংখ্যাতে তিনটি। কিছুদিন পরে আলু এবং কচু নিকটবর্ত্তী গ্রামে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল; তখন মা বললেন যে তাঁর খাদ্যের জন্য চার মাইল দূরে দেরাদূন সহর পর্য্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। ভোলানাথ ও ভাইজীর জন্য ভিক্ষালব্ধ যে রুটি থাকে তারই একটু "ছিল্‌কা" মায়ের আহার্য্য হবে।

রাইপুরে শীত-গ্রীষ্ম বর্ষাতে মা'র শরীরের আবরণ ছিল একখানি কাপড়। "রাজরাজেশ্বরী"র এই দীন দরিদ্র ভিখারিণীর মতন চীরবাস-পরিহিতা মূর্ত্তি কল্পনা করতে-ও আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে। মা'র কাছে কিন্তু সব অবস্থাই সমান। হয়তো বা আহার, আবাস এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এই "কৃচ্ছ্র সাধন" মায়ের একটি অহৈতুকী খেলা। সাধারণ দৃষ্টিতে একেই বলে কৃচ্ছ্রসাধন। মা'র মুখে কিন্তু শুনেছি যে মা কৃচ্ছ্রসাধন করেন নি, কখনও কোনও সাধন-ই করেন নি—নানা রকম সাধনার খেলা আপনা থেকে "হ'য়ে গেছে"। হয়তো বা সাধনগুলি নিজেরা সার্থক হবার জন্যই মা'র দিব্য দেহ আশ্রয় ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রাইপুর-জীবনের বিস্তারিত বিবরণ মা দিলেন শিবমন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। সেদিন বিজয়া। শারদীয়া শুক্লা দশমীর চাঁদ তা'র জ্যোৎস্নাবিধৌত নির্ম্মল প্রোজ্জল হাসি হেসে সাক্ষ্য দিল "হায়, হায়, হায়, কা'র কৃচ্ছ্রসাধন, কা'র জন্যই বা কৃচ্ছ্রসাধন!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের দিব্য শরীরটিকে আশ্রয় ক'রে যে-মা এসেছেন মূর্ত্ত হ'য়ে মর্ত্ত্যধামে—সংস্কারহীন, সংকল্পহীন খুশীর খেয়ালে—তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন ছিল না, কৃচ্ছ্রসাধন তিনি করেনও নি। ভাগবত-সত্তা এবং মা যে এক ও অদ্বিতীয়া একথা বোঝাবার জন্য কোনও সাধন প্রয়োজন হয়নি মায়ের পক্ষে। মা'র মুখ থেকে শুনেছি—এই শরীরে যা'-কিছু সাধন হয়ে গেছে, তা' অভাব-বোধে হয়নি।

রাইপুরের ভাঙ্গাঘর, ছেঁড়া কাপড়, সাপ আর বিচ্ছুর কথা বলতে বলতে মা একটি বন্ধুর পথ দিয়ে আমাদের সকলকে নিয়ে গেলেন অনতিদূরবর্ত্তী একটি নতুন বাড়ীতে। খেলনা পেলে শিশু যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, মা তেমনি উল্লসিত হ'য়ে বলতে লাগলেন কোন্ একজন ভক্ত কি রকম ঘটনাক্রমে রাইপুর আশ্রমের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী ক'রে দিয়েছেন এবং সেই নতুন বাড়ীর ছাদে নতুন মৌনমন্দির হয়েছে।

এই নতুন বাড়ী, নতুন মৌনমন্দিরের কথা বলতে বলতে মায়ের কী "আহ্লাদ"! অথচ কোনও আশ্রমের কোনও ঘরের প্রতি তাঁর মমত্ব বোধের কণামাত্র নেই। ফুলের মালা গ্রহণ করেই মা যেমন হাসিমুখে বর্জ্জন বা বিতরণ করেন, আশ্রমকেও তিনি ঠিক সেই দৃষ্টিতেই দেখেন।

রাইপুরের মৌনমন্দিরটির ইতিহাস (মা বল্লেন "হিষ্ট্রী—ঠিক হয়েছে তো?") মা'র মুখ থেকে শুনলাম। বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভাইজীর সঙ্গে মা গিয়েছিলেন একটি দুর্গম, নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গে। ভাইজীর ইচ্ছা হয়েছিল সেইখানে একটি মৌনমন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্মাণ করতে হবে, সাধক সেই মৌনমন্দিরে আপন মনে ধ্যান ক'রে যাবে, যতোদিন পর্য্যন্ত না নিজের পরিচয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়; সাধকের খাদ্যদ্রব্য আনবে পাহাড়ের নীচের পল্লীবাসিগণ। ভাইজীর এই সাধটি মা'র খেয়ালে ছিল। রাইপুর আশ্রমের নতুন বাড়ীর এই ছাদটি দেখে মা'র খেয়াল হ'ল—আরামের জন্য ব্যবহার না ক'রে এই ছাদের এক অংশে মৌনমন্দির হোক। ভাইজীর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা কঠিন—সেরকম নির্জ্জনতাপ্রিয় আত্মস্থ সাধকও দুর্লভ, সেরকম সাধু-বৎসল সহৃদয় গৃহস্থও বিরল। তাই মা বলেছিলেন "জ্যোতিষের ইচ্ছা ছিল পাহাড়ে মৌনমন্দির করবে; কম্‌সে কম এই ছাদে তো হোক।"

এই মৌনমন্দিরটিতে ভাইজীর দৃষ্টি আছে। এর পরিবেশের প্রত্যেকটি পরমাণুতে ভাগবত স্পন্দন। সে-দৃষ্টি স্পষ্টতঃ আমরা অনুভব করতে পারি না, কারণ আমাদের নিমীলিত চক্ষু অজ্ঞানতিমিরান্ধ। সে-ভাগবত স্পন্দন আমাদের চিত্তকে দোলা দেয় না, কারণ আমাদের অন্তরস্থ রেডিও-যন্ত্রটির ধারণশক্তি ও গ্রহণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

মা স্বয়ং চিৎ-স্বরূপিণী—ভাগবত স্পন্দন বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর মুখের বাণীতে, চোখের ইঙ্গিতে, হাসির লহরে। চিন্ময়ীর সংস্পর্শে আমরা তো আসছি; তথাপি আমাদের রূপান্তর ঘটছে না কেন?

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রদীপের মতন একটি মৃৎ-ভাগ আছে, একটি চিৎ-ভাগ আছে। মৃৎ-ভাগ আধার মাত্র; তার সঙ্গে আগুনের সংস্পর্শ হলে প্রদীপ জ্বলে না। মৃৎ-ভাগ আগুনকে গ্রহণ করতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তেলকে শোষণ করতে পারে। তথাপি মৃৎ-ভাগের সার্থকতা আছে, কারণ তা'কে-ই আশ্রয় ক'রে রয়েছে প্রদীপের চিৎ-ভাগ অর্থাৎ সল্‌তে। সল্‌তের মধ্যে থাকে জ্বলবার সম্ভাব্যতা—যদি পিছনে থাকে তেল এবং সামনে থাকে আগুন।

উপমা সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। তবে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেহ প্রদীপের মৃৎ-ভাগ ; আমাদের সাধনা প্রদীপের তেল ; আমাদের চিৎ-ভাগ প্রদীপের সল্‌তে ; এবং প্রদীপের পক্ষে আগুন যা, আমাদের পক্ষে মাতৃসঙ্গ তাই।

মাতৃসঙ্গ সার্থক করতে হ'লে অনেক কিছু দরকার। দেহরূপী মৃন্ময় আধারকে শুদ্ধ ও দৃঢ় করতে হবে। সাধনার সঙ্গে তেলের উপমা দেওয়া হয়েছে। মৃন্ময় আধার ছিদ্রযুক্ত হ'লে তেল পড়ে যাবে, শুষ্ক থাকলে তেল শোষণ করবে। সব চেয়ে বড় কথা—মনরূপী সলতেটিকে উন্মুখ রাখতে হবে, সাধন-সিক্ত অবস্থায়। এইটুকু করতে পারলে তবেই মাতৃসঙ্গের ফলে আগুনের পরশমণি জ্বলে উঠবে প্রাণে।

তেল নেই, সলতে নেই—শুধু মাটির প্রদীপ নিয়ে আমরা সাধারণতঃ আসি মা'র কাছে। তাই সে-প্রদীপ জ্বলে না। জ্বলে না বটে ; কিন্তু মায়ের পাবকশিখার সান্নিধ্যে এসে মাটিও সাময়িক ভাবে উষ্ণ হ'য়ে ওঠে। মাতৃবিচ্ছেদ ঘটলেই সে তাপ নষ্ট হ'য়ে যায়, বিষয়ের শব-শীতল স্পর্শে। মৃৎ-ভাগ যে-তেজ গ্রহণ করতে সমর্থ, তাতে আছে উত্তেজনা, তার ভিত্তি নিছক ভাবপ্রবণতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিৎ-ভাগ যে তেজের অধিকারী, তাতে আছে উদ্দীপনা, তার ধর্ম জ্ঞানোন্মেষ।

চিৎ-ভাগের সঙ্গে মাতৃ মিলন ঘটলে তবেই বোঝা যায় কাকে বলে—

"বাহির দুয়ারে কপাট লাগানো
ভিতর দুয়ার খোলা
নিসাড় চরণে আয়লো সজনী
আঁধার পেরিয়ে আলো।"

মাকে কেউ জানে না। মায়ের মুখের টুক্‌রো টুক্‌রো কথার ক্ষণিক ঝলকে মাতৃপরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু তা ধ'রে রাখতে পারা কঠিন। মা ধরা না দিলে কা'র সাধ্য মাকে ধরে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতায় সংযম সপ্তাহ মহাব্রত।

(১৪ই নবেম্বর হইতে ২০শে নবেম্বর ১৯৫৩)

সংযম সপ্তাহের পরিকল্পনা যোগী ভাইয়ের*। এই মহাব্রতের উদ্দেশ্য—নিজেকে জানিবার, আপনাকে পাইবার চেষ্টা। মায়ের কথায় "নিজের ঘরে যাবার যাত্রা।" ইহার প্রথম অনুষ্ঠান কাশীতে ৬ই আগষ্ট হইতে ১২ই আগষ্ট ১৯৫১; দ্বিতীয় অনুষ্ঠান বিন্ধ্যাচলে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫২ হইতে ৮ই জানুয়ারী ১৯৫৩; তৃতীয় অনুষ্ঠান কলিকাতাতে ১৪ই নবেম্বর হইতে ২০শে নবেম্বর ১৯৫৩।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসের কথা—মা তখন দেরাদূনে দুর্গাপূজা সারিয়া বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছেন। সঙ্গে আছেন কয়েকজন কলিকাতার ভক্ত। গঙ্গা-মেখলা-বেষ্টিত অবিরাম-সমীরণ-সেবিত এই দুর্গম, জনবিরল শৈলশিখরে মায়ের অপরূপ লীলালহর উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

একদিন বিন্ধ্যাচলে মায়ের সঙ্গে কথা হইল—সংযম সপ্তাহের নব-নামকরণ "সংযম সপ্তাহ মহাব্রত।" মা বলিলেন—এই ব্রত সারা জীবনের ব্রত; বছরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটি সপ্তাহ-বিশেষের মধ্যে ইহাকে আবদ্ধ রাখা যায় না, ইহার আদর্শের প্রয়োগ ৩৬৫ দিন, জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে।

এই শুভ নামকরণের মধ্যে যে-বীজের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাই

* সোলনের রাজা সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গা সিং-এর "যোগী ভাই" নামটি মায়ের দেওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়তো মায়ের ইচ্ছাতে অদূর ভবিষ্যতে ফলফুলে সুশোভিত প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করিবে।

কলিকাতার সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আরম্ভের দিন স্থির হইয়াছিল —১৪ই নভেম্বর। সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া মা কলিকাতায় পৌঁছিলেন ১১ই তারিখে। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী ও শ্রীমৎ স্বতন্ত্রানন্দ স্বামীজী কলিকাতার ভক্তগণের ইচ্ছা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে মা'র সঙ্গে কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। কাশী-আশ্রমবাসী জনকয়েক মা'র সঙ্গে ছিলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে আরও ছিলেন মহা-মহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, সোলনের রাজা, টিহরীর রাজা ও রাণী, আম্বের রাজা, ডাক্তার পান্নালাল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু ইত্যাদি।

বালিগঞ্জে, ৪নং একডালিয়া প্লেসে একটি খোলা মাঠে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জাষ্টিস সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্তের বাসভবনের এক প্রান্তে সাময়িক "মাতৃমন্দিরের" ব্যবস্থা হইয়াছিল। মায়ের শুভ-আগমনের পূর্ব্বে ঐ "মন্দিরে"-র শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল—তিন দিন উদয়াস্ত নাম।

মহাব্রতের দৈনিক সাধন-ধারা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

সকাল—

৫টা হইতে ৫-৩০—উষা কীর্ত্তন।

৫-৩০ হইতে ৭-১৫—নিজ নিজ নিত্য কৃত্য সাধন ধারা।

৭-১৫ হইতে ৭-২৫—কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭-২৫ হইতে ৭-৩০—মণ্ডপে নিজ নিজ আসনে উপবেশন।

[মণ্ডপের দ্বার ৭-৩০ মিনিটে বন্ধ হইবে এবং ৮-৩০ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।]

৭-৩০ হইতে ৮-৩০—মায়ের উপস্থিতিতে ধ্যান জপ। [এই সময়ের মধ্যে আসন ত্যাগ নিষিদ্ধ। তবে কোন অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত হইলে মণ্ডপ হইতে নীরবে সন্তর্পণে উঠিয়া যাওয়া আবশ্যক।]

৮-৩০ হইতে ৮-৩৫—কালোপযোগী সঙ্গীত।

৮-৩৫ হইতে ৯-২০—সমবেতভাবে গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদ পাঠ এবং কীর্ত্তন।

৯-২০ হইতে ১০-১৫—মাতৃ-সঙ্গ।

১০-১৫ হইতে ১১-৩০—হরিকথা ও কীর্ত্তন।

দ্বিপ্রহর—

১১-৩০ হইতে ১-৩০—ব্রতীদের প্রসাদ গ্রহণ।

১-৩০ হইতে ২-৪৫—ভগবদ্‌ভাবের অনুকূল নিজ নিজ ক্রিয়াদি।

২-৪৫ হইতে ২-৫৫—কীর্ত্তন।

২-৫৫ হইতে ৩টা—মণ্ডপে নিজ নিজ আসনে উপবেশন।

[মণ্ডপের দ্বার ৩টার সময় বন্ধ হইবে এবং ৪টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।]

৩টা হইতে ৪টা—মায়ের উপস্থিতিতে সমবেত ধ্যান জপ। [এই সময়ের মধ্যে আসন ত্যাগ নিষিদ্ধ। তবে কোন অনিবার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ উপস্থিত হইলে মণ্ডপ হইতে নীরবে সন্তর্পণে উঠিয়া যাওয়া আবশ্যক।]

বৈকাল—

৪টা হইতে ৪-৪৫—গীতা ব্যাখ্যা।

৪-৪৫ হইতে ৫-৩০—হরিকথা ও কীর্ত্তন।

৫-৩০ হইতে ৬-৪৫—নিজ নিজ নিত্যকৃত্য সাধন ধারা।

রাত্রি—

৬-৪৫ হইতে ৭-৪৫—মহাভারত ব্যাখ্যা।

৭-৪৫ হইতে ৮-৪৫—কীর্ত্তন।

৮-৪৫ হইতে ৯টা—মৌন।

৯টা হইতে ৯-৩০—ব্রতীদের দুগ্ধপান।

৯-৩০ হইতে ১০টা—মাতৃসঙ্গ।

১১-৪৫ হইতে ১২-১৫—মহানিশা-ধ্যান (যদি কাহারও ইচ্ছা হয়) ব্যক্তিগতভাবে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে করা। ব্রতীদের ইচ্ছা হইলে সংযম অনুকূল শয্যা নিতে পারেন।

জনবহুল, যানবহুল, অখণ্ডকলরব মুখরিত কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর নীরব-নির্জ্জন-তপোবনসুলভ সংযম-সপ্তাহ-মহাব্রত। এ যেন মহামায়ার এক অলৌকিক বিভূতি। প্রত্যূষে ছেলেমেয়েরা আসন হাতে করিয়া দ্রুতগতিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে মণ্ডপে আসিত, পাছে মৌনের ঘণ্টা বাজিয়া যায় এই আশঙ্কা বুকে করিয়া। বেড্-টী, ব্রেকফাষ্ট ভুলিয়া, সুকোমল সুখশয্যা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা শীতের সকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিত মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায়! এ দৃশ্য দেখিয়া মায়ের আনন্দ প্রকাশ একদিন দেখা গিয়াছিল মায়ের অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলে।

সংযম মহাব্রতের উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ইত্যাদি পালন দ্বারা স্ব স্ব আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

এই উপলক্ষ্যে আসন, জপ এবং ধ্যান সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি উপদেশ ছাপাইয়া বিতরণ করা হইয়াছিল তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল ঃ—

"আসন ঃ অনাবৃত ভূমির উপর বসিয়া জপ বা ধ্যান করা ঠিক নয়। কুশাসন বা অন্য কোন প্রকার আস্তরণ ভূমির উপরে রাখিয়া বসা উচিত। যাঁহারা গুরুর নিকট হইতে কোনও প্রকার আসনের উপদেশ পাইয়াছেন অথবা না পাইলেও যাঁহারা যে প্রকার আসনে সচরাচর বসিতে অভ্যস্ত তাঁহারা সেই আসনেই বসিবেন। যাঁহারা আসন সম্বন্ধে গুরুর কোন আদেশ পান নাই অথবা যাঁহারা নিজেও কোনও আসনে বসিতে অভ্যস্ত নহেন তাঁহারা যথাশক্তি সুখাসনে বসিয়া কাজ করিবেন। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে মেরুদণ্ডটি যেন সোজা থাকে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক সঞ্চালন না হয়। দেহকে যতটা সম্ভব স্থির রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

আসনে বসিতে হইলে সচরাচর পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবার নিয়ম। নিষ্কাম সাধকের পক্ষে সাধারণতঃ উত্তর মুখ হইয়াই বসা উচিত। এ সম্বন্ধেও যিনি গুরুর যে প্রকার উপদেশ পাইয়াছেন তাঁহার পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বসিবার সময় দিক বিচারের প্রয়োজন নাই।

জপ ঃ—যাঁহারা গুরুর আদেশক্রমে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মালা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা মালাতেই জপ করিবেন। কিন্তু অন্যের পক্ষে মালা জপ করিতে হইলে মালার সংস্কার আবশ্যক। অসংস্কৃত মালা জপ করা উচিত নহে।

কর জপ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে জপকালে নখস্পর্শ অথবা পর্ব্বসন্ধি স্পর্শ যেন না হয় এবং অঙ্গুলিগুলি যথাসম্ভব সংযুক্তভাবে রাখা উচিত। জপের সময় হাই উঠিলে অথবা হাঁচি আসিলে আবার নূতন করিয়া জপ আরম্ভ করিবেন। যাঁহারা শ্বাসের সঙ্গে জপ করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা তাহাই করিবেন।

জপ আরম্ভ করার পূর্ব্বে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জপ করিবেন তাহা মনে সঙ্কল্প করিয়া লইবেন। যিনি সপ্তাহের সঙ্কল্প করিতে পারেন করুন। অন্যথা দিনের সঙ্কল্প দিনে করিবেন। সঙ্কল্প-ভঙ্গ অপরাধের কারণ। জপের অবসানে জপরূপ কর্ম্মের ফল গুরু অথবা ইষ্ট অর্থাৎ শ্রীভগবানকে অর্পণ করিবেন। প্রতিবার জপের সময় ফলাকাঙ্ক্ষা যেন চিত্তে না থাকে। একমাত্র ভগবৎ প্রীতিই জপের উদ্দেশ্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

'সংযম সপ্তাহে' দৈনিক অন্ততঃ পাঁচ হাজার জপ করিতেই হইবে। যাঁহারা গুরু হইতে মন্ত্র পাইয়াছেন তাঁহারা গুরুদত্ত মন্ত্রই জপ করিবেন। যাঁহাদের মন্ত্রলাভ হয় নাই তাঁহারা তাঁহাদের রুচি অনুসারে ভগবানের যে কোনও নাম লইতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান ঃ—ধ্যান সম্বন্ধেও গুরুর যদি কোন নির্দ্দেশ থাকে তবে তাহাই পালন করিবেন। তাহা না থাকিলে যে-নাম জপ করিবেন সেই নামের নামীকে অথবা বিশুদ্ধ জ্যোতিকে হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে অথবা অন্য কোন কেন্দ্রস্থানে ভাবনা দ্বারা রক্ষা করিয়া ধ্যান করিবেন। মন্ত্রের ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করিয়া জপ করাও ধ্যানতুল্য। এস্থানে কোনও মূর্ত্তি চিন্তার আবশ্যকতা হয় না।

জপ ধ্যান করিতে বসিবার পূর্ব্বে হৃদয়কে বাহিরের আবর্জ্জনাময় চিন্তাগুলি হইতে মুক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। ভাবনা করিতে হইবে যে আমি এখন শুদ্ধ, পবিত্র এবং শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্য চিন্তার এখন অবসর নাই। কোন প্রকার চিন্তা সংস্কারবশে উঠিলেও তাহা হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করা উচিত এবং বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আমি চিন্ময়, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বদর্শী শ্রীভগবানের সত্তার মধ্যেই অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছি—তাঁহার কৃপালাভ অবশ্যম্ভাবী, মনে এই প্রকার উৎসাহ ও বিশ্বাস সর্ব্বদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত।"

সংযম-সপ্তাহের জীবন-যাত্রা আদ্যোপান্ত সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কেবল মণ্ডপে নয়,—মণ্ডপের বাহিরে-ও—কথায়, কাজে, চিন্তায় সর্ব্বতোভাবে শান্ত, স্থির অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। এমন কি বৈরভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত-ও মধুর ভাষণ করা উচিত। একদিন মায়ের কাছে কাহারও একটু রুক্ষ ব্যবহারের কথা পেঁ ৗছিলে মা বলিলেন—"অনিন্দিত কথা কও—ব্যবহার করো। হরি কথাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

·Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।" মায়ের এই অমূল্য বাণী আমরা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া মণ্ডপে টাঙ্গাইয়া দিলাম। মায়ের ইঙ্গিতে বুঝিলাম যে

"অনিন্দিত" শব্দের মধ্যে অনেক রহস্য আছে। অনিন্দিত অর্থাৎ (১) যাহা অনিন্দনীয় এবং (২) যাহাতে পরের নিন্দা নাই।

সংযম মহাব্রত উপলক্ষে মায়ের নিম্নলিখিত বাণী সর্ব্বদা স্মরণীয় ঃ—

"সৎসঙ্গের মধ্যে ধ্যান জপের সময়টুকু চোখ ইসারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ইত্যাদি ইঙ্গিত করাই না। সৎসঙ্গে সৎকথার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। জপ ধ্যান করিতে যখন বসা, গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে সেই বিধানে জপধ্যান। আর নূতন ক্রম নিলে সেই ক্রমের বিধানেই লক্ষ্য রাখিয়া জপ করা। যখন মৌন থাকিবে তখন তো কথাই নাই, মৌনের অন্তেও কেবল প্রয়োজন কথা জিজ্ঞাসা ও উত্তর। উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা; মণ্ডপের শান্ত-নীরবতা ভঙ্গ না হয় সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা।"

আহারের সহিত মনের অবস্থার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইজন্য ব্রতীগণের আহারের বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথম দুই বৎসর ব্রতীদের মধ্যে আহার্য্যের তারতম্য অনুসারে তিন শ্রেণী ছিল—এ(a), বি(b), সি(c)। "সি"-শ্রেণীর ব্রতীদের আহার্য্যে কিছু পরিমাণ বাহুল্য ছিল সাধারণতঃ যাহারা ভোগবিলাসে অভ্যস্ত তাহাদেরই উপযুক্ত এই "সি" শ্রেণীর খাদ্য।

শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং সাধক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণকে-ও কৃচ্ছ্রসাধনে উৎসাহ দেন। "সি"-শ্রেণীর খাদ্যের তালিকা অবধূতজীর মতের বিরুদ্ধ। সংযমের মধ্যে খাদ্যের বিলাসিতা দেখিলে তিনি অপ্রসন্ন হইবেন এই আশঙ্কায় উদ্যোক্তাগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মা হাসিমুখে বলিলেন "সি ছি ছি হ'য়ে যাক্।" "সি"-শ্রেণী বর্জ্জন হইল—রহিল কেবল "এ" ও "বি",—নব-নামকরণ হইল প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর আহার্য্যের নিয়ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল ঃ—

প্রথম শ্রেণী—একাহার—

প্রথম দিন—গঙ্গাজল।

দ্বিতীয় দিন—(১) চরু ও (২) পয়ফল

[চিনি মিশ্রিত জ্বাল দেওয়া দুধের সঙ্গে নানাজাতীয় ফল ছোট টুকরা করিয়া মিলাইয়া লওয়া।]

তৃতীয় দিন—(১) তরকারী ও (২) দুধ (এক পোয়া)।

চতুর্থ দিন—আনন্দময়ী ব্রহ্মখিচুড়ী (ভাতে ভাত)।

পঞ্চম দিন—(১) চরু ও (২) পয়ফল।

ষষ্ঠ দিন—তরকারী-চাল-ডাল সহ খিচুড়ী।

সপ্তম দিন—গঙ্গাজল।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

মধ্যাহ্নে

(১) ভাত, রুটি।

(২) একপদ (তরকারী অথবা ডাল)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) দধি।

রাত্রে—দুধ।

সংযম মহাব্রতের দৈনন্দিন সাধনধারার প্রত্যেকটি অঙ্গ সুন্দরভাবে পালনের জন্য একটি সদাজাগ্রত চেষ্টা সমবেত সন্তানদের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেরা অনভিজ্ঞ, অক্ষম বলিয়া তাহাদের মনে আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। তাহারা মায়ের চরণে প্রাণের নিবেদন জানাইয়াছিল—"মা, আমরা তো কিছু জানিনা, তোমার কাজ তুমি ঠিক ক'রে নিও ;"

মা তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনে বারোদিন*

(২৩শে অক্টোবর হইতে ৫ই নভেম্বর ১৯৫৪)

একাধারে শ্যামা-শ্যাম।

এই সেই বৃন্দাবন—শ্যামসুন্দরের লীলাভূমি। আজ শ্যামাপূজা। এই শুভলগ্নে এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত মা—ভাবগ্রাহী ভক্তের দৃষ্টিতে একাধারে শ্যামা-শ্যাম।

বৃন্দাবনের আশ্রম।

বৃন্দাবনের নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমটি সব দিক দিয়ে চমৎকার। রেল ষ্টেশনের নিকটেই কম-বেশী আট বিঘে জমির উপর আশ্রম ; জমির এক সীমান্তে পুরাণো এক শিব মন্দির। রাজপথের

---

* "ক্ষিতি", "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম", "রূপ", "রস", "স্পর্শ" ইত্যাদি ছদ্ম-নাম দিয়ে যে-সব ভাইবোনের কথা লেখা হয়েছে এই ডায়ারিতে, তাদের মধ্যে কোন্‌টী কে তা' জানা অনাবশ্যক। নাম-পরিচয়-নিরপেক্ষ ভাব-ধারার আস্বাদনেই আনন্দ।

যাদের ছদ্ম-নামগুলি সংকলিত হয়েছে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে, তাদের লক্ষ্য মা—যিনি প্রকৃতির মধ্য থেকেও প্রকৃতির বাইরে। মাকে না পেলে সন্তানের চলে না। সন্তান না হ'লে মায়ের-ও চলে না।

অনেক ইংরেজী শব্দ এই ডায়ারিতে আছে। তার অধিকাংশ-ই কোনও না কোনও সময়ে মায়ের মুখ থেকে পেয়েছি, মাতৃ-প্রসাদের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোভাবর্দ্ধন ক'রে রয়েছে আশ্রমের বিরাট গেট ; গেট দিয়ে ঢুকে, বেশ কিছুদূর এসে, পৌঁছালাম ভজনালয়ে আশ্রমের দোতালা বাড়ীতে। জমি থেকে পর পর কয়েকটি ধাপ উঠে গেছে একটি চাতাল পর্য্যন্ত। "ভজনালয়ে"র কোল দিয়ে ছুটি বারান্দা ছু' দিক থেকে এসে মিলেছে সেই চাতালে—ছুই প্রান্তে ছুটি স্তম্ভ ; স্তম্ভের পাদদেশে হাতীর মাথা—সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতীক।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মা চলেছেন আশ্রমের সামনের রাজপথ দিয়ে। সঙ্গে আছে "ক্ষিতি" ও "রস"। আশ্রমের সেই চাতালটিতে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম", "রূপ", "গন্ধ", "ধ্বনি", "স্পর্শ", "মন", "বুদ্ধি" ও "অহংকার" ইত্যাদি মায়ের ছেলে-মেয়েরা। তাদের মুখে পড়েছে বিজলী বাতির আলো।

বাইরে তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার,—সূচীভেদ্য, নিবিড় রহস্যাবৃত। সেই চাতালের স্তম্ভ-পরিচ্ছিন্ন প্রবেশ-পথ থেকে আলো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে রাজপথ পর্য্যন্ত,—যেখানে মা রয়েছেন। যেন অন্ধকারের বুক চিরে শুভ্র আলোকধারা মায়ের চরণে ভূ-লুণ্ঠিত প্রণাম জানাচ্ছে।

"বারি", "অনল" ইত্যাদি যা'রা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাতালে, তাদের দেখে মনে হয় যেন সংসারের সকল ব্যথা এবং অন্তরের সকল মলিনতা ও সংকীর্ণতা তাদের কাছ থেকে অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে বিদায় নিয়েছে, মায়ের দিব্য দর্শনে। মুখ-ভরা তাদের নির্ম্মল হাসি, চোখের দীপ্তিতে রয়েছে পুলকের স্পর্শ। তা'রা মা'র আশ্রয়ে এসেছে কিনা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দৃশ্য দেখে, দূর থেকে মা হঠাৎ বলে উঠলেন "ছাখো, ছাখো, দেখা যাচ্ছে যেন একটি মুখের হাঁ-র ভিতর সবাই রয়েছে।" *

ব্রজ-ভুমি।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মা একদিন বল্‌লেন "ব্রজভূমি নিত্যলীলার স্থান।" এই ব্রজভূমির আকাশে বাতাসে আনন্দের স্পর্শ। সকাল-সন্ধ্যা রাখাল বালক বাঁশী-হাতে গোরুর পাল নিয়ে চলেছে,—মনে পড়ে যায়, শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত সেই গোষ্ঠবিহারের ছবি। পরিচিত যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হ'লে এদেশের লোক প্রথম সম্ভাষণ করে, "রাধে রাধে"; উত্তরও সেই "রাধে রাধে"। পথে-প্রান্তরে ময়ুর নেচে বেড়াচ্ছে। অনতিদূরে, যমুনার শীর্ণ জলধারা বিস্তীর্ণ বালুরাশির বুক চিরে চলেছে অনন্তের, অদৃশ্যের সন্ধানে,—দ্বাপরের কতো পুণ্যস্মৃতি বহন ক'রে।

আশ্রমের দোতলা বাড়ীর ছাদে উঠলে, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তর; দিক্‌প্রান্তে ঘন-সন্নিবিষ্ট নীল বনরেখা।

বারান্দায় বসে বসে সারাদিন দেখা যায় দলে দলে পুণ্যকামী যাত্রী চলেছে তীর্থদর্শনে; কিম্বা ফিরছে দর্শন ক'রে,—চোখেমুখে তাদের পরিতৃপ্তির হাসি। মা বললেন "এদের দর্শনেও সুফল"।

মা'র কোনও কাজ নেই ?

মাকে আজ দেখছি বড়ই ব্যস্ত। যাঁর কোনও কাজই নেই,

---

* পরে মা বলেছিলেন—দালানের কোনে যে সিঁড়ি-উঠে গড়নটা রয়েছে, তা' দেখায় একটী মুখের হাঁর মতো—কতলোক আসছে যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে দেখতে পাচ্ছি সব কাজের মধ্যে,—কখনও রান্নাঘরে, কখনও ভঁাড়ার ঘরে, কখনও ভজনালয়ে। অনেক সন্তান হঠাৎ এসে পড়েছে অনেক দূর দূরান্তর থেকে,—পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান ইত্যাদি কত দেশের কত লোক হাজির হয়েছে এই আশ্রমে। তাদের বাস ও আহারাদির ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বুঝি মা সুগৃহিণীর ভূমিকায় "কাজ-কাজ-খেলা"র খেয়ালে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইন্সপেক্‌শান্‌ (inspection) ক'রে এ ঘর থেকে ও ঘর !

"মন", "বুদ্ধি", "অহংকার" ইত্যাদি মায়ের সন্তানরা আশ্রমের যে-ঘরে উঠেছিল সে ঘরটিতে অল্প জায়গা, অনেক মানুষ, অজস্র মাল। মেঝের উপর প'ড়ে রয়েছে আধ-খোলা গোটা কয়েক হোল্ড-অল্‌ (Hold all) ; আর ছোট-বড় অগণিত বাক্স পড়ে রয়েছে, আবর্জ্জনার মতন—কোথাও স্তূপীকৃত, কোথাও বিক্ষিপ্ত ; যেন আমাদেরই সংস্কার-সংকুল চিত্তবৃত্তির আবিল প্রতিচ্ছবি।

মা ঢুকলেন সেই ঘরে ; আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরের চেহারা গেল ফিরে। এলোমেলো-ভাবে-ছড়ানো জিনিসগুলিকে গুটিয়ে, গুছিয়ে, সাজানো হ'ল মায়ের নির্দ্দেশে। তার ফলে ঘরে জায়গা হ'ল, শোভা হ'ল এবং পদে পদে হোঁচট খাবার ভয়ও দূরে গেল।

এতো অল্প জায়গাতে, এতো অল্প সময়ে, এত বেশী মাল এমন সুন্দরভাবে সাজানো যে সম্ভব—তা' কারো মাথায় আসেনি। মা'র উপস্থিতিতে কিন্তু সব কিছু হয়ে গেল বিদ্যুৎবেগে। একেই বলে মাতৃকৃপায় এক নিমেষে রূপান্তর। এইটুকুই জীবের একান্ত কাম্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা করালেন সব-ই। অথচ কিছুর মধ্যেই মা নেই। প্রতি পদেই পরামর্শ করছেন এর সঙ্গে, ওর সঙ্গে, তার সঙ্গে; যেন সবার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছেন,—এই রকম ভাব। মায়ের এ-ও একটি খেলা!

অস্তগামী সূর্য্য ও মা।

একদিন গোধূলি লগ্নে জয়পুরের রাজার মন্দিরের সামনে দিয়ে মা চলেছেন একটি টাঙ্গাতে। দূরে, পশ্চিম দিকে, কালো বন। অস্তগামী সূর্য্যের স্তিমিত প্রভায় পশ্চিমের আকাশে সিঁদুরের রঙ। হাসিমুখে ধরণীর শেষ নমস্কার গ্রহণ ক'রে দিবাকর সেদিনের মতন চলেছেন অস্তাচলে।

প্রকৃতির এই পরিবেশের মধ্যে মা। মায়ের চূড়া-বাঁধা কালো-চুল; বিশ্ব-ভুবন-আলো-করা মুখ, আয়তনয়ন দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখে মৃদু মধুর হাসি। অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ ক'রে হয়তো বা মা মনে মনে বলছেন, "যাওন নাই, আস গিয়া"। সেই নীরব সন্ধ্যাতে নীল নির্ব্বাক আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়তো বা মা ইঙ্গিত করছেন যে সূর্য্যদেব যেখানেই যান, ঐ আকাশের মধ্যেই তো থাকতে হবে। স্নিগ্ধ-বিরাট ঐ কৃৎস্ন গগনও যে তাঁরই "একাংশেন স্থিতং"।

"বাঁশী এখনও বাজে"

"গুরুকুল মার্গ" ধ'রে গাড়ী ক'রে চলেছেন মা। পাশ দিয়ে ধূলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়াতে উড়াতে একপাল গরু নিয়ে চলে গেল এক রাখাল বালক—হাতে তার বাঁশী। "অনল" জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা মা, আমরা এখন যেখানে রয়েছি, ঠিক এই জায়গাতেই কি শ্রীকৃষ্ণ কখনও এমনিভাবে বাঁশী বাজাতে বাজাতে গোরু চরিয়েছিলেন ?"

মা জবাব দিলেন, সস্নেহ দৃষ্টিতে "অনল"-এর দিকে তাকিয়ে, "বাঁশী এখনও বাজে ; এখনও গোরু চরান ; এখনও সে-লীলা কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

"অনল" ইতিহাসের ছাত্র। সে খবর রাখে খণ্ডকালের কাহিনীর। মা'র উত্তরের মধ্যে রয়েছে নিত্য কালের লীলা। কৌতুহল মেটাবার জন্য "অনল" জানতে চেয়েছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—যা জ্ব'লে উঠে, নিভে যায়। মা'র কাছ থেকে সে পেয়ে গেল শাশ্বত সত্যের বাণী—যা' ফুরায় না।

"সাধন উদ্যান"

আশ্রমের বাগানের আদিপর্ব্ব শেষ হয়েছে ; উদ্যোগ পর্ব্ব চলেছে। উদ্যান-পথ হয়েছে ; উদ্যান বলতে বিশেষ কিছু হয়নি এখনও। উদ্যান পথের গা-ঘেঁষে একটি কুলগাছ প্রবল প্রাণবেগে বেড়ে চলেছে। তার স্পর্দ্ধিত, অবাধ গতি দেখে মনে হ'ল—প্রশ্রয় পেলে এই গাছ ভবিষ্যতে পথের কণ্টক সৃষ্টি করবে ; সুতরাং একে উচ্ছেদ করা-ই মঙ্গল। কুলত্যাগ করেছিলেন ব্রজের গোপীরা। এই আশ্রমের সাধন-উদ্যানে কুলের মোহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন? অ-কূলে প'ড়ে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, মা কূল দেন, কোল দেন।*

বাগানে তমাল ও কদম গাছের চারা বসানো হয়েছে। মিলন-মাথুরের কতো পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত এই সব গাছ। "বুদ্ধি" বললে শ্রীমদ্ভাগবতে নাকি তমাল গাছের নাম নেই। "মন" বললে "না থাক; কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাই তো তমাল ভালবাসি। রাধা নামের উল্লেখ-ও তো নেই ভাগবতে; তাই ব'লে কি রাধা-নামে-সাধা-বাঁশী বাজেনি?" "রস" বলে "ভাগবতে থাক্ আর না থাক্, আনন্দময়ী আশ্রমে রাধা-ও আছে, তমাল-ও আছে।" "ধ্বনি" গান গায়ঃ—

"তমাল ডালে ময়ূর দেখে বলে ঐ যে চূড়া।"

"আনন্দময়ী তপোবন"

"গন্ধ"-র মনের সাধ—বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান লতা-বৃক্ষ সংগ্রহ ক'রে আশ্রমের বাগান সাজাতে হবে। এই প্রস্তাবে মা বিশেষ উৎসাহ দিলেন। কথা প্রসঙ্গে মারই প্রেরণাতে পঞ্চবটীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেল বাগানের পশ্চিম প্রান্তে।

* এই ডায়ারী মা'র কাছে প'ড়ে শোনান হয়েছিল। হাসতে হাসতে মা বলেছিলেন সব কুলগাছগুলি একত্র বসিয়ে দিয়ে বেড়ার মতন করা হবে। তার পরে মা বললেন কাঁটা যা'তে না ফোটে তার জন্য—

"এর ভিতরে যে যাবে
খড়ম প'রে কুল খাবে"

পরক্ষণেই মা হাসতে হাসতে বললেন "আরে কবিতা হয়ে গেল যে!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাছের তালিকা করতে গিয়ে প্রথমে-ই মনে পড়ে তুলসী, যা'র অপর অপর নাম—'বৃন্দা', 'হরিপ্রিয়া', 'বিষ্ণুবল্লভা'। ১০৮টি তুলসী-চারা দিয়ে কেয়ারী করলে কেমন সুন্দর হয়—বৃন্দাবনে বৃন্দা-বন।

রাস-লীলা-রত শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হওয়াতে গোপীরা পাগলের মতন ঘুরেছিলেন বনে বনে, "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" ব'লে। তাঁদের বিরহ-কাতর সেই অন্বেষণের সাক্ষী ছিল অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বট, কুরুবক, অশোক নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, নীপ ইত্যাদি।

মালতী, মল্লিকা, জাতিকা, যুথীকাকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন "শ্রীহস্তের ছোঁয়া দিয়ে তোমাদের প্রীতি সঞ্চার ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে যেতে কি তোমরা দেখেছ?"

গাছের তালিকা করতে গিয়ে আর-ও মনে পড়ে কতো নাম—পদ্ম, কুন্দ, মন্দার, অর্জ্জুন। লীলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এই সব গাছ-পালা। এদের সেবা করা সৌভাগ্যের কথা। মায়ের খেয়াল হ'লে অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবো ব্রজভূমিতে "আনন্দময়ী তপোবন"; আর দেখতে পাবো ধ্যান-সমাহিত পঞ্চবটী—মায়ের আশীর্বাদপূত, মায়ের স্নেহচ্ছায়াশ্রিত।

"মহাত্মার কতো কৃপা ছাখো"

বৃন্দাবনে এসে প্রথম দিকেই মা বলেছিলেন যে আশ্রমের মাঠে ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁটা-গাছের জঙ্গল ; মা আসছেন শুনে হরিবাবা * জঙ্গল সাফ করিয়েছেন। "মহাত্মার কতো কৃপা দ্যাখো—"এই কথা বলতে বলতে মায়ের চোখে মুখে লীলার লহর খেলে গেল। পরে বুঝেছিলাম ঐটুকু লীলার প্রয়োজন ছিল, বিশেষ ক'রে "রূপ", "রস" ও "স্পর্শ"-র শিক্ষার জন্য।

এই তিনটি মাতৃ-সন্তান ইতিপূর্বেই শুনেছিল হরিবাবার আশ্রমের প্রোগ্রাম চলে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় এবং মা সেই প্রোগ্রামে যোগদান করেন, নিয়মিত সময়ে। বৃন্দাবনে এসে তারা দেখল যে আনন্দময়ী-আশ্রমের ঘড়ি পনেরো মিনিট (fast) দ্রুত চলছে। অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল যে হরিবাবার আশ্রমের ঘড়ি পনেরো মিনিট দ্রুত এবং সেই ঘড়ি অনুসারে চলতে হবে আমাদের সকলকে। এইসব দেখে শুনে "রূপ", "রস" ও "স্পর্শ" বুঝে নিল যে একান্তভাবে মাতৃ-সঙ্গের সুযোগ আর পাওয়া যাবে না ; মায়ের সারাদিন কাটবে হরিবাবার আশ্রমে—"হরি-কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা" ! হায় ! হায় ! মাতৃসঙ্গ-ই যদি না পাওয়া গেল, তাহলে বৃন্দাবনে আসার কী দরকার ? মা তো আমাদের চায় না ; তাহলে আমরা বাড়ীতে ফিরে যাই !

মা আমাদের চায় না ?

হরিবাবার প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে "রূপ", "রস" ও "স্পর্শ"-র যে

* বৃন্দাবনের সর্ব্বজনমান্য মহাত্মা। হোশিয়ারপুর ও বাঁধে-ও হরিবাবার আশ্রম আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্রোহী ভাব ছিল, তার জন্য মা আড়ালে তাদের ভৎ´সনা করতে পারতেন। মা কিন্তু তা' করেন নি। ঐ তিনটি সন্তানের দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা করলেন।

পরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে হরিবাবার প্রোগ্রাম মাতৃ-সঙ্গের প্রতিবন্ধক নয়, পরম সহায়ক। মা আর-ও দেখালেন যে "তাহলে আমরা বাড়ী ফিরে যাই"—এ হেন আস্ফালন বৃথা; কারণ মা টানলে, থাকতে-ই হবে। বিশেষ ক'রে দেখালেন মা, পদে পদে, যে "মা তো আমাদের চায় না"—এই আমিত্ব-পূর্ণ ধারণা কতো ভ্রান্ত, কতো অমূলক।

চাইতে জানি না আমরা-ই। না চাইতে-ও কৃপা পাই, কিন্তু তা' গ্রহণ করতে জানি না। যদি বা কখনও একটুখানি গ্রহণ করি, তাকে ধারণ ক'রে রাখতে জানি না। মা কি করবে?

কৃষ্ণাশ্রমের প্রোগ্রাম।

বৃন্দাবনে আমাদের জীবন যাত্রার কেন্দ্র মা; পটভূমিকা কৃষ্ণাশ্রমের প্রোগ্রাম—সকালে রাসলীলা যাত্রা, বিকাল বেলা ভাগবত-কথা, সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন ও ভাষণ। এই কৃষ্ণাশ্রম ছিল উড়িয়া বাবার আশ্রম। এখন এখানে থাকেন হরিবাবা।

হরিবাবার এই কৃষ্ণাশ্রমে একটি দৈনিক প্রোগ্রাম আছে—ঊষাকালীন কীর্ত্তন। ঊষাকীর্ত্তনে মা সাধারণতঃ হরিবাবার আশ্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতেন না ; সুতরাং আমরাও যেতাম না। একদিন মা গিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা-ও গিয়েছিলাম।

হরিবাবার উষা-কীর্ত্তনের রেশ প্রতিদিন আমাদের আশ্রম থেকে শুনতে পাওয়া যেত। উদাত্ত সুরে, এক একটি স্বতন্ত্র অক্ষরের আশ্রয়ে চলত দীর্ঘকাল-বিলম্বিত সমবেত কণ্ঠ-সঙ্গীত। তার সঙ্গে উচ্চরোলে মৃদঙ্গ ও করতাল এবং গম্ভীর, প্রণবাত্মক ঘড়ির (গং) ধ্বনি—সব একত্র হ'য়ে শব্দব্রহ্মের এক বিচিত্র প্রকাশ হ'ত। তারই ফলে হরিবাবার আশ্রমের মধ্যে একটি নির্ম্মল, সাত্ত্বিক পরিবেশ গ'ড়ে উঠত, মৌন নিশীথিনীর স্তব্ধ পটভূমিকাতে।

হরিবাবার আশ্রমটি নির্ম্মল, সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। রাজপথ থেকে কিছু দূরে, সরু গলি দিয়ে যেতে হয় আশ্রমে ; দুধারে বন-জঙ্গল। বৃন্দাবনের স্বনামধন্য উড়িয়া বাবার আমল থেকেই মহাত্মাদের প্রভাবে ও নামে-পাঠে-হরিকথায় আশ্রমের আব্‌হাওয়া ভরপুর হ'য়ে আছে।

আশ্রমের আঙ্গিনাটি গোবর জলে নিকিয়ে যেন ঝক্‌ছক্‌ করছে—একটি ঝরা পাতা পর্য্যন্ত পড়ে থাকতে দেখিনি কোনও দিন। মণ্ডপটি প্রকাণ্ড, তার দেওয়ালে চারিদিকে নানা রকম সদ্‌বাণী লেখা রয়েছে।

প্রোগ্রামে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে সুন্দর একটি শান্ত, শ্রদ্ধাবনত ভাব র'য়েছে। ব্যাখ্যার সময়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে, হরিবাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁকে আদেশ করেন, তিনি-ই সবিনয়ে উত্তর দেন, তার পরে চলে আলোচনা।

কীর্ত্তনের সময়ে যে যা'র জায়গাতে ব'সে আছে, সংযত ভাবে; নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হচ্ছে, প্রোগ্রাম শেষ হ'লে নিয়ম-মতন সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করছে।

হরিবাবার আশ্রমের কাছাকাছি একটি জায়গাতে অনেকবার মা অনেকদিন ধ'রে বাস করে গেছেন। মাতৃসন্তানের কাছে এই অঞ্চল পরম পবিত্র তীর্থস্থান। হরিবাবার কাছে এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে-ও মাতৃ-সন্তানগণের জন্য সাদর অভ্যর্থনা সব সময়েই র'য়েছে। বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে যদি বাঙ্গলা ভাষায় গৌরসঙ্গীত শোনাতে পারে, তাহলে হরিবাবা পরম সন্তুষ্ট হন। বাঙ্গলা ভাষা তিনি শিখেছেন "অমিয়-নিমাই চরিত" আস্বাদন করবার জন্য।

আমাদের আশ্রমের প্রোগ্রাম।

আধ মাইল দূরবর্ত্তী হরিবাবার আশ্রমে বারে বারে যাতায়াত, দীর্ঘকাল সেখানে থাকা এবং যথাসময়ে সেখানে পৌঁছাবার উৎকণ্ঠা—এই সব সামলাতে সামলাতে সব সময়েই আমাদের সময়ের অভাব। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমাদের আশ্রমে প্রোগ্রাম কিছু কম ছিল না।

প্রতিদিন নিদ্রাভঙ্গ হ'ত আশ্রম-কন্যাদের ঊষা-কীর্ত্তনে—"ভজ মা আনন্দময়ী, লহ মা আনন্দময়ী, গাও মা আনন্দময়ীর নাম রে।" বেলা নয়টার সময়ে সমবেত গীতাপাঠ ও চণ্ডীপাঠ; তারপরে উপনিষৎ পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও মৌন ; সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন ও মৌন—এই ছিল আশ্রমের দৈনিক প্রোগ্রাম।

তা'ছাড়া বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রোগ্রাম-ও এই বারো দিনের মধ্যে হয়েছিল—উদয়াস্ত নাম একদিন, উদয়াস্ত জপ একদিন, সমবেত ভাবে হিন্দী রামায়ণ পাঠ একদিন। হরিবাবা একদিন এসেছিলেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। মহাত্মারা সমস্বরে সমগ্র সপ্তশতী পাঠ করলেন দিদির * আরোগ্যর জন্য। আর মা সমস্তক্ষণ স্থিরভাবে ব'সে রইলেন দিদির শয্যাপার্শ্বে।

হরিবাবার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ আমাদের আশ্রমেই ছিলেন ক'দিন ধ'রে। তাঁদের কাছে নাম শোনাবার জন্য মাঝে মাঝে আসতেন হরিবাবার শিষ্য মনোহর-ভাই। তাঁর গান নিয়মিত প্রোগ্রামের মধ্যে ধর্ত্তব্য না হ'লেও, বেশ আনন্দদায়ক।

প্রায় প্রতিদিনই নিয়মিত প্রোগ্রামের মতন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—সন্ধ্যার পূর্ব্বে মায়ের বাগানে-বেড়ানো। সেই সময়ে মাকে পাওয়া যেত স্বচ্ছন্দ গতিতে। হরিবাবার আশ্রমের গম্ভীর পরিবেশে মায়ের মুখের কথা শুনতে পাবার সুযোগ হয় না। বাগানে যে-সময়টুকু মা থাকতেন তখন "ধ্বনি" "সমীর", "রূপ", "রস" ইত্যাদি সন্তানগণ প্রাণ খুলে কথা বলত, আর প্রাণ খুলে হাসত।

* শ্রীমতী গুরুপ্রিয়াদেবীর সেই সময়ে কঠিন পীড়া হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাবার প্রোগ্রাম-ই পরম বন্ধু।

হরিবাবার প্রোগ্রামের মান রক্ষা করতে গিয়ে মাতৃ-সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হবে এই আশঙ্কা সবচেয়ে-বেশী হয়েছিল "রস"-এর। সে কিন্তু পেয়ে গেল মা'র কাছ থেকে সব-চেয়ে-ভাল "প্রাইজ"—মা'র গাড়ীতে প্রতিদিন বার বার যাতায়াতের স্থযোগ, কখনও মায়ের পায়ের তলে, কখনও মায়ের কোলের পাশে।

"রূপ"-এর মনে-ও প্রোগ্রাম-ভীতি প্রবল আকার ধারণ করেছিল! সে স্থির করেছিল হরিবাবার আশ্রমে মোটেই যাবে না। তা'র-ও কিন্তু প্রোগ্রামের কল্যাণেই অভাবনীয়ভাবে নিবিড় মাতৃসঙ্গ হয়ে গেল—সে যেমনটি চায়। "রূপ" চায় মায়ের দর্শন, মায়ের দৃষ্টি—এইটুকু পেলেই সে কৃতার্থ।

ইতিপূর্ব্বে "রূপ" মাকে কয়েক জায়গাতে দর্শন করেছে। বৃন্দাবনের পরিবেশে মাতৃ-দর্শন তা'র এই প্রথম। দিল্লীতে ও কলকাতাতে যে-দর্শন হয়েছিল, সে-রকম দর্শনে "রূপ"-এর তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয় মাত্র, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। বড়ো ভীড় সেখানে, বড়ো হৈ হৈ, বড়ো ঠেলাঠেলি, বড়ো বেশী "প্রাইভেটে"র জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

হরিবাবার মন্দিরে প্রতিদিন মা'র দর্শন পাওয়া যেত দীর্ঘ-কাল ধ'রে—মা ব'সে থাকতেন প্রতিমার মতন স্থির হ'য়ে। মাতৃদর্শনের স্থযোগটুকুই ছিল "রূপ-"এর কামনা। এ-সাধ তার মিটেছিল প্রাণভ'রে। হরিবাবার প্রোগ্রাম উপলক্ষ্য ক'রে দিনের পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, "রূপ"-এর ভাগ্যে ঘটেছিল সেই "নয়নের পরসাদ।" কখনও কখনও সাময়িক বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল—পাগড়ী-পরিহিত কোনও সজ্জনের মূর্ত্তি ধ'রে। সে-প্রতিবন্ধকের সহজ প্রতিকার ছিল "স্থানত্যাগেন।" একটু স'রে ব'সে মায়ের সামনাসামনি একটা জায়গা বেছে নিতে পারলে, কৃপাদৃষ্টির কোনও কার্পণ্য দেখা যায়নি মায়ের দিক থেকে। তখন "রূপ"-এর মনে হ'ত—যেন প্রোগ্রাম আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লে আরও ভাল হ'ত।

হরিবাবার প্রোগ্রাম উপলক্ষ্য করে "স্পর্শ"-ও পেয়েছিল মাতৃ-সঙ্গের অমূল্য সুযোগ—গাড়ীতে-ওঠা এবং গাড়ী-থেকে-নামার সময়ে বিনা প্রয়োজনে মাকে সাহায্য করা। মাতৃসেবার নামে এইটুকু মাতৃস্পর্শের আনন্দে সে পুলকিত। হরিবাবার প্রোগ্রামে যোগদান করার জন্য প্রতিদিন তিনবার যাওয়া এবং তিনবার আসা হ'ত বলেই "স্পর্শ" বারে বারে এই দেব-দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিল। তখন "স্পর্শ"-র মনে হ'ত—প্রোগ্রাম আর-ও ঘন ঘন হলে যেন আর-ও ভাল হত।

উদয়াস্ত নাম।

হঠাৎ একদিন দিল্লীর দুজন ভক্ত এসে উপস্থিত বৃন্দাবনে। অখণ্ড নাম-কীর্ত্তনে তাঁদের যেমন উৎসাহ, তেমনি অভিজ্ঞতা। আশ্রমেও কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা গান জানেন। খোল বাজাবারও লোকের অভাব হল না। মা'র প্রেরণায় সঙ্কল্প হয়ে গেল পরদিন উদয়াস্ত নাম হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধ্বনি"কে বললেন মা "মেয়েদের চারটি গ্রুপ (group) আর ছেলেদের চারটি গ্রুপ (group) ভাগ ক'রে, সময়-নির্দ্দেশ ক'রে দাও কা'র কখন পালা।" "ধ্বনি" গাইতে জানে না। কিন্তু যখন তখন বেসুরো গান গায় আপন মনে। সমবেত সঙ্গীতে তার গলা মেলে না এই বোধটুকু তা'র আছে; সভয়ে সে বললে "মা, আমার যে গলা মিলবে না।" মা তাকে ভরসা দিয়ে বললেন "যা মিলবে, তাতেই হবে।" "ধ্বনি" আহ্লাদে আটখানা। মা'র কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে, সে প্রস্তাব ক'রে বসল "মা কিন্তু লীড্ (lead) দেবেন।" হাসিমুখে মা বললেন "না, মা'র লীড্ ঠিড্ না।" তথাপি আমাদের সকলের—বিশেষতঃ "ধ্বনি"র—আশা হয়েছিল যে অখণ্ড নাম যখন চলবে, সারাদিন মা আমাদের নিয়েই থাকবেন; হরিবাবার আশ্রমে ঐ দিনটা যাবেন না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বারো ঘণ্টা তারকব্রহ্ম নামে ভজনালয় মুখরিত হয়ে উঠল—যা'কে বলে জম্‌জমা নাম। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে মাকে পাওয়া গেল খুবই কম। "ধ্বনি"র মনে হলে—সব প্রয়াস ব্যর্থ; আমাদের আশ্রমে এমন দরদ দিয়ে আমরা নাম করলাম, আর মা বারে বারে চলে গেলেন হরিবাবার আশ্রমে! মা'র মায়া মমতা নেই।

"মন" দরদী মানুষ। তিনি বললেন, "ধ্বনি"কে প্রবোধ দিয়ে—"কেন দুঃখ করছো? শাস্ত্রে বলেছেন নাম ও নামী অভেদ।" "ধ্বনি" কেবল জবাব দিল "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-কীর্ত্তন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। মা'র এতোক্ষণে সময় হ'ল হরিবাবার আশ্রম থেকে ফিরে আসবার। বারো ঘণ্টা পূর্ণ হ'তে অল্পই বাকি ছিল, সেইটুকু সময় নাম করা হ'ল মার উপস্থিতিতে। তারপরে নগর কীর্ত্তনের প্রস্তাব হ'ল ; মা তা'তে অনুমতি দিলেন। কিন্তু কয়েক হাত যেতে না যেতেই মা কীর্ত্তনীয়া-সন্তানদের আশ্রমে ডেকে পাঠালেন। তারপরে ভজনালয়ে মা নিজে "লীড্" (lead) দিয়ে গান ধরলেন—

"ধরো লও ধরো লও
লওরে কিশোরী-প্রেম
নিতাই ডাকে আয়"।

সে-গান যেন অমৃতের ধারাবর্ষণ। "ধ্বনি" ইত্যাদি অনেকেরই মা'র উপরে রাগ-দুঃখ-অভিমান জমে উঠেছিল বারো ঘণ্টা ধ'রে ; সব কিছু নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল মাতৃ-চরণে, এই প্রাণ-মাতানো গান শোনার পর। গান শেষ হ'লে, মা প্রসাদ বিতরণ করলেন। লোক-চক্ষুর অগোচরে মা "ধ্বনি"কে ডেকে দু' দু'বার প্রসাদ দিলেন ; আর দিলেন সকরুণ স্নেহদৃষ্টি—যা'তে মানুষ পাগল হয়।

"ধ্বনি" একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়ল। মা'র কাছে সবাই ধরা পড়ে যায়। যা'র যেখানে ব্যথা, তার সেখানে মলমের ব্যবস্থা হয়—যখন যেমনটি দরকার।

ও নামী।

"ধ্বনি"র প্রতি "মন"-এর আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধ্বনি"কে দুপুর বেলা নাম ও নামী অভেদ—এই তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে কিছু ফল হয় নি। রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে তাকে নির্জ্জনে পেয়ে "মন" বললেন "দ্যাখো, মা বলেছেন সাধকের ছট্‌ফটি দরকার। তোমাকে এই ছট্‌ফটির মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতার সুযোগ দেবার জন্যই হয় তো মা তাঁর স্থূল শরীরটিকে আজ দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সারাদিন।"

"ধ্বনি" তত্ত্বের ধার ধারে না। মাতৃলীলার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তা'র মাথায় ঢোকে না। সে জানে, সবাই জানে, মা-ও জানেন যে সারাদিন তার মেজাজটা অন্য রকম ছিল। যখন ছিল, তখন ছিল। সন্ধ্যাবেলা মায়ের আদর পেয়ে তার মন ভরপূর হয়ে গেছে। এখন তাকে পায় কে?

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে "মন" যখন উপদেশ দিয়েছিলেন নাম ও নামী অভেদ, তখন "ধ্বনি" কথাটি এড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তার মন মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে। এইবার, সেই প্রসঙ্গে "ধ্বনি" উত্তর দিল "নাম ও নামী যদি অভেদই হয়, হরিবাবা নাম নিয়ে থাকুন, আমি যেন সব সময়ে মাকে পাই।"

"মন" দেখলেন "ধ্বনি"বড়োই অবুঝ—নামের মাহাত্ম্য এখনও সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। পরে বিশ্বস্তসূত্রে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল যে দিনান্তে অন্ততঃ একটি বার মায়ের আদর না পেলে "মন"-এর-ও মর্ম্মান্তিকভাবে মন খারাপ হয়।

নারদের নিমন্ত্রণ।

বৃন্দাবনের আশ্রমটি একেবারে নতুন। বাসের ভাল রকম বন্দোবস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনও হয় নি। কাশীর আশ্রমে যে-রকম সরঞ্জাম আছে, লোক-বল আছে এবং সব বিষয়ে সুব্যবস্থা আছে সেখানে বড়ো বড়ো পূজা, অনুষ্ঠান, ভাণ্ডারা ইত্যাদি অবলীলাক্রমে সুসম্পাদিত হ'য়ে যায়। বৃন্দাবনে সে তুলনায় সব দিক দিয়েই অসুবিধা। লোকবল নেই, জলের কল নেই, বাসন-পত্র নেই। আশ্রমবাসী যে ক'জন রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ। আর এক সমস্যা—সেই সময়টা বোধ হয় আশ্রমে অর্থ-স্বাচ্ছল্যও ছিল না।

এ হেন পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন শোনা গেল—"আগামী কাল আশ্রমে বিরাট ভাণ্ডারা"। বৃন্দাবনের পরিচিত-অপরিচিত অজস্র লোকের মুখে শুনেই যাচ্ছি "কাল আপনাদের আশ্রমে এসে আনন্দ করা যাবে; মা আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন। মায়ের কী কৃপা।"

অগণিত ভাগ্যবান জীবের উপর মায়ের কৃপা বর্ষিত হয়েছে, যাঁরা আশ্রমে কাল আনন্দ করতে আসবেন; তাঁদের সংখ্যা জানবারও উপায় নেই। হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে—তখনও কোনও আয়োজনই আরম্ভ হয় নি। এক কথায় বলা যেতে পারে—সঙ্গীন অবস্থা। কিন্তু "ব্যোম"-কে দেখা গেল শান্ত, নিশ্চিন্ত—যদিও ভাণ্ডারা আয়োজনের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁরই উপর। "অহঙ্কার" বললে "কোনও রকম ব্যবস্থা তো দেখছি না। আপনাকে দেখছি তো নির্ব্বিকার! কি ক'রে অভ্যাগতদের কাছে মানরক্ষা হবে?" "ব্যোম" বললেন "ঘাবড়াও কেন? মা'র কাজ মা-ই করবেন।" "অহঙ্কার" নিরস্ত হ'ল, কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'ল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার পরেই চলতে লাগল কতকগুলি দৈবাৎ ঘটনার পরম্পরা—"accidentally" কতো কী হ'য়ে গেল! কে জানে কোথা থেকে প্রয়োজন-মতন টাকা এসে গেল, বাজার থেকে দুষ্প্রাপ্য জিনিস সহজলভ্য হ'ল, বাসনপত্রের অভাব ঘটলো না, কর্ম্মীও যথেষ্ট এসে পড়ল। কয়েক ঘণ্টার "প্রয়াসে" বিরাট ভাণ্ডারার বিবিধ আয়োজন; নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত শত শত ভক্তের ভূরি-ভোজন; যেন সব-ই অ-দৃশ্যের ম্যাজিক্।

"ব্যোম" বললেন ত্যাখ্‌লে তো!" "অহংকার" বল্‌লে "দেখ্‌লাম তো।" সব-ই মায়ের ইচ্ছা।

মায়ের জিনিস মাকে দিয়ে মাকে দান

মা'র সেদিন শরীর অসুস্থ। সন্ধ্যাবেলা শয়ন-মন্দিরে সন্তানদের মাতৃ-সঙ্গ হচ্ছে। পরদিন প্রত্যূষে মা মোটর গাড়ী ক'রে দিল্লী যাত্রা করবেন এবং আরও কয়েক জায়গা ঘুরে বোম্বাই যাবেন সংযম মহাব্রত উপলক্ষ্যে।

জনৈক কলকাতার ভক্ত মা'র কাছে ইতিপূর্ব্বে সোনার বালা পাঠিয়েছিলেন রাধারাণীর পূজার জন্য। দিদির হঠাৎ খেয়াল হয়েছে সে-বালার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি এতোদিন; কাল তো মা বৃন্দাবন ছেড়ে, দিল্লী চলে যাবেন, এখন কী উপায়?

উপায় একটা কিছু হবে-ই। ভক্তের মনোবাঞ্ছা মা অপূর্ণ রাখবেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বৃন্দাবনবাসী সুন্দরলালজী এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেন-দা। মা তাঁদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন "রাধার মন্দির কোথায়?" তাঁরা বললেন—বৃন্দাবনে রাধারাণীর প্রধান ও প্রাচীন স্থান—সেবাকুঞ্জ, বাঙ্গালীরা যাকে বলে নিকুঞ্জ বন। কিন্তু সমস্যা এই—তখন যে দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে সেবাকুঞ্জে মানুষ তো থাকে-ই না, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ-ও সেখান থেকে চলে আসে, দল বেঁধে।

মা বললেন "দেখা-ই যাক্‌না, দ্বার খোলা আছে কিনা।" বৃন্দাবন সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা অনেকেই বললেন যে তখন সেবাকুঞ্জে যাওয়া বৃথা, কারণ কোনও দিনই সে সময়ে দ্বার খোলা থাকে না। তবুও মা'র খেয়াল হ'ল "যাওয়া-ই যাক্‌।"

সেবাকুঞ্জে পৌঁছে দেখা গেল—কি জানি কেন, সেদিন তখনো দ্বার খোলা; যদিও প্রতিদিন ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে দ্বার বন্ধ হ'য়ে যায়। মা'র সঙ্গে গেলাম আমরা মন্দিরে। দেখলাম সেখানে অষ্টধাতুর যুগল-মূর্ত্তি। কথিত আছে এই সেবাকুঞ্জে হয়েছিল রাসলীলা। পরিক্রমা ক'রে মা দেখিয়ে দিলেন একটি তমাল গাছ। মা বল্লেন শোনা যায় এই গাছে শ্রীকৃষ্ণ ননী খেয়ে হাত মুছেছিলেন এবং শ্রীহস্তের স্পর্শে গাছের গায়ে কতো শীলামূর্ত্তি রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

মন্দিরের পুরোহিতকে মা বললেন "একজন স্বপন দেখেছে যে রাধারাণী তার কাছে থেকে গহনা চাইছেন, তাই সে এই বালা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

নিস্তব্ধ সন্ধ্যা; নির্জ্জন-প্রায় মন্দির; নিকুঞ্জবনের চির-প্রণত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিমুখী তরু-গুল্ম-রাজি আগত-প্রায় রাস-পূর্ণিমার প্রতীক্ষায় যেন ধ্যান-নিমগ্ন। কয়েকটি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, এই পরিবেশের মধ্যে এসেছেন স্নেহময়ী জননী—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য। মায়ের নির্দ্দেশে পুরোহিত ঠাকুর সোনার বালা সমর্পণ করলেন যুগল-মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে।

দর্শনের পর রাজপথে এসে মা হাসি-মুখে বললেন—"জান, আজ কী তিথি? আজ গোপাষ্টমী।"

সার্থক স্বপন, সার্থক ভূষণ, সার্থক মা'র জিনিস মা'র হাত দিয়ে মাকে দান!

উদয়াস্ত জপের আদিপর্ব্ব

একদিন শোনা গেল যে হরিবাবা ৩১শে অক্টোবর তারিখে বৃন্দাবনে থাকবেন না। "সমীর" এই প্রসঙ্গে একটু "প্রাইভেটের" সুযোগ ক'রে নিয়ে মা'র কাছে আবেদন জানাল যে ঐ তারিখে আমাদের আশ্রমে সংযম-দিবস হোক এবং উদয়াস্ত জপ হোক্। এই প্রস্তাবে মা বিশেষ উৎসাহ দিলেন; কিন্তু বললেন "তোমাদের প্রোগ্রাম থেকে আমাকে কিন্তু ফ্রী (free) রাখো।" কেন এ কথা মা বললেন তার মর্ম্ম তখন বুঝিনি।

স্থির হ'ল যে-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার কথা আছে, সেইখানে উদয়াস্ত জপের ব্যবস্থা হবে। মায়ের নির্দ্দেশ—এক সঙ্গে মন্দিরে পাঁচজনের বেশী জাপক যেন না থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাপক নিঃশব্দে আসনে বসবে এবং পরবর্ত্তী জাপক উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নীরবে জপ-ধ্যান করবে—এই ধরণের ইঙ্গিতও পাওয়া গেল মা'র কাছ থেকে। টাইম-টেব্‌ল্ (time table) তৈরী করবার ভার দেওয়া হ'ল "সমীর"-এর উপর।

"সমীর"-এর মহা সমস্যা। মাত্র পাঁচখানি আসন থাকবে মন্দিরে, অথচ অনেক ভক্তের একান্ত অনুরোধ যেন সকলকে জপের সুযোগ দেওয়া হয়।

দেশ-বিদেশ থেকে অনেক ভক্ত আশ্রমে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল—কাল গৌরাঙ্গমন্দিরে অখণ্ড জপ। একটি আসন অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য রিজার্ভ করার উদ্দেশ্যে কী সে ব্যাকুল মিনতি আসতে লাগল "সমীর"-এর কাছে—যেন একটা বড়ো চাকরীর দরখাস্ত।

নাম ও নামী অভেদ

৩১শে অক্টোবর, রবিবার, জীবনের চির-স্মরণীয় দিন। পুণ্য ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে শুদ্ধস্নাত পাঁচজন মাতৃ-সন্তান বসে গেল জপের আসনে, মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে। তারপর চলতে থাকল অখণ্ড জপ সারাদিন ধ'রে—একদল আসে, একদল যায়। আসনে বসতে বসতে মনে হয় যেন একটা ঘণ্টা কেমন ক'রে কেটে গেল জানতেই পারা গেল না। জাপকরা অনেকেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো—এমন চমৎকার ধ্যান তো জীবনে কখনো হয়নি আমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয়াস্ত জপ হ'ল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। কিন্তু সেই যে মা বলেছিলেন "তোমাদের প্রোগ্রাম থেকে আমাকে ফ্রী (free) রেখো"—সেই কথাটাই সত্য হ'য়ে গেল। কোনও কারণে হরিবাবার বিদেশযাত্রা স্থগিত হওয়াতে তাঁর আশ্রমের প্রোগ্রাম যথারীতি চলতে লাগল। তার উপর কোনও কথা চলে না—মা যোগদান করলেন হরিবাবার প্রোগ্রামে।

মাকে আমরা স্থূলভাবে পেলাম না; কিন্তু বিশেষভাবে পেলাম। মায়ের শরীর শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে আগমন করেছিল মাত্র হু'বার—পাঁচ মিনিট ক'রে। কিন্তু মায়ের আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল উদয়াস্ত প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে ধন্য ক'রে। বিশ-পঁচিশজন জাপক প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে মায়ের এই অশরীরী উপস্থিতি কম-বেশী অনুভব করেছিল। সে-অনুভূতির মধ্যে ফাঁকি ছিল না। লৌকিক দৃষ্টিতে মা আমাদের কাছে ছিলেন না; কিন্তু লোকাতীত দৃষ্টিতে ছিলেন। এই যে "ছিলেন", তার মর্ম্ম মনে মনে বোঝা যায়, মুখে বোঝানো যায় না—বোবার আস্বাদনের মত।

হরিবাবার প্রোগ্রাম সেদিন না থাকলে, মাকে এমনিভাবে পাওয়া যেত কিনা জানি না। "ক্ষিতি", "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম" ইত্যাদি প্রত্যেকে-ই কতো সময়ে তো মা'র উপস্থিতিতে কতো জপ করেছে। কিন্তু কখনো যেন মাকে এমন নিবিড়ভাবে তারা কেউ পায়নি। অভাব-বোধটা গভীর ও মর্ম্মান্তিক হয়েছিল বলেই বোধ হয় এই অবস্থা সম্ভব হয়েছিল—আবির্ভাবের সহজ সত্যটির আবরণ গিয়েছিল খুলে, অন্ততঃ একটি দিনের জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাপকদের সকলের এই অপূর্ব্ব অনুভূতির অন্তরালে নিশ্চয়ই ছিল হরিবাবার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। তাঁর মতন গোরগতপ্রাণ মহাত্মার কৃপালাভ পরম সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। প্রত্যেক মাতৃ-সন্তানের পক্ষে সে-কৃপা কিন্তু সহজলভ্য।

মায়ের ডাক্তারী-লীলা

এবার বৃন্দাবনে মায়ের মুখের কথা শোনবার সুযোগ বেশী হয়নি। হয়তো মায়ের সে-রকম mood-ও ছিল না।

বৃন্দাবন লীলাভূমি। যে-চিরন্তন লীলা চলেছে এই পুণ্যভূমিতে, তারই একটি তরঙ্গ—সন্তানদের নিয়ে মায়ের লীলা। কথন-লীলার অভাবটুকু কারুর মনে বড়ো হ'য়ে ওঠেনি, কারণ মায়ের আচরণ-লীলা-ই ভরিয়ে রেখেছিল সকলের মনকে। অনন্ত মায়ের অনন্ত লীলায় যা' দেখি, তাই মনে হয় অনুপম।

দিদি গুরুপ্রিয়া অসুস্থ—দোতলাতে পূর্ব্বদিকের ঘরে শয্যাশায়ী। পশ্চিম প্রান্তে মায়ের শয়ন মন্দির। মাঝের ঘরটিতে মাল বোঝাই।

বৃন্দাবনে এসেই মা দিদিকে নিয়ে এলেন শয়ন-মন্দিরের সংলগ্ন সেই মাঝের ঘরটিতে—মালপত্র সরানো হ'ল অন্যত্র। তারপর আরম্ভ হ'ল দিদির উপর মা'র ডাক্তারি। এটা ওটা সেটা পথ্যের ব্যবস্থা তো আছে-ই। তা' ছাড়া, দিদির গায়ে কোন্ সময়ে লেপ চাপা দিতে হবে, কোন্ সময়ে কোন্ দিকের জানলা খুলতে হবে, অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ করতে হবে, অথবা আংশিক বন্ধ রাখতে হবে—এই সব ছোটখাট ব্যাপারেও মা'র তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

মা বলেছেন—দিদির বিশ্রাম দরকার, যেন বেশী কথা না বলে। মায়ের এই নির্দ্দেশ শুনেই "ধ্বনি" ও "সমীর" স্থির করলো দিদি নীরবে থাকবেন ; কেউ একজন তাঁকে মাতৃ-কথা শোনাবে। সাধু সংকল্প! কিন্তু দিদিকে মৌন রাখা কি "ধ্বনি" বা "সমীর"-এর সাধ্য! মাতৃ-প্রসঙ্গের অবতারণা হ'তে হ'তেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে মৌনী দিদি মুখর হয়ে উঠল—যেন একটি জীবন্ত "লাউড-স্পীকার।"

ব্যাপার দেখে মা একদিন সন্তানদের ডেকে খুব ব'কে দিলেন। সেই "ভর্ৎসনা-প্রসাদ" অনেকের ভাগ্যেই ঘটেছিল। দিদির জন্য ব্যবস্থা হল—দু বেলা দীর্ঘকাল ধ'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৌন, এবং সে-সময়ে দিদির ঘরে "ধ্বনি" "সমীর" ইত্যাদি সকলের প্রবেশ নিষেধ।

মা আইন-কানুনের বাইরে। মা'র সঙ্গে কথা বলতে দিদির নিষেধ নেই। সময়ে অসময়ে নির্জ্জন ঘরে মা'র সঙ্গে দিদির দীর্ঘকাল-ব্যাপী অখণ্ড "প্রাইভেট" চলতে লাগল। দিদি মনে মনে মনে মহাখুশী।

"ফুল-বিবি"

বোধহয় দিদিকে উৎসাহ দেবার জন্যই মা নানা রকমের রঙ্গরস করতেন ; সেগুলি পরম উপভোগ্য। ঠিক ঠিক যে-কথাগুলি মা বলেছিলেন, তা' যতটুকু মনে আছে, এই বেলা লিখে রাখি। কিন্তু শুধু কথা নিয়ে কি হবে? তার সঙ্গে মায়ের সেই অপরূপ মুখভঙ্গিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না তো! আর সেই মিষ্ট হাসি, মধুর দৃষ্টি!

দিদির অসুস্থতা সর্কলেরই দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছিল। হরিবাবা দিদির কল্যাণকল্পে নাম এবং চণ্ডীপাঠ করলেন এবং সর্ব্বদা তাঁর কুশল-বার্ত্তার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। মহাত্মার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ এবং ভাইবোনদের সেবা-যত্ন ও সহানুভূতিতে দিদির চোখে জল আসতো। দিদি বলতেন—এ সব-ই তো মা'র জন্য। দিদির এত কষ্টের মধ্যেও হাসির সৃষ্টি ক'রে মা হঠাৎ একদিন ব'লে বসলেন "দিদি, মহাত্মাদের যে নাচিয়ে তুলেছিস্। আর কত দিন শুয়ে শুয়ে থাকবি ?"

হরি বাবা যেদিন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সপ্তশতী পাঠ ক'রে গেলেন আমাদের আশ্রমে, সেদিন দিদি কোমরের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মা'রই নির্দ্দেশে দিদিকে খাটের উপরে বালিশ হেলান দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—আধশোওয়া-মতন অবস্থায়। দিদির মাথা কোন্ দিকে থাকবে, খাটটা কী position-এ থাকবে ইত্যাদি সব-কিছু ব্যবস্থা হ'ল মা'রই কথা অনুসারে। পরে কিন্তু মা এই সুযোগে দিদিকে যেন ব্যঙ্গ করছেন এই রকম খেয়ালে বলেছিলেন "দিদি, তোর লজ্জা করল না? মহাত্মারা রইলেন মাটিতে বসে, আর তুই শুয়ে থাক্‌লি খাটে?" অথচ, দিদির তখন যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা, কী নিঃসহায় অবস্থা, তা' মার চেয়ে বেশী কে জানে ?

দিদির জন্য নরম গদি, বালিশ, লেপ ইত্যাদি যা-কিছু ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে মা'র অনুমোদন প্রকাশ্যে বা অলক্ষ্যে রয়েছে জেনেই দিদি ঐ সব ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, দিদির এই "বিছানার সুখ" বিলাসিতার জন্য নয়, মায়ের ইচ্ছা পালন করবার জন্য। কিন্তু মা'র লীলা কে বুঝবে? চোরকে মা বলবে "চুরি কর" আর গৃহস্থকে বলবে "সাবধান হও।"

হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হ'ল মা'র—দিদির দিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বলতে লাগলেন "আচ্ছা দিদি, এই রকম ফুল-বিবি* হ'য়ে আর কতদিন থাকবি? তোর বাবা তো ছিল সিভিল সার্জ্জন। তার-ও কপালে বোধ হয় এত বিছানার সুখ হয়নি।"

দিদি এখন কোন্ দিকে যায়—এই সমস্যা। কিন্তু সমস্যাই বা কি? দিক্ তো একটাই—মায়ের দিক্। দিদির বাবা স্বামী অখণ্ডানন্দও তো গিয়েছিলেন সেই দিকেই।

"দ্বন্দ্ব=দো আন্ধা"

পাঞ্জাব থেকে বোম্বাই যাচ্ছেন স্বতন্ত্রানন্দ স্বামী—এই খবর পেয়ে মা পানুদাকে পাঠিয়ে দিলেন মথুরা ষ্টেশনে, স্বামীজীকে বৃন্দাবন আশ্রমে নিমন্ত্রণ করবার জন্য। মায়ের আহ্বানে স্বামীজী তিন দিন কাটিয়ে গেলেন "হরিকুঞ্জে"। এই সুদর্শন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সংস্কৃত এবং কয়েকটি

*এই ডাইরী যখন মা'র কাছে প'ড়ে শোনান হয়েছিল, মা বলেছিলেন—"বকুনির গড়ন-ধরণ হ'ল ফুলবিবি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাদেশিক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিয়ে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ রাখতে পারেন। শাস্ত্র তাঁর কণ্ঠে। চোখেমুখে তাঁর সর্ব্বদা একটি শান্ত, সন্তুষ্ট, সদানন্দ ভাব। যখনই আসেন, শিশুটির মতন ব'সে থাকেন মায়ের কাছে।

কথা-প্রসঙ্গে একদিন সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠল। মা বললেন "দ্বন্দ্ব মানে তো দো আন্ধা" অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ ইত্যাদির বোধ যে-ভূমিতে, সেখানে উভয় অবস্থাতেই জীব অন্ধ, দৃষ্টি খুললে তার দ্বিধাবোধ থাকে না।

এই কথা শুনে সম্ভ্রমের সহিত স্বামীজী বললেন যে শাস্ত্রে-ও মায়ের ঐ উক্তির সমর্থন করেছেন—দ্বন্দ্ব জড়ত্ব-সূচক এবং জড় তো অন্ধ-ই। হাসিমুখে মা হিন্দী ভাষায় উত্তর দিলেন এই মর্ম্মে—"ছোট মেয়েটাকে তোমরা তো লেখাপড়া শেখাওনি। টুটি ফুটি যা' বলে, তোমরা আদর ক'রে শোন, ছোট মেয়ের কথা ব'লে। তোমাদের শাস্ত্রে-ও এই রকম বলে নাকি!"—যেন কিছুই জানেন না এই ভাবটি।

যোগমায়ার দুর্ভেদ্য ধোঁয়া রয়েছে ব'লে ঐশ্বর্য্যের দিক্‌টা ধরা পড়ে-ও ধরা পড়ে না—অজ্ঞাতসারে মাকে যেন বিশ্বাস ক'রে ফেলি, মা যখন আধো আধো সুরে বলেন "তোমাদের ছোট্ট মেয়েটা—আবোল তাবোল উট্‌পটাং কতো কী বলে।"

মনে হয় যেন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যকে গোপন করার এই অপূর্ব্ব কৌশলটি মায়ের সহজ বৈভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভুদা-র জীবন-মরণ

একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ দেখা গেল মা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হচ্ছেন আশ্রমের দোতলা বাড়ী থেকে শিব-মন্দিরের দিকে। অসুস্থ অবস্থায় সেখানে ছিলেন বিভুদা—শ্রীবিভুপদ ব্রহ্মচারী। হঠাৎ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে মা এসে উপস্থিত হ'লেন। অন্যান্য যা'রা সেখানে ছিল তারা তখনও ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। মা বিভুদাকে দেখেই তাদের বললেন "জল নিয়ে আয়, পাখা নিয়ে আয়।" কালবিলম্ব না ক'রে মা নিজে বিভুদার জামা টেনে খুলে দিলেন এবং মেরুদণ্ডের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত নিজের হাতের আঙ্গুল চালনা করিয়ে দিলেন। বিভুদা তখন অচৈতন্য, নিঃসাড় অবস্থায় রয়েছেন, বুঝতে-ও পারছেন না যে বিশ্ব-জননী তাঁর সেবা করছেন মানবী মায়ের মতন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিপদ কাটল, রোগীর সংজ্ঞা ফিরল। পরদিন বিভুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছিল আপনার?" তিনি বল্লেন "নিঃশ্বাস ফেলতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল, তারপরে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এমন একটা অসাড় অবস্থা এসে গেল যে আর কিছু মনে নেই। কতোক্ষণ এ রকম ভাবে ছিলাম জানি না। ঘোরটা কাটবার মুখে অনুভব করলাম পীঠের উপর একটি আঙ্গুলের অতি কোমল স্পর্শ—বড়ো আরাম হ'ল, মনে হ'ল যেন শক্তি পাচ্ছি।" সেই "কোমল স্পর্শ" কা'র আঙ্গুলের সে কথা পরে জানতে পেরে, বিভুদা বলেছিলেন "আমার প্রাণ বেড়িয়ে গিয়েছিল ; মা-ই আমাকে বাঁচিয়েছেন।" পরে মায়ের মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে-ও যা' শোনা গিয়েছিল তাতে মনে হয় বিভুদার এই কথাটি ঠিক-ই।

ছোট একটু জীবন বা ছোট একটু মরণ হয়তো বা অনন্ত জীবনের পটভূমিকাতে কিছুই নয়। কিন্তু তাকেই উপলক্ষ্য ক'রে যখন দেখি, চিদানন্দময়ীর প্রাণ এমনি ভাবে স্নেহে-সেবায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তখন যেন মনে হয় সত্যিকারের পরম লীলার একটি প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে চিরদিনের মতন কৃতার্থ হ'য়ে গেছি।

মাধুর্য্য-মন্দাকিনীর ত্রিধারা

মায়ের আশ্রমে মাধুর্য্য-মন্দাকিনীর ধারা ব'য়ে চলেছে অবিরাম। তার উৎস মা, উপাদান মা, পরিণাম মা। তা'র রসধারা পুষ্ট করবার জন্য মা আসেন নানা রূপে—নামে, গানে, পাঠে; আসনে, ভাষণে, মাতৃ-সঙ্গে; জাগরণে, তন্দ্রায়, স্বপ্নে।

আশ্রমে প্রায় প্রত্যহ মায়ের তিন রকম খেলা দেখা যেত সন্তানদের নিয়ে। এক দল আসছে মাতৃ-দর্শনে, চোখে-মুখে তাদের হর্ষের উচ্ছলতা; দ্বিতীয় দল নিচ্ছে বিদায়, তাদের বুক-ভরা ব্যথা আর চোখ-ভরা জল। অপর এক দল ডুবে রয়েছে মন্দাকিনী ধারাজলে —অবগাহনের আনন্দে মত্ত-বিহ্বল।

তৃতীয় দলের মধ্যে অনেক রকম শ্রেণী আছে। কেউ চায় মায়ের দর্শন, কেউ চায় মায়ের দৃষ্টি; কেউ চায় মায়ের গান ও কথা শুনতে, কেউ চায় মাকে কথা বা গান শুনিয়ে কৃতার্থ হ'তে; কেউ চায় অব্যাহত মাতৃ-সঙ্গ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ চায় মার অনুপস্থিতিতে আশ্রমের কাজের মধ্যে দিয়ে মাতৃ-সেবা ; কেউ চায় তত্ত্ব, কেউ চায় রস। সকলেই চায় মাকে—বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রসে।

দিদিমার লোভ

দিদিমা * যতো মাতৃসঙ্গ করেছেন, এ পৃথিবীতে কেউ তা করেনি। সেই দিদিমার এখন পর্য্যন্ত মাতৃ-সঙ্গলোভের অন্ত নেই। বোম্বাই নগরে সংযম মহাব্রত আগত প্রায়। মা'র সঙ্গে যাঁরা বৃন্দাবন থেকে বোম্বাই যাবেন তাঁদের নামের তালিকা তৈরী হচ্ছে। দিদিমার নাম তার মধ্যে আছে কিনা তখনও অবিদিত।

দিদিমা ভাল-মানুষটির মতন দিদিকে বল্লেন "আর তো কিছু নয়! কান্তাবেন † আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, আমার বোম্বাই না যাওয়া কি ভাল দেখায়?" দিদি-ও দিদিমার সঙ্গে রগড় করবার সুযোগ পেয়ে উত্তর দিলেন "ও! এই কথা! তাহ'লে কেবল কান্তাবেনের নেমন্তন্ন রক্ষা করার জন্য তোমাকে বোম্বাই যেতে হচ্ছে? তা, এ ছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই তো?" আর-ও একটি "নিগূঢ় কারণ" আবিষ্কার ক'রে দিদিমা বল্লেন "হাঁ, তাছাড়া, পাঠক-ও তো লিখেছে বোম্বাই যেতে।"

দিদি সহজে প্রসঙ্গটি ছাড়লেন না, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা দিদিমা, তোমার বোম্বাই যাবার আগ্রহ কেবল এই দুজন ভক্তের

* শ্রীশ্রীমায়ের জননী।

† শ্রীশ্রীমায়ের জনৈকা বোম্বাইবাসিনী ভক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিঠি পেয়ে, না ভিতরের আর কিছু কথা আছে ?" দিদিমা তখন-ও হয়তো ভাবছেন যে দিদির কাছে ধরা পড়েন নি ; বোধ হয় সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই গম্ভীরভাবে দিদিমা জবাব দিলেন "হাঁ, আর-ও একটা কথা এই যে বহুদিন পূর্ব্বে তোমাদের দাদামশাই ও ভোলানাথের সঙ্গে ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলাম, তখন সব তীর্থ দর্শন হ'য়ে ওঠেনি।"

নিজের দুষ্টুমি বুদ্ধিটাকে আর-ও একটু উস্‌কিয়ে দিয়ে দিদি বল্লেন "আচ্ছা বেশ তো ! তীর্থ দর্শনই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো এখনই তার ব্যবস্থা করা যায় ! মা'র বোম্বাই যেতে এখনো কিছু দেরি আছে। ইতিমধ্যে তুমি বোম্বাই অঞ্চলের তীর্থ-দর্শন সেরে, বৃন্দাবনে ফিরে এসো।" এতোক্ষণ পরে দিদিমার সে কী অট্টহাস্য। তার তাৎপর্য্য এই ঃ—"সব কথা কি খুলে বলতে-ই হবে ? আসল কথা —আমার বোম্বাই যাবার প্রধান আকর্ষণ তোমাদের মা।"

চরম কথা—"যাওন নাই"

আমাদের মা সকলেরই প্রধান আকর্ষণ। যা'র ভাগ্যে সেই আকর্ষণটুকু অনুভূতির মধ্যে এসেছে, সে মাকে যতো চায়, ততো পায় ; যতো পায়, আর-ও চায়। দূরে স'রে গেলে-ও সে ফিরে ফিরে আসে মা'র কাছে। না এসে উপায় কি ? এমন মা পাবে কোথায় ? এতো রূপ, এতো গুণ, এতো ভালবাসা ! এতো জ্ঞান, এতো ঐশ্বর্য্য, এতো মাধুর্য্য !

প্রথম দর্শনে-ই বিদায় কালে সেই যে মা বলেছিলেন "যাওন নাই",

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইটুকুই হ'ল চরম ও পরম কথা। যাবো কোথায় ? যেখানেই যাই মানসলোকে মা তো আছেন সঙ্গে সঙ্গে—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জয়ে পরাজয়ে, সম্মানে অপমানে। প্রাণের প্রাণ হয়ে মা আছেন—মা আনন্দময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীধামে মাতৃ-সঙ্গ

(১৬ই আগষ্ট থেকে ২১শে আগষ্ট ১৯৫৬)

মায়ের সাজ

১৬ই আগষ্ট—

"এই শরীরটাকে যেমন বাজাবে, তেমনি বাজবে"—এই কথা স্পষ্টভাবে বলেন মা। "তোমরা যে-ভূমিকাতে সাজাবে, তেমনি সাজবো"—এই কথা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেন মা।

মাকে কতো সময়ে দেখা যায় কত রকম সাজে—কখনো কর্ম্মকুশলা গৃহিণী, কখনো ডাক্তার, কখনো এঞ্জিনীয়ার, কখনো মাতা, কখনো কন্যা। কিন্তু সব সময়ে মা মা-ই ; সমভাবে সকলের-ই মা—মায়ের শিশু-"বন্ধু"-দের-ও মা, তা'দের বাপ-মায়ের-ও মা, তা'দের দাদু-দিদিমার-ও মা।

নির্জন স্থানে মাকে একান্তে যে-সাজে পাওয়া যায়, তা'র আছে একটি বিশেষ মাধুর্য্য। পুরীতে, বিন্ধ্যাচলে, বৃন্দাবনে মাকে অনেক সন্তান পেয়েছে স্নেহ-সেবার প্রতিমূর্ত্তি মানবী-মায়ের সাজে। যে পেয়েছে, সে-ই বুঝেছে কী সে-পাওয়া।

কোনও সময় মায়ের একটি ছেলে দুঃখে, অভিমানে কয়েকদিন উপবাসী ছিল ; আশ্রমে সে সকলের উপেক্ষিত—এই তা'র অভিযোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা'র অভিযোগের ভিত্তি থাক না থাক, তার বেদনার অনুভূতি ছিল সত্য, সেই বেদনামূলে সে মনে মনে মাকে ডেকেছিল কাতর অন্তর দিয়ে। সে-ডাকের মধ্যে ফাঁকি ছিল না। সন্তানের ব্যথার প্রতিধ্বনি জননীর বুকে বেজেছিল। তা'কে "বাবা" ব'লে স্নেহসম্ভাষণে অভিষিক্ত ক'রে, মা কাছে ব'সে নিজের হাতে তা'র মুখে আদর ক'রে, অন্নের গ্রাস তুলে দিলেন। মায়ের স্পর্শেই তা'র সকল অভিমান কোথায় গ'লে গেল। যে-কোন-ও সন্তান এমনি ক'রে মাকে ডাকলে এমনি করেই সাড়া পায়। এই হচ্ছে স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল মানবী-মা-রূপ আমাদের মায়ের। পৃথিবীতে এর তুলনা কোথায়!

আবার, দুর্গোৎসব, জন্ম-তিথি, সংযম-সপ্তাহ ইত্যাদি জমজমা ব্যাপারে সময়ে সময়ে মায়ের যে-সাজ দেখা যায়, তা'র আর এক রকম মহিমা। মায়ের তখন প্রশান্ত গম্ভীর, রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি; কেউ মায়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস করে না, যদি মায়ের সঙ্কেত না থাকে। বৈদিক বা তান্ত্রিক মতে মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা দেবীর মতন মায়ের পূজা হচ্ছে; মা শান্ত সমাহিত অবস্থায় তা' গ্রহণ করছেন। মায়ের এই রকম অবস্থা লক্ষ্য করে একজন মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন—দ্যাখো, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মা যেন বলছেন ঃ—

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্।" অর্থাৎ—

আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন প্রদাত্রী দেবী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরব্রহ্মশক্তি ; অতএব যাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়, তাঁদের মধ্যে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

আশ্রমের বিরাট বিরাট উৎসব উপলক্ষে যারা মায়ের কাজের মধ্যে ডুবে থাকে তা'রা স্থূলভাবে মাকে কাছে পায় না ; কিন্তু অন্তরে বেশী ক'রে পায়, নিবিড় ভাবে পায়। সারা দিনে তাদের মায়ের সঙ্গে একটি বার-ও দেখা হয় কি না হয়। কিন্তু মা তাদের মনে জাগিয়ে রাখেন একটি শাশ্বত বাণী—"মা তো সঙ্গে-ই আছেন।" তা'রা তখন কাজের মধ্যেই প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করে মায়ের কৃপা। সে-কৃপা মানবী মায়ের সাধ্যাতীত। সে-কৃপার বলে মানুষ শক্তি পায়, শান্তি পায়, আনন্দ পায়। তার-ও তুলনা মেলে না পৃথিবীতে।

যা'-তা'

এই কৃপাময়ী-রূপটি-ও হয়তো মায়ের অন্যতম একটি "সাজ" মাত্র। শুনেছি—সব সাজ-ই মায়ের সাজ, কোন-ও সাজ-ই মায়ের সাজ নয়, সাজ অ-সাজের কোনও প্রশ্ন-ই নেই মায়ের কাছে। যে যেমন সাজে মাকে চায়, সে তেমনি সাজে মাকে পায়। এক্ষেত্রে-ও চাওয়া মানে-ই পাওয়া। চাওয়া-পাওয়া-র প্রেরণার উৎস একই—মা।

মা বলেন মা হচ্ছেন যা', তা'। সে তো হ'ল মায়ের দিক্ থেকে। আর আমাদের দিক্ থেকে? মায়ের বহুবিচিত্র রূপালোকের মাঝে মাতৃত্বের নিত্যস্বরূপটি থাকেই—কখনো অনির্ব্বচনীয় যোগমায়াতে আমাদের দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন ; কখনো বা দিবালোকের মতন প্রকট, সুস্পষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃত্বের নামরূপহীন তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য নয়। মাকে আমরা চাই নানা সাজে। সেই কারণেই মাকে আমরা দেখতে পাই আমাদের-ই ঈপ্সিত নানা সাজে। মা কিন্তু আসলে সেই যা', তা'—অনির্ব্বচনীয়া, বাঙ্মনের অগম্যা।

নিখিল-বিশ্বের বাক্য-ভাণ্ডার উজাড় করলেও মাতৃ-পরিচয়ের যথাযথ বর্ণনা সম্ভব নয়; কিন্তু একটি "মা"-অক্ষরের মধ্যে মায়ের পূর্ণ-পরিচয়ের সূচনা আছে, যোগসূত্র আছে। মা সরল কথায় তত্ত্বজ্ঞদের জটিল তর্কের মীমাংসা করে দেন। মা বলেন—যা', তা'। দুটি অক্ষরে সহজ সমাধান। কিন্তু আমরা দু' অক্ষর-ও বুঝি না। আমাদের এক অক্ষর—"মা"।

মায়ের শরীরে দীক্ষার খেলা

১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৬

আজ ঝুলন উৎসবের প্রথম দিন। মায়ের আশ্রমের সব উৎসবের মধ্যে ঝুলন উৎসবের বিশেষ বিশেষত্ব। প্রবাদ আছে—অনেক বছর পূর্ব্বে কোনও ঝুলন পূর্ণিমাতে মায়ের শরীর অবলম্বনে "দীক্ষার-খেলা" হয়ে গেছে লোকাতীত ভাবে। কিসের এই খেলা, কেমন এই খেলা—তা' কে জানে? কে গুরু, কে শিষ্য, কে ইষ্ট—তা'-ই বা কে জানে?

এতো কথা জানবার দরকার-ই বা কি? দীক্ষিতা হ'লে-ও মা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদীক্ষিতা হ'লে-ও মা। মায়ের আশ্রয় যারা পেয়েছে, তাদের গুরু-ও মা, ইষ্ট-ও মা।

মা আমাদের ; আমরা মায়ের। আর কি চাই? আর কিছু চাইবার অবকাশ-ই বা কোথায়?

মা নিজে মুখে বলেছেন যে মা আমাদের সাথে জড়িত চির-বন্ধনে ; আবার, কারও সঙ্গে তাঁর কোনও বন্ধন-ই নেই—একথা-ও বলেছেন মা। আমরা মুক্তি চাই না ; মাকে চাই। মায়ের মধ্যেই রয়েছে বন্ধন-মুক্তির নিত্য-লীলা।

কাশী আশ্রমে জয়ন্তী-স্মৃতি

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে এই আশ্রমে মায়ের জন্ম-তিথি-হীরক-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিষ্ণুযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, সহস্র চণ্ডীর সে কী বিরাট, বিচিত্র আয়োজন! হোমের সেই যে পাবন শিখা জ্বলেছিল, সমবেত কণ্ঠে সেই যে সুগম্ভীর বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল, সন্ত-মহাত্মাদের সেই যে শুভ-সম্মেলন ঘটেছিল, ভাষণে-কীর্ত্তনে-বাদ্যযন্ত্রে সেই যে শব্দব্রহ্মের প্রকাশ হয়েছিল, এই সব-কিছুর পুণ্য প্রভাব এখনো জড়িয়ে আছে এই আশ্রমের আকাশে বাতাসে। আশ্রম কেন্দ্র থেকে এখনো তা' ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত হচ্ছে—নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। "যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"

জন্মতিথি-জয়ন্তী উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে মায়ের মুখ থেকে দুটি শব্দ একদিন উচ্চারিত হ'য়েছিল—"বিশ্বের জন্ম।" * এ-কথা মা

* এই ডায়েরির উপরোক্ত তারকা চিহ্নিত অংশ যখন মা'র কাছে পড়া হয়েছিল, মা বলেছিলেন "বিশ্বরূপ তুমি-ই ; বিশ্বের জন্ম তুমি-ই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী অর্থে বলেছিলেন, তা' জানি না। তবে এইটুকু জানি যে ১৩০৩ সালের বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি বিশ্ববাসীর চির-স্মরণীয় দিন—ঐ শুভদিনে আনন্দময়ী বিশ্বজননী লৌকিক জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যাঁকে নিয়ে বিরাট, অভূতপূর্ব্ব জন্মতিথি-হীরক-জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল, তিনি ঐ সমগ্র অনুষ্ঠানের সব-কিছু-র মধ্যে ছিলেন, অথচ কোন-ও-কিছু-র মধ্যেই ছিলেন না। একাধারে দুটি রূপ খুলেছিল মায়ের—একদিকে যেন মা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ঃ "অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং" ইত্যাদি ;

আর এক দিকে মা ছিলেন যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক।

মায়ের দৈনন্দিন প্রোগ্রাম

মা র'য়েছেন কাশী আশ্রমে। আশ্রমবাসিদের নিত্যকর্ম্ম যথাবিধি চলেছে মায়ের উপস্থিতিতে। হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আশ্রমে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। এখন আশ্রম শান্ত, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, সমাহিত ; অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা খবই কম।

বর্ত্তমানে মায়ের দৈনন্দিন "কর্ম্ম-"সূচী সাধারণ দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যহীন। মায়ের বিশ্রামের অধ্যায়টি-ই সুদীর্ঘ—আসন্ন শরতের বর্ষণ-লঘু মেঘের অন্তরালে নির্ম্মল নীলাকাশের মতন বিশ্ব-কল্যাণের প্রতীক।

সকাল-সন্ধ্যা মা "সৎসঙ্গে" উপস্থিত থাকেন। অন্নপূর্ণা মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামনের বারান্দায় হয় এই শুভ-যোগ। প্রায় সারা দিনটা এবং সান্ধ্য মৌনের পর থেকে সারা রাতটা-ই মায়ের অতিবাহিত হয় শয়ন-মন্দিরে। মা'র আর নিদ্রা কি? শরীরের বিশ্রাম এই মাত্র। সেই সময়ে মা ভক্তপ্রাণে ব্যাপ্তি দেবীর মতন আপনাকে বিলীন ক'রে বিরাজ করেন। পূর্ব্বেই শুনেছিলাম কতো অশরীরী আত্মা এই সুযোগে মাতৃ সঙ্গ লাভ ক'রে থাকেন। একদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সহসা মায়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলাম—মা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হ'য়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পরে একদিন সাহস ক'রে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মা, তুমি সময়ে সময়ে উপর দিকে কী ত্যাখো?" মা একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন "তোমরা যেমন আস, সেই রকম কতো অশরীরী আত্মা আসেন এই ছোট্ট মেয়েটাকে দর্শন দিতে।"

গঙ্গার রুদ্র রূপ

আশ্রমের গা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা—যেন পরিপূর্ণতার প্রাণ-চঞ্চল প্রতিচ্ছবি। আশ্রমের ছাদ থেকে দেখা যায়—দিগন্তবিস্তৃত, অতলস্পর্শ, ক্ষুব্ধ, বেগবতী স্রোতোধারা। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দূর রামনগরের প্রান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে উত্তর দিকে রেলের পোল পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারিরাশি একসঙ্গে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মনে হয় যেন অখণ্ড গৈরিক বিশ্বনাথকে জড়িয়ে রয়েছে—ভারতের প্রাণকেন্দ্রে, যুগাতীত কাল ধরে ভারতীয় সাধনার প্রোজ্জ্বল প্রতীক।

কিন্তু গঙ্গার প্রবাহের মধ্যে সন্ন্যাসীর স্থির প্রশান্তি নেই; আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দাম চঞ্চলতা। উন্মত্ত বন্যাধারা আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে ছুটে চলেছে উত্তর দিকে। মা মন্দাকিনী দুর্ব্বার বেগে চলেছেন ভারতকে নিয়ে কোন্ মহাপরিণামের দিকে কে জানে?

মা বলেন "এ তাঁরই একটি রূপ।" গঙ্গার এই ভয়ঙ্কর, রুদ্র রূপের মধ্যে র'য়েছে সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসের নিষ্ঠুর লীলা। আশ্রমের হলঘরের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে মা-গঙ্গার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এই হলঘরটির প্রতি মা গঙ্গার নিগ্রহ-কৃপাদৃষ্টি পড়েছে। বছরের পর বছর বন্যার আক্রমণে এই ছাদটি এমন সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে যে এর অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠেছে।

বিপদ আসন্ন দেখে, এখন ব্যবস্থা হয়েছে যে হলঘরের পূর্ব্বাংশকে চূর্ণ ক'রে, ধূলিসাৎ করে, অঞ্জলি দেওয়া হবে গঙ্গাজলে। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ হল-ঘরের আয়োজন ক'রেছিলেন, বিসর্জ্জনের ব্যবস্থাও তাঁরা-ই করেছেন। মা'র আয়োজন-ও নেই বিসর্জ্জন-ও নেই। মা নিজের খুসীর খেয়ালে সদানন্দময়ী।

৺বিরজা-হোম মন্দির

আশ্রমের হলঘরের ছাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বিরজা হোম মন্দির। এই বিরজা হোম মন্দিরের সঙ্গে কত স্মৃতি বিজড়িত। এর একদিকে গঙ্গা, একদিকে মায়ের সাবেক আমলের শয়ন মন্দির। এই বিরজা হোম মন্দিরের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের চারিদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে-বারান্দা, তা'র যে-কোনও অংশে বসে ধ্যান করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মন শান্ত হ'য়ে যায়।

বিরজা হোম মন্দিরের বারান্দা থেকে গঙ্গা দর্শনের যে-সুযোগ পাওয়া যায়, তাতেই মনের অবগাহন হয়। গঙ্গোত্রী থেকে বঙ্গোপ-সাগর পর্য্যন্ত এই এক অখণ্ড বারিধারা ; অনাদিকাল থেকে এর ঘাটে ঘাটে কতো মুনি-ঋষি, কতো পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ পুণ্যস্নান করেছেন এই পুণ্যসলিলে। তাঁদের পাদোদক যুগযুগ ধরে বহন ক'রে নিয়ে আসছে এই প্রবাহ। সেই কথা স্মরণ মাত্রে মন শুচি হ'য়ে যায়।

বিরজা হোম মন্দিরে একান্তে ব'সে সৎপ্রসঙ্গ বা সদ্‌গ্রন্থপাঠের সময়ে একটি নিশ্চিন্ত ভাব মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি নেই, অথচ এখান থেকে মায়ের গতিবিধি অনেকটা লক্ষ্য করা যায়। মাতৃ-প্রতীক্ষায় গঙ্গাদর্শনের পক্ষে এই বিরজা-হোম মন্দিরটি পরম অনুকুল স্থান।

বিচক্ষণ এঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শে সেই বিরজাহোম মন্দির ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে। আশ্রমের ভিক্ষালব্ধ অর্থ ; হাজার হাজার টাকা এমনি ভাবে জলে গেল ব'লে একজন আক্ষেপ করেছিলেন। আক্ষেপ করা স্বাভাবিক। মা তখন ছাদে পদচারণা করতে করতে বারে বারে বলতে লাগলেন ঃ—"টাকা মাটি, মাটি টাকা ; ভাঙ্গা গড়া, গড়া ভাঙ্গা।" "টাকা মাটি, মাটি টাকা ; ভাঙ্গা গড়া, গড়া ভাঙ্গা।"

বিরজা-হোম মন্দির নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে দেখে আমাদের মনে দুঃখ হয়। মা হাসেন। হয়তো বা সে-হাসির অর্থ এই ঃ—"বিরজা-হোম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির পূর্ব্বে ছিল না, পরে-ও থাকবার নয়। যে-কয়টা দিন তার থাকবার কথা, সেই কয়টা দিন রইল ; কতো আনন্দ পরিবেশিত হ'ল। তার পরে, সময় হ'ল, চলে গেল, এই তো কালের চিরন্তন ধর্ম্ম। এর জন্য দুঃখের কি আছে ?"

নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলাম। যাক্ চলে কালাধীন, বিনাশ-ধর্ম্মী বিরজা-হোম মন্দির। মা জাহ্নবী তো রইলেন, ভারতের বিশাল প্রান্তরকে নিত্য নূতনরূপে শস্যশ্যামল করবার জন্য। আর রইলেন সর্ব্বসন্তাপহারিণী সচ্চিদানন্দময়ী মা আমাদের।

মা বলেছেন—যা' আসে, তা যাবে-ই ; যার আসা-ও নেই, যাওয়া-ও নেই শুধু-ই আছে থাকা, তা'কে-ই খুঁজতে হবে।

মায়ের আছে নিত্য স্থিতি। সন্তানের-ও আছে নিত্যস্থিতি। মা বলেছেন—মায়ের সঙ্গে সন্তানের আছে নিত্যযোগ। আর-ও বলেছেন মা—সেই নিত্যযোগ আমরা বুঝতে পারি না, পর্দ্দা রয়েছে ব'লে।

মা না সরালে সে-পর্দ্দা কে-সরাবে ?

উদয়াস্ত জপের আদিপর্ব্ব

আজ ঝুলন-উৎসবের প্রথম দিন। আজ আশ্রমে উদয়াস্ত জপ হবে—মা বলে দিয়েছেন। কয়েকটি সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য মায়ের এই খেয়াল। অন্নপূর্ণা মন্দিরের চূড়ার পাশে, আশ্রমের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে মায়ের যে-শয়ন-মন্দির, সেইখানে ছেলেদের জপ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কন্যাপীঠ"-এর ছাদের উপর আশ্রমের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মায়ের পুরানো যে-শয়ন-মন্দির, সেইখানে মেয়েদের জপ।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ছ'টি শঙ্খ বেজে উঠল—আশ্রমের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে একটি, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে একটি। কন্যাপীঠের উষা-কীর্ত্তনের প্রভাতী সুরের রেশ তখনো কানে র'য়েছে —"ভজ মা আনন্দময়ী"। আশ্রমের আঙিনাটি যেন মায়ের পুষ্পপাত্র। তরু-গুল্ম-লতা সারা ঋতুর সাধনায় ফুল ফুটিয়েছে—চয়নের প্রতীক্ষায় তা'রা রয়েছে, পূজার পরশ পেয়ে ধন্য হবে।

উদয়াস্ত জপ আরম্ভ করার সময় হয়েছে। মা কিন্তু তখনো শয়ন-মন্দিরে—আশ্রমের পশ্চিম-মহলে দোতলার মধ্যেস্থলে যে-শয়ন মন্দির। জীব-জগৎ সেদিন তখনো মায়ের দর্শন লাভ করেনি। আমরা দূর থেকে, উদ্দেশ্যে মাকে প্রণাম করলাম। তারপর প্রণাম করলাম উদীয়মান সূর্য্যদেবকে—আরও অনেক বেশী দূর থেকে, কিন্তু উদ্দেশ্যে নয়, প্রত্যক্ষ দর্শনে।

মনে হ'ল মায়ের শয়ন-মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে দিনমণি যেন মায়ের শ্রীচরণে পাঠিয়ে দিলেন শুভ-প্রভাতের প্রথম প্রণাম। আর যেন মায়ের প্রতিনিধি হ'য়ে তিনিই জপ-যজ্ঞের সূচনা ক'রে দিলেন—প্রথম জাপকটির মাথায়-আশীষকিরণ বুলিয়ে দিয়ে।

"যে দিন যায়, সে দিন আর আসে না"

জপ চলতে থাকল সারাদিন ধ'রে। জাপকের পর জাপক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্ধারিত সময়ে জপ-যজ্ঞে যোগদান ক'রে ধন্য হ'ল। উদয়াস্ত জপ আশ্রমবাসিদের কাছে নূতন জিনিস নয়। "যেন তেন প্রকারেণ" নাম-জপ-ধ্যান-ই আশ্রমের জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন। কোনও কোনও সময়ে হয়তো বা কার-ও কার-ও কাছে তা' গতানুতিক নিয়ম-রক্ষার মতন হ'য়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজকের এই উদয়াস্ত জপের একটু বিশেষত্ব আছে—আজ ঝুলনের প্রথম দিন, মা স্বয়ং উপস্থিত র'য়েছেন আশ্রমে।

বিমুক্তি-ক্ষেত্র কাশীধামে, গঙ্গাকুলে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমে মায়ের-দেওয়া এই যে উদয়াস্ত জপের প্রেরণা, এ জাপকদের পরম সৌভাগ্যসাপেক্ষ।

সকাল বেলা সাড়ে পাঁচটা থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যাবেলা সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত সে-দিনটি একটি নিমেষের মতন অলক্ষিতে যে কী আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল, তা' বর্ণনাতীত।

বারে বারে-ই মনে পড়ে মায়ের মুখের কথা ঃ—"যে দিন যায়, সে-দিন আর আসে না।"

কাশী আশ্রমে "শয়ন-মন্দির" কোনটি ?

আজকের উদয়াস্ত জপের অখণ্ড আনন্দের মধ্যে একটুখানি ব্যথা ছিল—মাকে স্থূলভাবে বিশেষ পাওয়া যায়নি। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মা এসেছিলেন ; একবার ছেলেদের জপ-মন্দিরে, একবার মেয়েদের জপ-মন্দিরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের দুই প্রান্তে, মায়ের দুটি শয়ন-মন্দিরে জপ করল সন্তানেরা। কিন্তু যাঁর শয়ন-মন্দির জপ-মন্দিরে পরিণত হ'ল, তিনি বিরাজ করলেন অপর কোন একটি নিভৃত দুরধিগম্য শয়ন-মন্দিরে।

কাশী আশ্রমে যে কতোগুলি ঘর "শয়ন-মন্দির" নামে প্রচলিত, তার ইয়ত্তা করা কঠিন। মা বলেন "সব ঘর-ই এই শরীরটার ঘর।" মায়ের নির্দ্দিষ্ট শয়ন-মন্দির বলতে কোন ঘরই দাঁড়াতে পারছে না— কারণ মা-ই সে ঘরে শয়নের অধিকার অন্যকে দিচ্ছেন। যে-কোনও ঘরে মা শয়ন করেছেন, সেই ঘর-ই "শয়ন-মন্দির" নাম অর্জ্জন করেছে। অনেক সময়ে খবর-ই পাওয়া যায় না মা কোন্ দিন কোন্ শয়ন মন্দিরে কখন শয়ন করবেন এবং কতোক্ষণ সেখানে থাকবেন। খবরটি জানলেও অনেক সময়ে সহজে সে-ঘরের ত্রিসীমানায় যাওয়া যায় না।

কাশী আশ্রমের তথাকথিত শয়ন-মন্দিরগুলি নিয়ে আর একটি মুস্কিল হয়—এই সব ঘরে যাতায়াতের একাধিক পথ। তার মর্ম্মান্তিক ফল এই যে মায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না দূরে থেকে। "মাকে কাছে পেয়ে-ও যেন পাচ্ছি না"—এই ব্যথা মনকে ক্লিষ্ট করে। কতোবার এমন হয়েছে—দূর থেকে কোনও মহিলাকে দেখে মনে হ'ল "ঐ বুঝি আমার মা"! ভুল ভাঙ্গলে বুঝলাম আমিও যাঁকে খুঁজছি তিনি-ও তাঁকে-ই খুঁজছেন। মাকে অন্বেষণের শেষ নেই। দিদিমা পর্য্যন্ত মা-কেই অন্বেষণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্ধ্যাচলে এক-শয়ন-মন্দির, দ্বিতীয় নাস্তি

শয়ন-মন্দির সম্বন্ধে বিন্ধ্যাচল আশ্রমের ব্যবস্থা চমৎকার। সেখানে মায়ের শয়নের জন্য "একঘর, দ্বিতীয় নাস্তি।" সে ঘরটির চারিদিকে বারান্দা। যেখানে যখন খুশী যাও, যতোক্ষণ খুশী ব'সো। ব'সে ব'সে, ঘরটির যে-কোনও জানলা দিয়ে যত্র যত্র নেত্র পড়ে, দেখতে পাবে বিরাজ করছেন জননী আনন্দময়ী—যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ লহরী। বারান্দায় ব'সে চোখ বুজে ধ্যান করো—ভাগ্যে থাকলে হয়তো বা হঠাৎ কখন অনুভব করবে নিজের মাথার উপর কল্যাণ হস্তের কোমল, পাবন স্পর্শ। তার পরে, প্রাণ দিয়ে প্রাণের দেবতাকে ডাকো—দেখতে পাবে অন্তর্যামিণী মা বিকশিত শতদলের মতন ফুটে রয়েছেন তোমার-ই অন্তরলোকে। এর নাম মায়ের বিন্ধ্যাচল লীলা! অন্যত্র এ সুযোগ দুর্লভ।

কাশীতে উদয়াস্ত জপের সময়ে আজ অনেকবার মন কেমন করেছিল বিন্ধ্যাচলের জন্য। সেই শয়ন মন্দির আর সেই বারান্দার স্মৃতি যেন মনে উঁকি দিচ্ছিল।

জপ-রক্ষীর দর্প-চূর্ণ

ছেলেদের জপ মন্দিরের প্রহরী সকাল বেলা হীরুদার সাহায্য নিয়ে যে-শঙ্খধ্বনির আয়োজন করেছিল, মেয়েদের জপ-মন্দিরের তুলনায় তা' অপেক্ষাকৃত বেশী গম্ভীর, বেশী উদাত্ত ও দীর্ঘ–বিলম্বিত। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে মেয়েদের তুলনায় ধূপও জ্বলেছিল বেশী এবং দেশলাইয়ের কাঠি খরচ হয়েছিল প্রয়োজনের তিনগুণ। বেলা তিনটে নাগাদ বেচারী অল্পক্ষণের জন্য জপ-মন্দির ছেড়ে একতলাতে এসে ছিল। জপ-মন্দিরে ফিরে এসে জানতে পারল যে মা ইতিমধ্যে জপ-মন্দির পরিদর্শন ক'রে গেছেন—তখন ধূপ ছিল নির্ব্বাপিত, দেশলাইয়ের কাঠি স্তূপীকৃত, এবং প্রহরী অন্তর্হিত।

আমাদের যেখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি, সেইখানেই প্রত্যক্ষ ভাবে মায়ের দৃষ্টি পড়ে এবং সেই দৃষ্টিই পরম সৌভাগ্য সূচিত করে। আমরা জানি বা না জানি, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মূহূর্ত্তে মায়ের অপলক দৃষ্টি সদা জাগ্রত আছে—এই বিশ্বাস দৃঢ় হ'লে, আমাদের মনের জপ-মন্দিরে ধূপ নিববে না, আবর্জ্জনা জমবে না। আকাশ-প্রসারী যাঁর দৃষ্টি—"দিবীব চক্ষুরাততম্"—তিনি-ই যে আমাদের মা! তাঁর চোখে আমরা ধরা তো পড়ে-ই আছি—কখনো আমাদের জ্ঞাতসারে, কখনো বা অজ্ঞাতসারে।

মাকে নিয়ে মনে মনে প্রশ্নোত্তর

জনরব শোনা গেল যে আগামী কাল মা বিন্ধ্যাচলে থাকবেন এবং সঙ্গে মাত্র দু-তিন জনকে নিয়ে যাবেন। সংবাদটি শুনে-ই নানা রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে তোল পাড় করতে লাগল। উত্তর-ও নিজের মন থেকে-ই এসে গেল। "প্রশ্নকর্ত্তা—মন" অস্থির ভাবে সংশয়াত্মক কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "উত্তর দাতা—মন" তাকে শান্ত করল। এই প্রশ্নোত্তর মায়ের-ই খেলা সন্তানকে নিয়ে। প্রশ্ন-ও মায়ের, উত্তর-ও মায়ের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন—বিন্ধ্যাচলে মাত্র দু'-তিন-জন যেতে পাবে ; তার মধ্যে আমি কি গণ্য হবো ?

উত্তর—বোধ হয়, না। তৈরী হও—কাল সারা দিনটা মাকে ছেড়ে, কাশী আশ্রমেই থাকতে হবে।

প্রশ্ন—তা, না হয় থাকবো "প'ড়ে" কাশীতে-ই। কিন্তু এই যদি মায়ের মনে ছিল, তা' হ'লে আমাকে মাত্র তিন দিনের ছুটিতে এতো দূর থেকে এখানে মা টেনে আনল কেন ?

উত্তর—তোমার যে-টুকু পাওনা, সেইটুকু দেবার জন্য। তার বেশী তো আশা করা ঠিক নয় !

প্রশ্ন—এতো সামান্য পেয়ে কি মজুরি পোষায় ? আচ্ছা মা'র কি এটুকু বোঝা উচিত ছিল না ?

উত্তর—মা যা কিছু করেন, সর্ব্বান্তঃকরণে তা' মাথা পেতে নিতে হয়—এই কথা বলেছেন ভাইজী। এ উপদেশ মনে রেখো।

প্রশ্ন—মাথা পেতে না নিয়ে আর উপায় কি ? মা আমাকে বিন্ধ্যাচলে না নিয়ে গেলেও আমি তো আর মা'র কাছে তাই নিয়ে অভিযোগ করতে যাচ্ছি না। কিন্তু মা'র বিচারটা কি রকম দেখলে তো ?

উত্তর—মুখে বলছো অভিযোগ করছো না ; কিন্তু আসলে অভিযোগ-ই তো করছো।

প্রশ্ন—কেন, আমি তো মা'র বিধান মেনে-ই নিচ্ছি ?

উত্তর—মেনে নিচ্ছ—লৌকিক শিষ্টাচারের দিক দিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে আন্তরিক আত্ম-নিবেদন নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন—এমন কড়া কথা বলছো কেন ভাই? মায়ের জন্য এত মন কেমন করে আমার! তবু বলছো আত্ম-নিবেদন নেই? সত্যি কথা বলছি—কাল মা যদি আমাকে বাদ দিয়ে বিন্ধ্যাচলে যান, মাতৃ-বিরহে বড়ো ব্যথা পাব।

উত্তর—মাতৃ-বিরহের ব্যথা তো খুব ভাল জিনিস, কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি জিনিস-ও যে র'য়েছে তোমার মনে! সেটি তো ভাল নয়!

প্রশ্ন—কি আবার আছে আমার মনে যা ভাল নয় বল্‌ছো?

উত্তর—অভিযোগ! মায়ের বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

প্রশ্ন—একথা কেন বলছ? আমি তো বলেই রেখেছি মা যদি-ও আমাকে কাল বিন্ধ্যাচলে নিয়ে না যান, আমি সে জন্য মা'র কাছে কোনও অভিযোগ জানাব না।

উত্তর—তুমি কি ভেবেছ যে তুমি না জানালে মা জানতে পারেন না? তোমার মনে যে ভাবটি উদয় হয়েছে, তা' কি মা'র অজানা আছে? তুমিই বলো।

"প্রশ্নকর্ত্তা-মন"—অপ্রস্তুত হ'য়ে, স্বীকার করল ঃ—

"তাই তো! মা যে অন্তর্য্যামী সে-কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম—মা বুঝি আমাকে ভুলে গিয়েছেন।" "উত্তরদাতা মন" হাসল। সে বিলক্ষণ জানে কতো বড়ো ফাঁকি মনের মধ্যে আছে।

মনের মণিকোঠায় মা নিশিদিন অপলকদৃষ্টিতে বিরাজ করছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চরম সত্যটি মনে জাগলে, অভিযোগ এবং অভিমানের অঙ্কুর দগ্ধ হ'য়ে যায়, মন তখন মৌন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করা-ই তো মনের ধর্ম্ম! দামাল মনকে সামলানো দায়। একমাত্র মায়ের কৃপায় তা' সম্ভব।

চোখ বুজে মায়ের ধ্যান করবো, না চোখ চেয়ে মাকে দেখবো?

অযাচিত, অভাবনীয় করুণা মায়ের! আজ সকাল বেলা অপ্রত্যাশিতভাবে নিজে থেকেই বললেন মা "তৈরী হও। বিন্ধ্যাচলে যাবে।" আত্ম-ধিক্কারে "প্রশ্নকর্ত্তা-মন" মরমে ম'রে গেল। সে বুঝল কতো বড়ো ফাঁকি ছিল তার নিজের মধ্যে, আর কী অহৈতুকী কৃপা মায়ের!

পাঁচ-গাড়ী ছেলে-মেয়ে সঙ্গে ক'রে মা বিন্ধ্যাচল যাত্রা করলেন। কাশীতে থাকলে বিন্ধ্যাচলে অল্প সময়ের জন্য "ঘূর্ণা" দিয়ে আসার খেয়ালটা মা'র অনেক সময়ে হয়। বেলা আন্দাজ দশটার সময়ে পাহাড়ের উপর বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌঁছে সকলের কী আনন্দ! মা-ও সেই আনন্দে যোগ দিয়েছিলেন।

বর্ষাতে পাহাড়ের গাছপালা যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে: সবুজ স্নিগ্ধতায় সব চিক্‌ চিক্‌ করছে। পাহাড়ের নীচে—গঙ্গা ভরে উঠেছে কানায় কানায়। উপরে মেঘমুক্ত আকাশ হয়েছে ঘন নীল; যেন অনন্ত যমুনা।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌঁছে মা ছেলেদের বারান্দায় বসিয়ে দিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মৌনে"। শয়ন মন্দিরের সংলগ্ন সেই বারান্দা—যা'র স্মৃতি মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল কাশীতে উদয়াস্ত জপের সময়ে।

মৌনে বসতে বসতে-ই মন যেন মাতৃচরণে ডুবে গেল। সেদিন আমাদের সঙ্গে শঙ্খ ছিল না, ধূপ ছিল না, আসন পর্য্যন্ত ছিল না। কিন্তু আমাদের মনে ছিল নাম; আর অতি-নিকটে ছিলেন মা। মাকে এমনি ভাবে কাছে পেলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যেতে হয়, মনপ্রাণ "আপ্‌সে-আপ" ভ'রে যায়। বিন্ধ্যাচলের পরম অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দিশাহারা হ'য়ে যেতে হয়—চোখ বুজে মায়ের ধ্যান করবো, না চোখ চেয়ে মাকে দেখবো ?

ঝুলন উৎসবের প্রথম তিন দিন

১৯৫৬ সালের ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে আগষ্ট তারিখে কাশী আশ্রমে "কন্যাপীঠ"-এ মায়ের উপস্থিতিতে রাত্রি ৯টা থেকে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অনেক বিচিত্র, রসাত্মক প্রোগ্রাম ছিল। যম-নচিকেতা উপাখ্যান, চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট ও রামানুজাচার্য্যের জীবনী অবলম্বনে বিভিন্ন নাটিকা রচিত হয়েছিল। অভিনয় করেছিল মায়ের মেয়েরা। মা তাদের সঙ্গে বসেছিলেন, হেসেছিলেন, গেয়েছিলেন—যেন তাদের-ই একজন এইভাবে। নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতার পরিবেশে, নিবিড় মাতৃসঙ্গের আনন্দে ধন্য হয়েছিল "কন্যাপীঠ"-এর মেয়েরা। সার্থক তাদের উদ্যম।

ঝুলন উৎসবে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম ছিল বীরভূমবাসী বাউল কিশোর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের গান। সে-গান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিল—কন্যাপীঠে নয়, অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনের বারান্দায়। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলের অবারিত দ্বার।

যেমন মিষ্টি এই বাউলের কণ্ঠস্বর, তেমনি মধুর তার গানের পদ। সহজ সরল সুর। বাজনা বলতে কেবল একটি গোপীযন্ত্র। নাচের তালে তালে পায়ের ঘুঙুর যেন কথা বলছে। দেহতত্ত্ব, পূর্ব্বরাগ, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি কতো রকম ভাব নিয়ে কতো সহজ, সুন্দর, নিখুঁৎ বাঙ্গলাভাষায় রচিত বাউলের গানগুলি। মহা-মহোপাধ্যায় গোপীনাথ শাস্ত্রী গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন—এর মধ্যে রয়েছে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য; বাঙ্গালীর নিজস্ব কৃষ্টির অনুপম সম্পদ।

ভাগ্যবান বাউল বালক। সে মাতৃসেবার সুযোগ লাভ করল সুমধুর গান গেয়ে। মায়ের অযাচিত স্নেহাশীষ তার উপরে অজস্র ধারায় বর্ষিত হল মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। আনন্দ পরিবেশন করতে যে পারে, মায়ের বিশেষ আদর সে পেয়ে-ই থাকে। বাউল বালকেরও সে-সৌভাগ্য ঘটেছিল! ঘটবার-ই কথা।

"এই শরীরের এই দিক্‌টা"

অন্নপূর্ণা মন্দিরের দক্ষিণে মায়ের উপস্থিতিতে সন্ধ্যাবেলা বাউল গান হচ্ছে এমন সময়ে মায়ের একজন পুরাতন ভক্ত গঙ্গাদিদি এলেন মাকে কন্যাপীঠে নিয়ে যাবার জন্য। কাতর স্বরে বাউল বললে "মা! আপনি উঠে গেলে কা'কে আমি গান শোনাবো?" মা তাকে বুঝিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন যে আশ্রমের মধ্যেই মা থাকবেন এবং ভরসা দিলেন "যেখানেই থাকি, তোমার গান শুনতে পাবো।"

গঙ্গাদিদি মাকে চেয়েছিলেন কন্যাপীঠে। মা কিন্তু কন্যাপীঠে গেলেন না; গেলেন গোপাল-মন্দিরে, অন্নপূর্ণা-মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমে। কারণ কিছু বোঝা গেল না। মায়ের কার্য্যকলাপের কারণ কে বুঝবে?

সেদিন কন্যাপীঠে মাতৃ-পূজার আয়োজন হয়েছিল মহাসমারোহে। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত গোপাল-মন্দিরে বিশেষ কিছু সাজ-সজ্জা হয় নি। গোপাল-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে গোপাল-মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে মা বললেন "এই শরীরের এই দিক্‌টা।" তারপরে সেই মন্দিরে ডাক পড়লো নারায়ণ স্বামীর। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হ'ল। মন্দির অভ্যন্তরে গোপালকে নিয়ে মা সেদিন কী লীলা করেছিলেন জানিনা।

"রাধারাণী এসেছিলেন"

দীর্ঘকাল পরে গোপাল-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হল। মায়ের একমুখ হাসি। তারপরেই দেখা গেল গোপাল-মূর্ত্তির বিশ্ববিমোহন বেশ। মা স্বগত বললেন "রাধারাণী এসেছিলেন।"

মাকে দেখে কখনো মনে হয় মা পরমা বৈষ্ণবী; কখনো মনে হয় মায়ের প্রতিষ্ঠা অদ্বৈতবাদে। যে-দৃষ্টিতে যে-ভক্ত মাকে দেখে, সেই রূপে-ই মা তার কাছে প্রতিভাত হন। "রাধারাণী এসেছিলেন" —মায়ের মুখের এই বাণী শুনে একজন বললেন:—নিজেকে সাজাবার প্রেরণা ভক্তমনে জাগিয়ে, নিজের শুভাগমন-সংবাদ নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তানদের কাছে নিজেই দিলেন মা। সব-ই তো মায়ের নিজস্ব কিনা! আর মা-ও তো আমাদের প্রত্যেকের-ই নিজস্ব! মাকে "যে যতো চায়, সে ততো পায়, তবু না ফুরায়।"

মা বলেছেন "ধরা দেন ; কিন্তু ধরতে দেন না।" এই ধরাধর-নন্দিনী জননীর ভাগ্যবান সন্তান আমরা।

কন্যাপীঠে মাতৃ-পূজার আয়োজন।

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। কন্যাপীঠের ঝুলন উৎসবে মাতৃপূজার পূর্ণ আনন্দে আজ মায়ের ছেলেদের সাদর নিমন্ত্রণ। তাঁরা যোগ না দিলে, মায়ের ঝুলন-লীলার আস্বাদন যে অসম্পূর্ণ থাকবে!

কন্যাপীঠের দোতলায় হল্-ঘরটি ফলে ফুলে, পত্রে-পল্লবে সুসজ্জিত। থাকে-থাকে-সাজানো গাছপালার মধ্যে একটি স্বাভাবিক শ্যাম-শ্রী ফুটে উঠেছে—তা'তে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত দ্বাপরের বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগে।

আলপনা, নৈবেদ্য, আরতি—সব-কিছু আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। মাতৃপূজার প্রত্যেকটি উপকরণের মধ্যে র'য়েছে শিল্পীর সুনিপুণ হাত, ফুটে উঠেছে ভক্ত-মনের একাগ্র ভালবাসা।

কন্যাপীঠের এই বাৎসরিক ঝুলন উৎসব একদিনের সখের-পূজা নয় ; সারা বছরের প্রতীক্ষার সাধনা। মা এই পূজা গ্রহণ করেন মনে হয়—পূজার ফলে প্রত্যক্ষ করা যায়। মায়ের ভাব-পরিবর্ত্তন।

ঝুলনে মায়ের সাজ।

কন্যাপীঠের হলঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে মায়ের ঝুলনা। চাঁপা রঙের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাড়ী প'রে মা র'য়েছেন তার উপরে ব'সে—রাজরাজেশ্বরী। মায়ের মাথায় সোণার মুকুট, গলায় চিক, বুকে দুলছে হার, হাতে চুড়ি, পায়ে পাঁইজোর, আর মায়ের হাতে র'য়েছে বাঁশী—সকল অলংকার যেন তা'র কাছে ম্লান। অলংকারের শুধু শোভা আছে ; বাঁশীর আছে বাণী ; সে-বাণী চিরদিনের বাণী।

মাকে আজ সাজানো হয়েছে—কেবল বসন-ভূষণ দিয়ে নয়, ভালবাসার রঙ দিয়ে। মায়ের ঘন কালো চুলের সামনের অংশ দুই দিকে ফাঁপিয়ে দিয়ে আর পিছনের লম্বা লম্বা চুলগুলিকে ঘাড়ের উপর গুচ্ছ ক'রে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ; কপালে তিলক-চন্দন—যেন শিল্পীর মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা।

মায়ের কোল "ঠাকুরের সিংহাসন"।

মায়ের কোলে র'য়েছেন বাঁশীর ঠাকুর কিশোর শ্রীকৃষ্ণ আর ননী-চোরা গোপাল মূর্ত্তি। মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় পেয়ে তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আনন্দে নিমগ্ন। মায়ের স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি বাৎসল্য রসে সজল, সমুজ্জ্বল।

"ঠাকুরের সিংহাসন কিনা!" এই কথা বললেন মা। অর্থাৎ মায়ের কোল নাকি কৃষ্ণঠাকুরের সিংহাসন। কা'র কোল? কা'র সিংহাসন? কে কা'কে কা'র অঙ্কে আশ্রয় দিলেন? সে-সব প্রশ্নের উত্তর তো জানিনা!

মায়ের ঝুলনা ঝুলছে রূপার শিকলে। আশ্রমকুমারীদের সুমধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-গানের ছন্দে ছন্দে দোলানো হচ্ছে মাকে আর মায়ের অঙ্ক-শায়ী শ্রীকৃষ্ণ ও গোপালকে। বিশ্বের চিত্তে যিনি দোলা দেন, তাঁকে আজ দোলা দিচ্ছে তাঁর ভক্ত। এর-ই নাম মায়ের মাধুর্য্য-লীলা।

মায়ের অলৌকিক দিব্যমূর্ত্তি।

মাকে ছবি দেখানো হচ্ছে। মায়ের শরীর স্থির নিঃস্পন্দ ; মুখ প্রসন্ন-গম্ভীর ; নয়নযুগল অপলক, অর্দ্ধ-নিমীলিত। মায়ের মুখমণ্ডলে দিব্য কান্তি ; মায়ের শ্রীচরণে সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মফুলের গোলাপী আভা। সব জড়িয়ে এমন একটি ভাব হয়েছিল যা কোন-ও রক্তমানুষের শরীরে কখনো দেখিনি। মায়ের এই অলৌকিক দিব্যমূর্ত্তির স্মৃতি রাখবার জন্য একজন সন্তান ছবি-তোলার ব্যবস্থা ক'রেছিল। কিন্তু বার বার চেষ্টা ক'রেও ছবিতোলা সম্ভব হ'ল না। স্থূল ক্যামেরার কাছে সেই চিন্ময়ী বিভূতি হয়তো বা সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু ভক্তের আকুল আহ্বানে তা'র মনের মধ্যে চিন্ময় রূপটি বিচিত্ররূপে ছায়াপাত করে। তখন মায়ের শরীরে কেউ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে, কেউ দেখে মন্ত্রদাতা গুরুকে এবং আরও কত কি—যা'কে মা যেমন দেখান।

ভাব-গ্রাহী জনার্দ্দনের নিজের বলতে কোনও মূর্ত্তি কি আছে ? সব মূর্ত্তি-ই তো তাঁর-ই মূর্ত্তি। যে যেমন রূপটি দেখে, নিজ নিজ ভাব অনুসারে, তা'র কাছে তাঁর সেই রূপটি-ই সত্য। আসলে তিনি যা', তা'।

মায়ের দেওয়া রাখী-বন্ধন।

কন্যাপীঠের ঝুলন উৎসব উদ্‌যাপন হ'ল। তার পরে মা সন্তানদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন "মাতৃমণ্ডপে"। আশ্রমের উত্তর দিকে অবস্থিত এই বাড়ীটি সম্প্রতি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে গঙ্গার ঘাট।

"মাতৃ-মণ্ডপ"-এর হল্ ঘরে আরম্ভ হ'ল নাম। সে-নামে বুক ভ'রে যায়। রাত্রি এগারোটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত মহানিশা ধ্যান। সন্তানেরা ব'সেছে উত্তর-মুখী। সামনে মা ; মায়ের পাশে দিদিমা—মায়ের মা। সেই মহানিশা ধ্যানে যোগদান ক'রেছিল পূর্ণিমা নিশীথিনীর অন্তহীন নীলাকাশ আর লীলা-চঞ্চলা কল-কল্লোলিনী ভাগীরথী।

ধ্যান সমাপ্ত হ'তে-ই মা নয়ন উন্মীলন ক'রে সন্তানদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত ক'রলেন। তারপরে রাখী-বন্ধনের পালা। করুণাময়ী জননী তাঁর স্নেহপূত স্পর্শ দিয়ে, অতি সযত্নে প্রত্যেকটি সন্তানদের হাতে রাখী-বন্ধন করলেন।

বন্ধন দিয়ে বন্ধন-মোচন হয়। মায়ের দেওয়া রাখী-বন্ধনে জীবের মায়ার বন্ধন ছিন্ন হোক—এই মিনতি মায়ের চরণে।

"তোমরা-ই ঠিক করো"

কথা দিয়ে মা যখন কিছু বলেন, তা'তেও যেমন মধু, বিনা-কথায় মা যখন কিছু বলেন, তা'-তেও তেমনি মধু। গত পরশুদিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন ছিল রবিবার। কালের নির্ম্মম প্রবাহে আমাদের ছুটির ক'টা দিন যেন নিমেষে অতিক্রান্ত হ'য়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। বিদায়ের পালা আসন্ন। রবিবারেই বিকালের ট্রেণে আমাদের কলকাতা যাত্রার কথা—সোমবার কলকাতা পোঁছানোর বিশেষ প্রয়োজন।

রবিবারে সকালে মাকে শয়নমন্দিরে প্রণাম করতে গিয়েছি। "তোমাদের যাওয়া আজ-ই নাকি?"—জিজ্ঞাসা করলেন মা,—কথা দিয়ে। "সোমবারের ঝুলন-পূর্ণিমা না দেখিয়ে তোমাদের ছাড়ছি না"—এই কথা জানিয়ে দিলেন মা, বিনাকথায়, সুধা-মাখা স্নেহদৃষ্টি দিয়ে।

ঘটনাচক্রে তখনো বার্থ রিজার্ভ করা সম্ভব হয় নি। মাকে বল্লাম "তা'হলে কাল বিকাল বেলা যাবো ?" মা বল্লেন "কাল সোমবার ; বলে শিবের স্থান থেকে যাত্রা করে না।" মায়ের এই কথা শুনে কলকাতার-কাজের-কথা চিন্তা না ক'রেই ব'লে ফেল্লাম "বেশ, তা'হলে মঙ্গল বারে-ই যাবো।" মা একগাল হেসে বল্লেন "মঙ্গলবার হ'লে তো খুব-ই ভাল হয়। তবে, তোমাদের নিজেদের ভিতর থেকে যা' এসে যাবে, সেই রকম তোমরা-ই ঠিক ক'রো।"

"যোগক্ষেমং বহাম্যহং"

দো-টানার মধ্যে পড়ে গেলাম। একদিকে কলকাতার কাজের বিশেষ তাগিদ, আর একদিকে মায়ের ডাক। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়ের এই রকম খেলা চলেছে চিরন্তন।

কী করা যায় ? শঙ্কা এবং সংশয়ের ভাবটা র'য়েছে—কলকাতা না যতে পারলে যদি ক্ষতি হ'য়ে যায়। অথচ মাকে ছেড়ে যেতে-ও ইচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হচ্ছে না। "জয় মা" ব'লে কলকাতাতে ট্রাঙ্ক টেলিফোন করলাম। খবর পেলাম যে যে-কারণে সোমবারে আমাদের কলকাতা পৌঁছানো বিশেষ দরকার ব'লে মনে হয়েছিল, সে কারণটি-ই অন্তর্হিত এবং দুদিন পরে আমরা কলকাতা গেলে কা'র-ও কোনও অসুবিধা হবে না।

ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা হ'লে লোকচক্ষুর আড়ালে এমনি ভাবে-ই লৌকিক সকল বাধা অপসৃত হয় এবং অভীষ্ট-পুরণ হয়।

আমার মায়ের কথা—সেই মূল্যে-ই তা' অমূল্য।

মায়ের বিষয়ে কোনও কথা লিখতে যাওয়া-ই ছেলে-মানুষী। হ'ল-ই বা ছেলে-মানুষী। মাকে নিয়ে-ই তো! মা কতো সন্তানকে দিয়ে কতো কি খেলা করান—কেউ মাকে ধ্যান করে, কেউ মায়ের নাম গায়, কেউ মায়ের কাজ করে, কেউ মায়ের ছবি তোলে, কেউ মাতৃ-কথা লেখে। এ-সব লেখার অন্য কী মূল্য কোথায় আছে জানতে চাই না। কথাগুলি যে আমার-মায়ের-কথা, আমার-মাকে-নিয়ে-কথা—সেই মূল্যেই তা'রা অমূল্য।

মায়ের কৃপায় আমাদের রবিবারে কলকাতা যাওয়া স্থগিত হ'ল। মাকে বললাম "মা, আমাদের গামছা এখনো শুকায়নি। ভাবছি ভিজে গামছা নিয়ে আজ কলকাতায় নাই বা গেলাম।" এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মা অট্টহাস্যে বললেন "না, না ভিজে গামছা নিয়ে কি কলকাতায় যেতে আছে?"

পরদিন—সোমবার—মা নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন "কই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের কলকাতা যাওয়ার কথা আজ কিছু শুনছি না যে!" তখন মাকে বললাম "না, মা! আমাদের আগামী কাল রওনা হবার কথা স্থির হ'য়েছে।" ঝুলন পূর্ণিমাতে মা'র কাছে থাকতে পাবো ব'লে আমাদের মন তখন খুশীতে ভ'রে আছে। মা-ও এমন ভাবটি দেখালেন যেন এ-সব কিছুই জানতেন না, যেন আমাদের এই মত-পরিবর্ত্তনে মা বেশ "খুশী"। হাসতে হাসতে মা বললেন "খুব ভালো হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম কাল বাবার গামছা শুকায়নি। আজ হয়তো কাপড় শুকায়নি।"

মাতৃ-পূজা।

আজ বেলা ৪টার মধ্যে কাশী ছেড়ে যেতে হবে, মাকে ছেড়ে যেতে হবে। বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সকালে একটিবারমাত্র মাতৃ-দর্শন পেয়েছিলাম তারপর থেকে মা অদৃশ্য হয়েছেন। কিছু আর ভাল লাগছে না। দেহ মন অবসন্ন।

বেলা দশটা থেকে একটানা মা রয়েছেন শয়ন মন্দিরে—অন্নপূর্ণা মন্দিরের চূড়ার উত্তর দিকে। শয়ন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। আমাদের বিদায়কাল আসন্ন। রুদ্ধ-দ্বার শয়ন-মন্দিরের বাইরে, মেঘে-ঢাকা আকাশ মাথায় ক'রে, ছাদে ব'সে কাটিয়ে দিলাম প্রায় চার ঘণ্টা। কিন্তু মায়ের দেখা পেলাম না। ট্রেণের সময় আগতপ্রায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে উঠে আসছি এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অনির্দ্দেশ্য কারণে ভিতর থেকে মায়ের শয়ন-মন্দিরের দরজা একটুখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফাঁক হ'য়ে গেল। এই অভাবনীয় শুভযোগের ফলে যা' দেখতে পেলাম তা'র জন্য জীবন সার্থক হ'ল। দূর থেকে দর্শন করলাম মায়ের শরীর পাথরের মূর্ত্তির মতন শয্যার উপরে এলিয়ে রয়েছে—সম্পূর্ণ নিশ্চল, নিঃস্পন্দ। মায়ের মাথার কাছে নারায়ণ শিলা। মায়ের খাটের উপরে রাশি রাশি ফুল, বিল্বপত্র এবং সচন্দন তুলসীপত্র। মায়ের খাটের নীচে নিবিষ্ট মনে বসে রয়েছেন পূজ্যপাদ নারায়ণ স্বামী। ভাগ্যবান অধিকারী পূজক মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাতৃপূজায় নিরত; একান্তে তিনি আপন মনে মাকে নিবেদন করছেন ফুল, বিল্বপত্র, সচন্দন তুলসী। আর মা যেন অন্তরলোকের কোন্ রহস্যময় অতলে ডুবে র'য়েছেন; বাহ্যদৃষ্টিতে মায়ের শরীরে প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে-ই হয় না।

মা ঐ সময়ে কৃপা ক'রে অন্তর লোকের অতল সাগরে মগ্ন হ'য়েছিলেন—এইটুকুই স্বামীজীর পরম সৌভাগ্য। তা নাহলে মাতৃপূজার এহেন বিরাট আয়োজন দেখলে মায়ের যে কী খেয়াল হ'ত তা বলা কঠিন। হয়তো মা একটু হেসে অন্য ঘরে চলে যেতেন; হয়তো বা দয়া ক'রে সেই ঘরেই বসতেন কিন্তু ব'লে বসতেন "ওরে একখানা চাদর নিয়ে আয় তো!" এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে চাদর হস্তে কোনও সেবিকা উপস্থিত না হলে, মা নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে হয়তো পা দুখানি সযত্নে আবৃত করতেন। আবার এমনটি-ও ঘটতে পারতো যে মা ব'সে ব'সে সমগ্র পূজার উপচার স্থিরভাবে হাসিমুখে গ্রহণ করলেন—একেবারে যেন বেপরোয়া ভাব! কোনও বন্ধন-ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো নেই মায়ের ; কোনও সংস্কার-ই নাই। যা' কিছু মা করেন বলে আমাদের মনে হয়, সবই তাঁর খেয়াল।

মায়ের দেওয়া পরম পাথেয়।

ছাদে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখলাম মাতৃপূজা। বিদায় নেবার জন্য মার কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হ'ল না। উপায়-ও ছিল না কোনও রকম! আমাদের মনের কোনে একটু লোভ জেগেছিল মায়ের খাটের সচন্দন তুলসীর পরশ পাবার। কিন্তু তা-ও পাবার উপায় কোথায়? শোনা গেল এই মাতৃ-পূজা চলবে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত। নিদারুণ ট্রেণ তো আর অপেক্ষা করবে না।

নিরুপায়ের গোপন ব্যথা বুকে নিয়ে নিঃশব্দে আমরা দুটি প্রাণী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলাম।

অন্যবারে মা বিদায়কালে মাথার উপরে অমৃত স্পর্শটুকু বুলিয়ে দিয়ে বলেন "যাওন নাই, আস গিয়া।" এবারের এই নির্ব্বাক বিদায়ের শূন্য ক্ষণটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফেটে কান্না আসছিল। অন্তর্য্যামিনীর চোখে তা' এড়ায় নি।

আশ্রমের আকন্দ গাছতলায় দাঁড়িয়ে আমরা আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এমন সময় একটি মেয়ে—মায়ের-দেওয়া-নাম তার কৃষ্ণপ্রিয়া—পাঁচটি সচন্দন তুলসী পাতা আমাদের হাতে দিয়ে গেল। তুলসীর-ও অপর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া।

কেমন ক'রে পাওয়া গেল এই কামনার ধন? মা তো সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক-ই ভাবে নিঃসাড়ে শুয়ে রয়েছেন খাটের মাঝখানটিতে ; মায়ের খাটের প্রান্তদেশে একটি-ও তুলসীপাতা ছিলনা, দেখেছি ; ঘরে-ও হাওয়ার লেশমাত্র নেই ; পূজক এখনো তদ্‌গত মনে মাতৃ-পূজা-ই করছেন। কৃষ্ণপ্রিয়া কোথা থেকে, কেমন ক'রে, পেল এই সচন্দন কৃষ্ণপ্রিয়ার পাঁচটি পাতা !

শুনলাম হঠাৎ কোন্ অলক্ষ্য হাতের স্পর্শে পাঁচটি সচন্দন তুলসী পাতা অপ্রত্যাশিতভাবে মায়ের খাট থেকে মাটিতে এসে পড়েছিল। মায়ের সেবিকা যুথিকা-র মনে হ'ল—আমাদের-ই জন্য মায়ের এই খেলা। মায়ের আশীষের নিদর্শন সেই পাঁচটি সচন্দন তুলসীপাতা মাতৃ-চরণের অমৃত-স্পর্শ বহন ক'রে এসে পৌঁছাল আমাদের হাতে।

এই অভাবনীয় যোগাযোগ দেখে বিস্মিত হ'তেও ভুলে গিয়েছিলাম। মায়ের দেওয়া সেই পরম পাথেয়টি মাথায় ঠেকিয়ে আনন্দিত প্রাণে যাত্রা শুরু করলাম। জয় মা অন্তর্যামিনী সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী আনন্দময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্ধ্যাচলে মাতৃ-সঙ্গ

১৬ই আগষ্ট থেকে ২১শে আগষ্ট, ১৯৫৬

বিন্ধ্যাচল তপোভূমি।

মা বলেন বিন্ধ্যাচল তপোভূমি। অতি প্রাচীন এই তীর্থস্থানে যুগ-যুগ-সঞ্চিত তপস্যার প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। মায়ের আশ্রমটি অষ্টভুজা পর্ব্বতের চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দোতলাতে মায়ের শয়ন মন্দির; তার চারদিকে বারান্দা। দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের বারান্দা থেকে দেখা যায় দূরে গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে অর্দ্ধগোলাকারে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কিছুদূর অগ্রসর হলেই ছোট ছোট পাহাড় এবং গভীর জঙ্গল। বিন্ধ্যাচলের বাতাসের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে—পশ্চিম দিক থেকে ঝির্‌ঝির্ ক'রে অনবরত এমন মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস আসে, তার মধ্যে অপরূপ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকতা অনুভব করা যায়।

মাতৃসঙ্গে বিন্ধ্যাচল-জীবনের একটি বড়ো আকর্ষণ এই যে এখানে "প্রোগ্রাম" বলতে একটিমাত্র—মাতৃসঙ্গ। বিন্ধ্যাচলে মাকে পাওয়া যায়; সদাসর্ব্বদা পাওয়া যায় এবং নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। আশ্রমটি ছোট্ট। আশ্রমবাসী এবং অতিথি অভ্যাগত সকলের-ই গতিবিধি মায়ের শয়ন-মন্দিরের কাছাকাছি। তাদের সকলকে নিয়ে মা থাকেন মানবী মায়ের মতন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের বন-বিহার।

বিন্ধ্যাচলে আমাদের জীবন-যাত্রা প্রোগ্রাম-কণ্টকিত নয় ব'লেই মা স্বাধীন ভাবে যখন-তখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারেন। সে-বনবিহার ঘড়ি-ঘণ্টা-বর্জ্জিত এবং দিগ্বিদিক-নিরপেক্ষ। কোথায় যাওয়া হবে তার ঠিকানা নেই, কখন যাওয়া হবে বা কখন ফেরা হবে তা-ও ঠিক নেই। ঠিক আছে কেবল—অবারিত, অবিরত মাতৃসঙ্গ।

মায়ের এই বন-বিহারে গাড়ী অবান্তর। সুতরাং এক-গাড়ীতে মায়ের ঠিক পাশে-ই কোন্ ভাগ্যবতী বসতে পাবে এবং ড্রাইভারের পাশে কোন্ ভাগ্যবান বসতে পাবে, আর কে কে গাড়ীর বাইরে পড়ে থাকবে—সে-প্রশ্ন-ই নেই।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঁটার ঝোপ-ঝাড়, আর অগণিত পাথরের টুকরো বুকে নিয়ে প'ড়ে রয়েছে দিগন্তবিস্তারি বনভূমি—যেমন নীরব, তেমনি নির্জ্জন। কাঁটা এড়িয়ে, পাথর ডিঙ্গিয়ে, বন-পথ আলো ক'রে চলেছেন মা। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারলে-ই চলন্ত মাতৃ-সঙ্গ। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে এই "পার্ব্বতী"-টির সঙ্গে দ্রুততালে চলা সহজ নয়।

ধ্বনি প্রতিধ্বনি মা-ময়।

বিন্ধ্যাচল আশ্রম থেকে অনতিদূরে, পাহাড়ের উপরে, গাছ-পালা--ঘেরা একটি পুরানো বাড়ী আছে। সেই বাড়ীর কাছাকাছি এসে একদিন মা হাসতে হাসতে বললেন ঃ—"এইখানে দাঁড়িয়ে খুব জোরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার যা' ইচ্ছা বলো।" ব্যাপারটা কী বুঝলাম না। কিছু না ভেবে চিন্তে, প্রাণখুলে উচ্চৈঃস্বরে বললাম "মা!" সঙ্গে সঙ্গে গভীর, গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনি কর্ণকুহরে মধু ঢেলে দিল "মা"। দিলাম যা', পেলাম তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী, পাশেই, দেখলাম মা দাঁড়িয়ে হাসছেন। ডাকলে-ই মা সাড়া দেন। বাহিরে যেমন প্রতিধ্বনি, অন্তরে-ও তেমনি অণুরণন শুনতে পাওয়া যায়। সন্তানের সেই ডাকটি মায়ের বোধহয় ভাল-ই লাগে!

"আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে
ডাকে কি না ডাকে আর।"

মায়ের এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির খেলাটি বড়োই মধুর।

বিন্ধ্যাচলে একটি তুপুর বেলা।

বেলা আন্দাজ তুটো। বর্ষা নেমেছে বিপুল সমারোহে। বহির্বিশ্বে বাদলধারার তাণ্ডব নৃত্য। শয়ন-মন্দিরে শান্তিময়ী মা। খাটের উপরে মা বসে রয়েছেন এলোচুলে। মাটিতে ছেলেমেয়েরা সতৃষ্ণনয়নে মাতৃদর্শন করছে, আর আকণ্ঠ পান করছে মাতৃসঙ্গ সুধা।

আজকের এই মাতৃসঙ্গে যারা উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই সাধারণ মানুষ, প্রতিদিনের ছোটখাট সুখ তুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে তাদের জীবন-ধারা বয়ে চলেছে মন্দাক্রান্তা তালে। তাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নেই, মুক্তি-পিপাসা নেই, ভাল কীর্ত্তন করতে তারা জানেনা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষণ দিতে তো তা'রা পারে-ই না, ভাষণ শুনতে-ও খুব উৎসাহ তাদের নেই। তা'রা চায় মাকে। বিন্ধ্যাচলে নির্জ্জনে তা'রা পেয়েছে মাকে। মা-ও তাদের সঙ্গে, তাদের-ই মতন হ'য়ে কতো সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন, কতো হাসি, কতো রস, কতো রহস্য, কতো আনন্দ।

কথা হচ্ছিল—আশ্রমবাসিনী জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে একটা জটিল সমস্যা হয়েছে। এই বৃদ্ধা নিজেকে বিনাসর্ত্তে বিলিয়ে দিয়েছেন সেবাব্রতে। শ্রমসাধ্য কাজে তাঁর ক্লান্তি নেই। রান্নার ভার তাঁর উপর আছে। লোককে পরিতৃপ্ত ক'রে খাইয়ে—এবং নিজে অভুক্ত থেকেই তাঁর আনন্দ। কোন-ও বিষয়ে অভাবের বোধ নেই, কোনও বিষয়ে অভিযোগ নেই; সব সময়ে তাঁর হাসি-মুখ। কিন্তু হঠাৎ যেন পট-পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বৃদ্ধার চোখে জল, মুখ বিষণ্ণ, আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ। ইতিপূর্ব্বে এমন কখনো দেখা যায় নি! ব্যাপার এই—ডাক্তার বলেছে তাঁর কঠিন অসুখ, আগুনের কাছে যাওয়া বারণ। ডাক্তারের কী অবিচার! তুচ্ছ শরীরের জন্য সেবাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হবে? আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের-ও তাই মত? এ দুঃখ রাখবার জায়গা কোথায়? সেবা করা-ই যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বেঁচে থেকে-ই বা লাভ কী? এই দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে করতে মায়ের অনুপমভাব ফুটে উঠলো অবর্ণনীয়, মা বললেন এই ধরণের মানুষ আশ্রমে কয়েকজন আছেন। তাঁরা সাংসারিক জীবনে সুখের আস্বাদ পাননি, শোকদারিদ্র্য ও আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহারে জর্জ্জরিত। কিন্তু তাঁরা সে-সব কষ্ট ভুলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেরেছেন, কারণ সেবা দ্বারা তাঁদের চিত্তশুদ্ধির সহায়তা হচ্ছে এবং নামের গুণে তাঁরা আসল আনন্দের দিকে যাচ্ছেন।

দুঃখ পরম বন্ধু।

কথাপ্রসঙ্গে একজন মাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং মা-ও তার উত্তর দিলেন। যতোটা মনে আছে, এই বেলা লিখে রাখি, তা' না হলে হয়তো সবটাই পরে ভুলে যাবো।

প্রশ্ন—আচ্ছা মা! যারা ভাল লোক, এবং বিশেষ ভাবে তোমার কৃপা পেয়েছেন মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই খুব কষ্ট পান দেখছি। এই দুঃখভোগের কারণ কী ; এই দুঃখভোগের ফল-ই বা কী?

উত্তরে মা বললেন—অনেক সময়ে ভগবান দুঃখ দিয়ে দুঃখ কাটিয়ে দেন—ছোট দুঃখ দিয়ে বড়ো দুঃখ হরণ করেন। দুঃখ-ও তাঁর-ই একটি রূপ। দুঃখের ভিতর দিয়ে-ও তিনি অনেক সময়ে জীবকে নিজের কাছে টানেন। দুঃখ-ও একটা সুযোগ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—দুঃখকে যা'রা মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান বলে মেনে নিতে জানে, তাদের কাছে হয়তো দুঃখ একটা সুযোগ হতে পারে। কিন্তু যা'রা তা জানেনা, তাদের যে প্রাণ যায়, মা!

এই প্রশ্নের উত্তরে মায়ের মুখ থেকে বেরিয়েছিল অমূল্য বাণী। মায়ের অনুপম ভাষা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং মধুর হাসি মিলিয়ে যে-শুভ-সংযোগ ঘটেছিল, তা' ডায়ারীতে ধ'রে রাখা অসম্ভব। তবু যতোটা পারি, লিখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখি। পরে যখন আবার এই লেখা পড়বো, তখনই সেই স্মৃতিটুকু মনের মধ্যে নতুন ক'রে জেগে উঠবে তো!

মা বললেন দুঃখভোগের মধ্যে সব সময়ে কর্মক্ষয়ের দিকটা থাকে-ই। প্রারব্ধকর্মের ফলভোগটা হ'য়ে গেল। তা ছাড়া আর-ও একটা দিক আছে। বিপদ মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে সে কতো দুর্বল, কতো অসহায়। সে যখন দেখতে পায় যে নিজের চেষ্টায় কিছুই হয়না, তখন একটা সুযোগ আসে তাঁকে ডাকবার। বিপদে পড়লে, আপনা-হ'তে-ই সে-ডাক এসে যায়। তিনি বিপদ বারণ কিনা! দুঃখভোগকে যারা তাঁকে ডাকবার সুযোগে পরিণত করতে পারে, তাদের পক্ষে দুঃখ পরম বন্ধু। এই কথা বলেই মায়ের অট্টহাস্য। মা আনন্দময়ীর সেই হাসির বাণী যার অন্তর স্পর্শ করে, তার কাছে দুঃখ আর দুঃখ থাকেনা। স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়ে মা বলেন আগুনের ধর্ম এই যে সে যা'-কিছু পায় তাকেই আগুনে পরিণত করে। সূক্ষ্ম রাজ্যে আনন্দের-ও ধর্ম তাই-ই। পরমানন্দময়ের স্পর্শ যে পেয়েছে, তার সুখে-ও আনন্দ, দুঃখে-ও আনন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রমুখে মাতৃ-সঙ্গ

"আবোল-তাবোল"—সমিতির এক অধিবেশন। সভাতে উপস্থিত মায়ের ছয়টি ছেলে। তাদের নাম-"দুষ্টুমি", "ব্যর্থতা", "বিশ্বাস", "দম্ভ", "সাধারণ বুদ্ধি" এবং "সমাধান"।

দেরাদূনের শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রম থেকে পরমানন্দজীর একখানি চিঠি এসেছিল; তার মধ্যে ছিল মায়ের মুখের কয়েকটি কথা। সেই মাতৃবাণীর উপলক্ষ্য ছিল "দুষ্টুমি"-র লেখা একখানি চিঠি। "দুষ্টুমি" মাকে লিখেছিল ঃ—

"মা,

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও হৃষীকেশে সংযম সপ্তাহে তোমার কাছে যাওয়া সম্ভব হল না। বড়ো আশা করেছিলাম হিমালয়ে মাতৃসঙ্গে ব্রত পালন করবো। সে-আশা অপূর্ণ থাকলো। ছুটি পেলাম না ব'লে আমার শুভ সংকল্প কাজে পরিণত হ'ল না। কী করবো বলো মা!—এই ব্যাপারে আমার স্বাধীনতা নেই। নিরুপায়ের ব্যথা তোমাকে-ই নিবেদন করছি।

তোমার-ই মুখ থেকে শুনেছি যে উন্নত সাধকের এমন এক অবস্থা আসে যখন তাকে চেষ্টা ক'রে নাম-জপ করতে হয় না, বিনাপ্রয়াসে আপনা হতে-ই নাম হয়ে যায়। নাম-ব্যাপারে আমার সে-রকম উচ্চ অবস্থা আসেনি। কিন্তু আর একটি ব্যাপারে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আমার দিক থেকে ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হৃষীকেশ যাওয়া যখন ব্যর্থ হ'ল, তারপর থেকে বিনাপ্রয়াসে আপনা-হ'তে-ই একটি ভাব মনের মধ্যে এসে যাচ্ছে—তোমার উপরে রাগ, "অজপা"-রাগ।

মায়ের দুষ্টু-ছেলের দুষ্টুমি-মাখা চিঠিখানি সভাতে পড়া হ'ল। মা কী উত্তর দিলেন জানবার জন্য সকলের প্রবল আগ্রহ। দুষ্টমি বললে ঃ—

—"এই চিঠিখানি যে-খামে ভরেছিলাম তার উপরে লেখা ছিল মায়ের নাম এবং দেরাদুন আশ্রমের ঠিকানা। তখন দেরাদুনে চলেছে মায়ের জন্মোৎসব। অন্য যে-কারু-ও নামে চিঠি দিলে, সে-চিঠি তার হস্তগত হয়; কিন্তু মায়ের-নামের চিঠি সে-সময়ে মায়ের কাছে পৌঁছানো আশাতীত। হয়তো মাকে-লেখা শত শত চিঠি বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এক জায়গাতে স্তূপীকৃত হয়েছে। কে বা খোলে? কে বা পড়ে? কে বা শোনায় মাকে? উত্তর আসতে বিলম্ব হওয়াতে আমার উপরোক্ত "অজপা"—রাগের ভাবটি হতাশার ভাবে পরিণত হ'ল। মনে হ'ল—মা এখন সাধু-মহাত্মাদের নিয়ে-ই ব্যস্ত; আমার কথা ভাববার সময় মায়ের নেই। যাক্, কী আর উপায়। মাকে একটা টেলিগ্রাম করবো? নাঃ। থাক্।

অবশেষে আমার সেই চিঠির উত্তরে এসে পড়েছে স্বামীজীর চিঠির মধ্যে মাতৃবাণী—"হাঁ, আপন-জনের উপর রাগ; সে তো ভাল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি তার সঙ্গে অনু থাকে…… !" কী আনন্দ ! মা তাহলে আমাকে 'আপন জন' বলে গ্রহণ করেছে। মা আর-ও বলেছে হৃষীকেশে আমরা গেলে "আনন্দ হইত"। বারে বারে চিঠিখানি পড়লাম। কত লোককে পড়ালাম। পড়ে পড়ে চিঠি পড়ার শেষ হয় না। এ যে-মায়ের বাণী। কতো স্নেহ, কতো আশ্বাস, কতো উৎসাহ মা ঢেলে দিয়েছে, এই ছোট্ট চিঠিখানির মধ্যে দিয়ে। পত্রমুখে-ই মাতৃসঙ্গের আনন্দ।"

"তুষ্টুমি"-র এই উচ্ছ্বসিত আনন্দে কিন্তু "ব্যর্থতা"-র মন সায় দিল না। নৈরাশ্যের সুরে "ব্যর্থতা" শুধু বললে ঃ—আমার মনে হয় মাকে চিঠি লেখা আমাদের পক্ষে বৃথা। সাধারণতঃ আমাদের চিঠি মায়ের কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছালে-ও সাধারণতঃ তার উত্তর আসে না। উত্তর আসলে-ও সাধারণতঃ তার মানে বোঝা যায় না। মানে বোঝা গেলে-ও সাধারণতঃ মায়ের কথা অনুসারে চলবার শক্তি আমাদের নেই। অতএব মাকে চিঠিপত্র না লেখা-ই ভাল।

"ব্যর্থতা"-র উক্তিতে আঘাত পেয়ে, "বিশ্বাস" বললে ঃ—মাকে চিঠিপত্র না লেখা-ই ভাল ? এ আবার কি সিদ্ধান্ত ? একটু বিচার করলেই দেখতে পাবে তোমার ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। জেনো, মায়ের কাছে প্রত্যেক চিঠি পৌঁছায় এবং প্রত্যেক চিঠির উত্তর মায়ের কাছ থেকে আসে। তারপরে, তুমি বলেছো মাতৃবাণীর মানে বোঝা যায় না। কেন যাবে না ? যার যতোটুকু প্রয়োজন, তার কাছে ততোটুকু-ই অর্থ-প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষণ্ণবদনে "ব্যর্থতা" বললে ঃ—মায়ের কথার যতোটুকু অর্থ-প্রকাশ হয়, ততোটুকু-ও পালন করার শক্তি কি আমাদের আছে?

"বিশ্বাস" অতিষ্ঠ হ'য়ে উত্তর দিল ঃ—মাকে চিঠি লেখা বন্ধ করলে কি সে-শক্তি বাড়বে?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে "ব্যর্থতা" জানালো ঃ—মাকে চিঠি লেখা বন্ধ করলে কোনও শক্তি হয়তো বাড়বে না; কিন্তু উত্তর-না-পাওয়ার দুঃখটা তো কমবে।

"দম্ভ" এতোক্ষণ নীরব ছিল। "বিশ্বাস"-এর মতন তার সরল বিশ্বাস নেই, "ব্যর্থতা"-র মতন হা-হুতাশ নেই, "দুষ্টুমি"-র মতন অজপা-রাগ-ও নেই উচ্ছাসের উচ্ছলতা-ও নেই। "দম্ভ"-র মেজাজটা মোটেই সে-সময়ে ভাল ছিল না কারণ মায়ের কাছ থেকে তার চিঠির উত্তর আসেনি অথচ তার চেয়ে অনেক "অযোগ্য" ব্যক্তি সম্প্রতি মায়ের -মুখের-উত্তর পেয়েছে, দিদির লেখা চিঠিতে। এই ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে রুষ্ট স্বরে "দম্ভ" বললে ঃ—আমি সেদিন মাকে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। আমার চিঠিখানি মায়ের কাছে পৌঁছেছিল কিনা জানি না; কিন্তু দেরাদুন আশ্রমে নিশ্চয় পৌঁছেছিল, কারণ আমি নিজে চিঠিখানিকে ডাকঘরে ফেলেছিলাম। ডাকঘর খোলা-ই আছে, কিন্তু চিঠির উত্তর আসেনি।

নিশ্চিন্ত নির্ভরতার বলে শক্তিমান "বিশ্বাস" বললে ঃ—মায়ের চিঠি তো ডাকঘরে ফেলবার কোনও দরকার হয় না। মায়ের উত্তর-ও তো ডাকঘরের অপেক্ষা রাখে না। যদি তোমার মনে আন্তরিক কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন জাগে, তাহলে যথাসময়ে, যথাযথভাবে সে প্রশ্নের উত্তর মায়ের কাছ থেকে আসবে-ই আসবে।

সন্দেহের দোলায় দোলায়মান "দম্ভ" বললে ঃ—এ-সব হেঁয়ালি কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে, একটা কথা জোর ক'রে বলতে পারি —আমি চিঠিতে মাকে যে-প্রশ্ন করেছি, এমন প্রশ্ন কেউ করতে পারেনি, পারবে না। তবুও আশ্চর্য্য এই যে আমার প্রশ্নের উত্তর মা'র কাছ থেকে এখনো পেলাম না। যারা দিনরাত মাকে ঘিরে থাকে, তারা হয়তো আমার চিঠিখানা মাকে শোনাবার যোগ্য মনে করেনি। আমার প্রশ্নের মূল্য তারা কী বুঝবে?

"দুষ্টুমি" কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল ঃ— আচ্ছা, তোমার যে-চিঠির উত্তর পাওনি বলছো, তাতে তোমার কী প্রশ্ন ছিল?

দম্ভ বললে ঃ—আমার প্রশ্ন? তার মধ্যে উচ্চস্তরের রহস্যপূর্ণ গভীর তথ্য ছিল। 'মাগো তোমার জন্য মন-কেমন করছে; মাগো তোমার উপর রাগ করেছি'—এই ধরণের হালকা, ছেলেমানুষী কথা আমার চিঠিতে ছিল না। ছিল সকল শাস্ত্রের সার তত্ত্ব, সকল ঋষির সার প্রশ্ন; এমন প্রশ্ন যা' মাকে-ও বিব্রত করে তুলবে।

"সাধারণ বুদ্ধি" বললে ঃ—তোমার প্রশ্নটি শোনবার জন্য কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে।

"দম্ভ" উত্তর দিল ঃ—মায়ের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—জ্ঞান ভাল না ভক্তি ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তুমি বড়ো, না ভোলানাথ বড়ো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দন্তে"র প্রশ্নের নমুনা শুনে সকলে হেসে উঠল।

"সাধারণ বুদ্ধি" বললে ঃ—ভাই! আমি মূর্খ মানুষ। এতোক্ষণ চুপ করেছিলাম। কিন্তু এইবার একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। জ্ঞান ভাল, না ভক্তি ভাল এবং মা বড়ো, অথবা ভোলানাথ বড়ো এ-সব প্রশ্নের উত্তর মা-ই জানে। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার জানা উচিত ছিল মায়ের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ "জ্যাঠামি" করবার নয়, "ছেলেমানুষী" করবার। মাকে বিব্রত করার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই; প্রপন্ন হ'য়ে মায়ের সাহায্য প্রার্থনা করলে নিজেরই উন্নতি হবে।

"দন্ত" ঃ—এই তো! তোমাদের নিয়ে মুস্কিল। তোমরা জীবনে কখনো সাবালক হবে না দেখছি। মায়ের কাছে ছেলেমানুষী করাতে-ই তোমাদের গৌরব। তোমরা যে শুধু বিড়ালের মতন "ম্যাঁ ম্যাঁ" করো, তাতে কিছু হবে না জেনো। জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নির্ভীক ভাবে যুক্তির বলে মাকে প্রশ্ন করবার সৎসাহস তোমাদের নেই, তোমরা ভয়ে ভয়ে-ই গেলে।

"সমাধান" ঃ—কী যে বলছো! মাকে ভয় করতে যাবো কেন? মা যে আমার অভয়া। কিন্তু সে কথা যাক। আপাততঃ আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দাও তো!

"দন্ত" ঃ—কী প্রশ্ন?

"সমাধান" ঃ—আচ্ছা, সন্দেশ ভাল, না রসগোল্লা ভাল?

"দন্ত" ঃ—রুচিভেদে যা'র যেটি ভাল লাগে, তার কাছে সেইটি-ই অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল। আসলে সন্দেশ-ও ভাল, রসগোল্লা-ও ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সমাধান" ঃ—তোমার মূল প্রশ্নের-ও ঐ এক-ই উত্তর। আসলে জ্ঞান-ও ভাল, ভক্তি-ও ভাল। তবে রুচি-ভেদে যা'র যেটি ভাল লাগে, তার কাছে সেইটি-ই অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল।

"দম্ভ" ঃ—তোমার উত্তরটি ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু, ভাষাটি পরিবর্ত্তন করে বরং এই ভাবে বলা যাক—জ্ঞান-ও ভাল, ভক্তি-ও ভাল ; তবে অধিকার-ভেদে যার পক্ষে যে-পথটি অনুকূল, তার পক্ষে সেই পথটি-ই প্রশস্ত।

"সমাধান" ঃ—তুমি সাহিত্যিক, সাজিয়ে বলবার সহজ শক্তি তোমার আছে। তোমার মুখ দিয়ে মা সুন্দর কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আচ্ছা, এখন বলো ত—তুমি নিজে কোন্ পথের পথিক্? জ্ঞান, না ভক্তি? তোমার অধিকার কোন্ পথে?

"দম্ভ" ঃ—আমি কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেছি? বেদ, বেদান্ত, যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ-ও আমার কণ্ঠস্থ ; আবার ভাগবত, নারদীয় ভক্তিসূত্র চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত-ও সম্যক্ভাবে আয়ত্ত করেছি।

"সমাধান" ঃ—আহা! পড়ার কথা হচ্ছে না। কোন্ পথে তুমি সাধনা করছো?

"দুষ্টুমি" ঃ—আমার তো মনে হয় "দম্ভ"-ভায়া সাধন-পথের ধার ধারে না। পথ-চলা এখনো তার সুরু হয়নি।

"দম্ভ" ঃ—সেকথা স্বীকার করি ; সত্যিই সাধন ভজন করিনি এটা ঠিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাধারণ বুদ্ধি" ঃ—এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি ভেবেছিলাম আমি মূর্খ মানুষ বলে এতো পেছিয়ে আছি ; আর তুমি শাস্ত্র পড়ে কতোদূর এগিয়ে গেলে। এখন দেখছি আমি-ও যেখানে তুমি-ও সেইখানে-ই। তাহলে বুঝছো, তো, তোমার প্রথম প্রশ্নটি একেবারে অনধিকার চর্চ্চা!

"দম্ভ" ঃ—দেখছি তো তাই।

"সমাধান" ঃ—আচ্ছা! এইবার তোমার দ্বিতায় প্রশ্নটি ধরো। ভোলানাথের তুলনায় মা বড়ো কি ছোট এ কথা বুঝতে হ'লে প্রথমে-ই তো জানতে হবে ভোলানাথ কতো বড়ো এবং মা কতো বড়ো! সে-জ্ঞান কি তোমার আছে?

"দম্ভ" ঃ—না।

"সমাধান" ঃ—আচ্ছা, ধরো তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি মায়ের খেয়াল-ই হ'ত, তাহলে মায়ের পক্ষে কী উত্তর দেওয়া সম্ভব? মা বলতেন—

হয় ভোলানাথ বড়ো, না হয় মা বড়ো, না হয় দুজনে-ই সমান। এ ছাড়া চতুর্থ উত্তর তো হয় না। এ-রকম উত্তর পেয়ে তোমার কী লাভটা হ'ত?

"দম্ভ" ঃ—লাভ আর কি? নিশ্চয় রূপে জানা হ'ত সত্যি ব্যাপারটা কী?

"সমাধান" ঃ—নিশ্চয় রূপে কিছুই জানা হ'ত না। বরং মায়ের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে তুমি সম্ভবতঃ আর-ও অশিষ্ট, আর-ও উদ্ধত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। মায়ের কথা বিশ্বাস না ক'রে তুমি হয়তো বলতে ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি কী এবং প্রমাণ কী ?

"দম্ভ" ঃ—তোমার অনুমান ঠিক-ই। সন্তোষজনক যুক্তি ও প্রমাণ না পেলে আমি সম্ভবতঃ মায়ের কথা-ও মানতাম না।

"সমাধান" ঃ—এই যে বলছো মায়ের কথা মানা বা না মানা—এই দুটি ক্রিয়ার-ই মূলে তো মন ?

"দম্ভ" ঃ—হাঁ, মন-ই তো!

"সমাধান" ঃ—মনের দৌড় কতোটুকু ? মন লয় হলে তবে-ই তো মাকে পাওয়া যায়।

"দম্ভ" ঃ—হাঁ! এ কথা শাস্ত্রে বলেছেন বটে। ঐ অবস্থাকে বলে নিরুদ্ধ অবস্থা। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।'

"সমাধান" ঃ—আচ্ছা, সেই অবস্থাতে কে ছোট কে বড়ো এ সব প্রশ্ন থাকে কি ?

"দম্ভ" ঃ—না, থাকা সম্ভব নয় এই কথাই শাস্ত্রে বলেছেন। ঐ অবস্থাতে তখন সব এক।

"সাধারণ বুদ্ধি" ঃ—তুমি জানো ত ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গল্প—নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, আর ফিরলো না। যে একবার সমুদ্রে মিশিয়ে যেতে পেরেছে, তার কাছে মা বড়ো-ও নয়, ছোট-ও নয়, অথচ বড় এবং ছোট। কিন্তু এ সব কথা সে বলে না। এ সব কথা বলা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দম্ভ" ঃ—আমি বুঝেছি আমার প্রশ্ন নির্বোধের মতন হয়েছিল। এখন থেকে চেষ্টা করবো যেন ঐ রকম অসঙ্গত প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে মোটে না আসে। কিন্তু আমার মনে মনে একটা দুঃখ রয়ে-ই গেল—মায়ের কাছ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।

"সাধারণ বুদ্ধি" ঃ—আবার বলছো 'মায়ের কাছ থেকে উত্তর পেলাম না?' মায়ের চরম উত্তরটি তো তোমার নিজের মুখ দিয়েই প্রকাশ হয়ে পড়লো।

"দম্ভ" ঃ—কি রকম ?

"সাধারণ বুদ্ধি" ঃ—তুমিই না এইমাত্র বললে 'এখন থেকে চেষ্টা করবো যেন ঐ রকম অসঙ্গত প্রশ্ন মনের মধ্যে না আসে'; এই শুভ সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তো তোমার প্রশ্নের তিরোধান হওয়া উচিত ছিল!

"দম্ভ" ঃ—তিরোধান আর সমাধান তো এক কথা নয়। প্রশ্নের সমাধান চাই, তিরোধান হয়ে কি লাভ ?

"বিশ্বাস" ঃ—প্রশ্নের-মতন-প্রশ্ন হলে তার সমাধান পাবে। আর অবান্তর প্রশ্নের একমাত্র সঙ্গতি হচ্ছে তিরোধান।

"দম্ভ" ঃ—ভাই, এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না। তুমি তো জানো আমি চিরকাল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করেছি। বুদ্ধির ধর্ম্ম-ই হ'ল এই যে সে জিজ্ঞাসাকে জাগায়। প্রশ্নের তিরোধানে বুদ্ধির তৃপ্তি হয় না ; জিজ্ঞাসা সার্থক হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সমাধান" ঃ—তা তো জানি। সেই জন্যই বলেছিলাম মায়ের শরণাপন্ন হও। মায়ের কোলে জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃ ঘুমিয়ে পড়ে।

"দম্ভ" ঃ—জিজ্ঞাসা ঘুমিয়ে পড়ে? সেটা নির্জীব তামসিক অবস্থার কথা।

"সমাধান" ঃ—বাইরে থেকে অনেক সময়ে তমঃ এবং সত্ত্ব-র চেহারা এক রকম মনে হয়—দুজনেই চুপচাপ। তমঃ চুপচাপ থাকে, কেন না তার প্রশ্ন করার যোগ্যতা নেই; সত্ত্ব নীরব কারণ তার প্রশ্নের প্রয়োজন নেই।

"দম্ভ" ঃ—সত্ত্ব-অবস্থাতে বলছো প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। তার কি কারণ?

"সমাধান" ঃ—কারণ মাতৃকৃপা। মায়ের কৃপায় অবান্তর প্রশ্নগুলি উদ্ভূত হওয়ার পূর্ব্বেই তিরোহিত হয়; সঙ্গত প্রশ্নগুলির সমাধান সহজ ভাবে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিছুকাল মাতৃসঙ্গ করতে করতে মনের মধ্যে গভীর অনুভূতি হয়—প্রশ্ন-ও অনর্থক, উত্তরও-অনর্থক। সার্থক শুধু মা আর মাতৃসঙ্গ।

"বিশ্বাস" ঃ—দেখছো। এর-ই নাম সন্তানদের নিয়ে মায়ের খেলা। এ-খেলার অর্থ তুমি অভিধানে পাবে না।

সমবেত কণ্ঠে ঃ—জয় মা!

প্রতিধ্বনি ঃ—জয় মা!

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বত*

ভাইজী-প্রসঙ্গে মা।

বিন্ধ্যাচলের অষ্টভূজা পর্ব্বতটি যেন ধ্যানমগ্ন মৌনের প্রতিমূর্ত্তি। মায়ের মুখে শুনেছি, ভাইজীর ইচ্ছা ছিল রাইপুর আশ্রমের অনতিদূরে একটি নির্জ্জন পাহাড়ে মৌনমন্দির স্থাপিত করা ; সেই মৌনমন্দিরে সাধক বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় হিমালয়ের গহনবুকে ধ্যানমগ্ন থাকবে, যতোদিন পর্য্যন্ত না সে নিজের আসল পরিচয় জানতে পারে। বিন্ধ্যাচলে এসে মনে হয় যেন মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বতের পরিকল্পিত সেই মৌনমন্দিরটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে অষ্টভুজা শিখরে। মৌন আকাশ তার আচ্ছাদন ; মৌন প্রকৃতি নিশিদিন সেই মন্দিরে অখণ্ড জপে মগ্না ; আর, অদূরে পুণ্যপ্রবাহিণী গঙ্গা আপন অবারিত উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছেন অনন্ত সাগরপানে।

শয়ন মন্দিরের উত্তরদিকের বারান্দায় মাতৃসঙ্গ চলেছে। ভাইজীর সূক্ষ্ম সান্নিধ্যের প্রেরণায় আমার মনটি ভ'রে ছিল। একান্তে মাকে পেয়ে একটি প্রশ্ন নিবেদন করলাম। "আচ্ছা, মা! বইতে পড়েছি ভাইজী নাকি দেহান্তের কিছুকাল পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে তিনি যা'-কিছু দেখেছিলেন, সব-ই মা-ময়, মা ছাড়া আর কিছুই নেই জগতে।

*ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র রায়, আই-এস্-ও। উত্তর-ভারতে ইনি "ভাইজী"-নামে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহার "মাতৃদর্শন"-নামক গ্রন্থ অতুলনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই উপলব্ধি কি ভাইজীর জীবনে প্রথম এসেছিল অন্তিম কালে, না সারাজীবন-ই এই রকম উপলব্ধি ছিল-ই, শুধু তা ব্যক্ত হ'য়ে পড়ল অন্তিম কালে ?"

উওরে মা যা' বললেন, তা থেকে বোঝা গেল ভাইজীর ঐ রকম উপলব্ধি সারাজীবন-ই ছিল একথা মনে করলে ঠিক হবে না ; তবে প্রথম থেকেই তাঁর শুদ্ধ সংস্কার ছিল এবং সাধনার বলে তিনি একটির পর একটি অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে এমন এক স্থিতিতে পেঁৗছেছিলেন যেখানে সব-কিছু এক ; সেই এক ছাড়া আর কিছু নেই। মায়ের কথায় বুঝলাম সেই এক-কে ভাইজী পেয়েছিলেন মাতৃরূপে।

মায়ের উত্তরটি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই যে ভাইজী-প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'ল, তারপর যতোদিন মা বিন্ধ্যাচলে ছিলেন, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে মায়ের খেয়ালের দুয়ার গেল খুলে। যখন-তখন মা নিজে থেকে ভাইজীর জীবন-কথা বলতেন ; ভাইজীর সর্ব্বস্বত্যাগময় উচ্চ আদর্শটিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন। মায়ের সেই মাধুর্য্যময়ী বাণী, সেই স্নিগ্ধ দিগন্তচারী দৃষ্টি আর স্মিতহাস্যের উচ্ছলতা তো আর মানুষের কোন ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সাধ্যমতো তার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তসন্তানের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করবার সুযোগ মা দিয়েছেন। লেখাটি যেন যথাযথ হয়,—মায়ের কাছে এই-ই প্রার্থনা।

ভাইজীর একান্তে মাতৃ-সঙ্গ

মায়ের মুখের কথায় স্পষ্ট বুঝলাম—সময় হলে একান্তে মাতৃসঙ্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ আসে-ই। ভাইজীর জীবনে সে-সুযোগ এসেছিল অযাচিত ভাবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

ঢাকা আশ্রমে কোনও সময়ে মায়ের অখণ্ড ধ্যানের খেয়াল হয়েছিল। মা বললেন, প্রায় দিন পনেরো মা দিনরাত বসে থাকতেন পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে :—না শোওয়া, না দাঁড়ানো, না চলাফেরা। মা আরও বললেন, "কোনও সময়ে হয়তো বা দিদি এই শরীরটাকে বাথরুমে নিয়ে যেতো ; সেখানে বসে-ও সেই ধ্যানের খেয়াল।"

মায়ের এই পক্ষ-ব্যাপী ধ্যানের খেয়াল যখন উদ্‌যাপন হ'ল তখন ভোলানাথের সামনে উপস্থিত নতুন এক সমস্যা। মায়ের চলবার শক্তি লুপ্ত-প্রায়। কী উপায় ? ভোলানাথ মাকে অল্প ক'রে রমণার মাঠে হাঁটাবার অভ্যাস করাতে আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন পরে ভোলানাথ ভাইজীর উপর ভার দিলেন, প্রতিদিন মাকে রমণার মাঠে হাঁটাতে হবে।

ভাগ্যবান ভাইজী! তাঁর জীবনের আরাধ্যা দেবী জগদ্ধাত্রী। সেই দেবীকে তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর দেহ-দেউলে॥ মায়ের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ—ভোলানাথের-দেওয়া এই সুবর্ণ-সুযোগ ভাইজীর জীবনে পরম মাহেন্দ্রক্ষণ হয়ে পড়লো। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলতে লাগল ভাইজীর অন্তরঙ্গ মাতৃসঙ্গ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বেই ভাইজী ঢাকার আশ্রমে উপস্থিত হতেন। নীরবে, শান্ত চিত্তে তিনি অপেক্ষা করতেন মায়ের শয়ন মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে। মায়ের ইচ্ছায় মা যখন বাইরে আসতেন, ভাইজী তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুগত ভৃত্যের মতন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রমণার মাঠে পদচারণা করতেন। সেই সময় তিনি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ অন্তরঙ্গ অনুভূতি মাকে নিবেদন করতেন এবং অগ্রগতির পথে মায়ের কৃপায় নতুন আলোর সন্ধান পেতেন। সার্থক ভাইজীর মাতৃসঙ্গের ঐকান্তিকতা।

মা-ময় ভাইজী

একদিন মা ভাইজী সম্বন্ধে একটি ঘটনা বললেন। শেষ রাত্রে রমণার মাঠের ভিতর দিয়ে ভাইজী চলেছেন আশ্রম অভিমুখে। মাতৃদর্শনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। সহসা তাঁর মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগলো—"আচ্ছা, মা কি শুধু আশ্রমটিতেই আছেন ? অন্য কোথাও নেই ?" বজ্রনির্ঘোষে ভাইজীর কানে নিঃসংশয় উত্তরটি ঝংকৃত হয়ে উঠল,—"মা ভো সর্ব্বত্র ; মা-ই তো সব ; মা ছাড়া আর তো কোথাও কিছু-ই নেই।"

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছিলেন ঃ—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥" গীতা ৬।৩০

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সর্ব্ব বস্তুতে আমাকে দর্শন করে এবং আমাতে সমস্ত বস্তু দর্শন করে, আমি তার অদৃশ্য হই না এবং সে-ও আমার অদৃশ্য হয় না।

মায়ের মুখে যা' শুনলাম তা থেকে এইটুকু বোঝা গেল যে মহাপ্রয়াণের বহু পূর্ব্বে থেকেই ভাইজীর এই রকম দর্শন সাময়িক ভাবে কোনও কোনও সময়ে হয়েছিল। দীর্ঘকাল, নিরন্তর অভ্যাসের ফলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই উপলব্ধিটি অন্তিম কালে সহজ ভাবেই তাঁর মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল এবং মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল।

ভাইজীর জ্ঞানোন্মেষ

ভাইজীর এই উপলব্ধিটিকে মা আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন সূর্য্যের উপমা দিয়ে। রাত্রিকালে সব অন্ধকার। সেই অন্ধকারের আবরণ ভেদ ক'রে মানুষের দৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া হয় না; অতি নিকটে যে-বস্তু আছে তাকে-ও দেখা যায় না, চেনা যায় না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার কাটে; তখন-ই প্রকাশের দিকটা খুলে যায়। যে-সব জায়গাতে রৌদ্র পৌঁছায় না, সেখানেও দিনের বেলা সূর্য্যের প্রভাবে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সূর্য্যের আবির্ভাবটি বিশ্বব্যাপী কিনা। এই আবির্ভাবের ধর্ম্ম-ই হ'ল প্রকাশ—নিজে প্রকাশিত হওয়া, অন্য সব-কিছুকে প্রকাশিত করা। যে-সব বস্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ছিল, সূর্য্যোদয়ের পরে-ও তারা তেমনি-ই রয়েছে। মানুষের চোখ-ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে-ও যেমন ছিল, সূর্য্যোদয়ের পরে-ও তেমনি রয়েছে। দৃশ্য এবং দ্রষ্টার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটেনি। প্রভাতের আলোক সম্পাতে পরিবর্ত্তন ঘটেছে শুধু দর্শন-ক্রিয়াতে। চোখ থাকতে-ও অন্ধকারে দ্রষ্টা অন্ধ। সূর্য্যোদয়ের পরে সেই চোখ-ই দৃষ্টিমান।

ভাইজীর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে মা সূর্য্যোদয়ের তুলনা দিলেন। বহির্জগতে সূর্য্যোদয়ের ফলে যেমন প্রকাশের দিকটা খুলে যায়, তেমনি অন্তর্জগতে প্রকাশের দিকটা খুলে যায় জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাব হলে। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিশ্ব-ভুবনের রূপসম্ভার মানুষের চোখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামনে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি ভাবে ভাইজীর চিত্তাকাশে জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মায়ের মূর্ত্তি দেখতে পেলেন বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু পরমাণুর মধ্যে। ভাইজীর কাছে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, মাতৃমূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুতে ব্রহ্ম তো ছিলেন-ই। অজ্ঞানের কুয়াশা যতোদিন ছিল ততোদিন সেই ব্রহ্ম ভাইজীর কাছে প্রতিভাত হননি। কুয়াশা কাটলো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকাশ হ'ল।

ভাইজী কেন কৃপা পেলেন ?

বিন্ধ্যাচলে মাকে এমন একান্তে এবং এমন চমৎকার ভাবাবেশে পাওয়া গিয়েছিল যে মায়ের কাছে নিঃসঙ্কোচে মনের প্রাণের সব কথা বলতে কোনও বাধা ছিল না। শয়নমন্দিরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় মাতৃসঙ্গ চলছে। অনেকেই অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে—অধিকাংশ-ই অবান্তর। মা হাসিমুখে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ভরসা পেয়ে একজন মাকে ব'লে বসলো "আচ্ছা, মা! ভাইজী এতো কৃপা পেলেন কেন ?"

প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসার মধ্যে গভীর আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এমন একটি আবদারের ভাব ছিল যাতে উপস্থিত সকলে হেসে ফেললেন। মা-ও হাসলেন। এই রকম ব্যক্তিগত প্রশ্নের কোনও উত্তর মা তখন দিলেন না। মা শুধু প্রশ্নকর্ত্তাকে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিয়ে স্নান করিয়ে দিলেন। সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝি বা এই :—"অন্য লোকে কৃপা পেল কিনা এবং কেন পেল এই রকম নিরর্থক প্রশ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় নষ্ট না করে বরঞ্চ নিজের কাজ প্রাণপনে ক'রে যা; কৃপা আসবে-ই।"

মনে পড়ে গেল মায়ের মুখের কথা :—"অহৈতুক কৃপা? নিশ্চয়-ই, কৃপা তো অহৈতুক-ই। কাজ করলে, ফল পেলে। পিতার সেবা করলে, সেবায় সুখী হ'য়ে তিনি তোমায় কিছু দিলেন—এইটে কর্ম্মের ফল; করো, পাও। আবার ছাখো স্বভাবতঃ যে পিতাপুত্রের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। সেইটে কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না। পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু সবই তো সে। কাজেই হেতু কোথায়? আমি যে তাঁর-ই। তিনি যে-ভাবে চান, আকর্ষণ ক'রে নেবেন-ই সেই ভাবে। এই বিশ্বাসে স্থির থাকা চাই। আমার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন বলেই আমাকে স্থির থাকতে হবে। ভেবে ছাখো তাঁর থেকেই তো সব আসছে। কোন্ শক্তি তোমাতে? কোন্ পটুতা তোমাতে? তুমিই বা কোথা হ'তে তাঁকে পাবার জন্য চাইছ? যতো ইতি সবই তো তাঁর নিকট হ'তে আসছে। তবেই তুমি তাঁকেই পাবার চেষ্টা করো। একটা নিঃশ্বাস-ই কি তোমার অধীন? তোমাকে যতটুকু কর্ত্তাবোধে তিনি ভাবিত ক'রে রেখেছেন, সেই কর্ত্তাভাবটি যদি 'আমি ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবো' এই সংকল্পের পিছনে লাগাও, তবেই তোমার লাভ।"*

* মৌন মিলনীর ৫৫ নং কার্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইজী কৃপা না পেলে কে কৃপা পাবে ?

"ভাইজী এতো কৃপা পেলেন কেন"—এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর মা সেদিন দেননি। কিন্তু তারপরে ভাইজী-প্রসঙ্গে, মা এতো কথা বললেন এবং এতো পরিষ্কার ক'রে বললেন, তাই থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল কেন ভাইজী এতো কৃপা পেয়েছিলেন।

নিজের দিক থেকে দৃঢ় সংকল্প এবং মায়ের উপর একান্ত বিশ্বাস—ভাইজীর চরিত্রের এই দুটি দিক মায়ের কথার মধ্যে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছিল। মা বললেন, "ভাইজী যখন যা'-কিছু সংকল্প করতেন কখনো তার নড়চড় হ'ত না।" তাঁর সঙ্কল্পের সব-কিছুর মূলে মা; মায়ের কথা-ই ছিল তাঁর কাছে বেদবাক্য। ভাইজী যদি বুঝতেন যে তাঁর কোনও সংকল্প মায়ের অভিপ্রেত নয়, তৎক্ষণাৎ সে-সংকল্পকে পরিত্যাগ করে মায়ের ইচ্ছার অনুসরণ করতেন। মাকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই ছিল ভাইজীর জীবনের পরম সাধনা।

ভাইজী ছিলেন মাতৃগত-প্রাণ। মায়ের প্রত্যেকটি কথা তিনি বিনা বিচারে, বিনা সংশয়ে, বিনা সর্ত্তে মেনে নিতেন এবং প্রাণপণে পালন করতেন। মাকে প্রসন্ন করার সংকল্প এবং আকাঙ্খা তাঁর এতো প্রবল ছিল যে অনেক সময়ে মা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও মায়ের খেয়ালের পূর্বাভাস ভাইজীর মনকে স্পর্শ করতো; তাঁকে মায়ের আদেশ বা নির্দ্দেশ বা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করতে হত না। ভাইজী ছিলেন মায়ের ধর্ম্মপুত্র। মায়ের সঙ্গে তাঁর এমন একটি অখণ্ড সংযোগ ছিল যে মায়ের এষণার স্পন্দন নিশিদিন ভাইজীর মনে ছন্দিত হ'ত এবং তারই প্রেরণায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অভ্রান্ত ভাবে মায়ের ইচ্ছা অনুসারে-ই নিজের জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ভাইজীর বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন

মা ব'লে থাকেন মাকে যে যেমন বাজায়, মা তেমনি বাজেন।* কিন্তু এবার বিন্ধ্যাচলে দেখলাম মাঝে মাঝে ভাইজী প্রসঙ্গে মা যেন আপনি-ই বেজে বেজে উঠতেন ; কার-ও বাজাবার অপেক্ষা রাখতেন না। এখান-কার পরিবেশ এতোই অনুকূল ছিল।

একদিন মা ভাইজী-চরিত্রের দুটি বিশেষ দিক বর্ণনা করলেন—তাঁর তীব্র বৈরাগ্য এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন! এককালে Mr. J. C. Roy, I. S. O. ছিলেন ইংরেজ আমলের বড়ো অফিসার। আহারে ও পরিচ্ছদে ছিল তাঁর আভিজাত্যের পরিচয়। কিন্তু সংসার ত্যাগ ক'রে মায়ের জ্যোতিষ যখন মায়ের সঙ্গে দেরাদূন অঞ্চলে ছিলেন, তখন ভাইজীর ছিল নিষ্কিঞ্চন ভিক্ষুর ধারা। তখন তাঁর গায়ে জামা থাকতো না, কাপড়খানি ছিল হাঁটু পর্য্যন্ত।

---

* ১১।১০।৬০ তারিখে দেরাদূনে শ্রীশ্রীমাকে এই রচনা শোনানো হয়েছিল। প্রথম লাইনে "মা তেমনি বাজেন"—এই অংশটুকু শুনে মা বললেন "কথাটা এই রকম বলা হয়—যে যেমন বাজায়, সে তেমনি শোনে।" মায়ের অট্টহাস্য থেকে বোঝা গেল যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল মূলতঃ ভ্রান্ত। মা বললেন—"প্রথমে-ই ফেল্!" মায়ের পরিহাসটি পরম সুমধুর। বাস্তবিক "বাজানো" ব্যাপারটি জীবের সৃষ্টি ; সেই "বাজানো"-র তারতম্য অনুসারে ব্রহ্ম বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন ঘটেনা। সচ্চিদানন্দময়ী মা এক-ই ; জীব-দৃষ্টিতে তিনি বিচিত্ররূপিণী—যে যেমন বাজায়, সে তেমনি শোনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার ভাইজীর কি খেয়াল হল—জুতা পরা ছেড়ে দিলেন। গোরক্ষপুরে গাড়ী বদলের সময়ে, গাড়ীতে তাঁর জুতা প'ড়ে রইল, যখন জুতার কথা মনে পড়ল, তখনো জুতা আনবার সময় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে-জুতা নিয়ে আসবার খেয়াল ভাইজীর হ'ল না। তখন থেকে আরম্ভ হল ভাইজীর নগ্নপদবৃত্তি। ঠাণ্ডায় পাহাড় দেশে চলাফেরা করে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতো, ফুলে উঠতো। তাতে ভাইজীর কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মা বললেন কিছুকাল পরে ভাইজী আবার জুতা পরা আরম্ভ করেছিলেন।

এ কি রকম হ'ল ? ভাইজীর মতন মানুষ একবার সংকল্প ক'রে সে-সংকল্পকে ত্যাগ করলেন! এর কারণ কি ? "আতুরে নিয়মো নাস্তি"—এই নীতিতে কি ভাইজী জুতা পরে শারীরিক কষ্ট দূর করলেন ? কিন্তু শারীরিক কষ্টকে যে ভাইজী গ্রাহ্য করবেন তা তো মনে হয় না! তবে কি ভাইজীর ক্ষতবিক্ষত পা দেখে হয়তো বা মা মনে মনে ব্যথা পেয়েছিলেন ব'লে তিনি জুতা পরলেন ? তা-ও তো ঠিক মনে লাগছে না! ভাইজীর শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মা কি আর মনে মনে "ব্যথা পেয়ে থাকবেন ? যাকে মা কষ্ট দিতে চান, তাকে তো কষ্ট-ই দেন। কষ্ট সহ্য করবার শক্তি দিয়ে, মা নির্মমভাবে তার কষ্টের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন। এই রকম দেওয়াতে-ই যে মায়ের বিশেষ কৃপা, ভাইজী তা বিলক্ষণ জানতেন। নিগ্রহ-কৃপাকে তিনি ভীতির চোখে দেখতেন না।

ভাইজীর নতুন করে জুতা পরার কারণটি মায়ের মুখ থেকে-ই অবশেষে শুনলাম—ভাইজী জুতা ধরলেন তখনই, যখন তিনি নিঃসংশয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝলেন যে এমন একটি অবস্থাতে তিনি পৌঁছেছেন যেখানে জুতা পরা আর জুতা না পরার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। সাধারণ জীবের পক্ষে জুতা পরার সুখটি আপেক্ষিক সুখ—অর্থাৎ ঐ সুখ জুতার অপেক্ষা রাখে ; জুতার অভাবে ঐ সুখের আস্বাদন হয় না। তেমনি, সাধারণ জীবের পক্ষে জুতা না থাকলে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্লেশ বোধ হয় ; জুতা পরলে তার উপশম হয়। ভাইজী এই দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠে বুঝলেন জুতা পরা আর না পরা তাঁর কাছে সমান।

মায়ের কথায় মনে হল ভাইজীর পাদুকা-পরিত্যাগে-ও মায়ের অনুমোদন ছিল এবং অবশেষে তাঁর পাদুকা-গ্রহণে-ও মায়ের অনুমোদন ছিল।

ভাইজীর নগ্নপদ যখন ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যেত, সেই দৃশ্য দেখে আমাদের পাষাণী-করুণাময়ী মা খুশী হ'তেন কি ব্যথা পেতেন—মায়ের কথা থেকে তা' ঠিক বোঝা গেল না।

বাসাংসি জীর্ণানি

রক্তমাংসের শরীরটা যে জীর্ণবস্ত্রের মতো একদিন চলে যাবে-ই,—এ কথা ভাইজী উপলব্ধি করেছিলেন। সেই জন্য তিনি শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ছিলেন একেবারে উদাসীন ; এমন কি নিজের শরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ছিলেন একেবারে নির্ব্বিকার। তারাপীঠে একবার ভাইজী মাকে বলেছিলেন তাঁর (ভাইজীর) নিজের শরীর থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ? ভাইজী মাকে একথাও বলেছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ইচ্ছা করলে তাঁর (ভাইজীর) শরীর শেষ করা-ও তো যায়। মা তার কী উত্তর দিয়েছিলেন সে-কথা বিন্ধ্যাচলে মায়ের মুখে শুনেছিলাম, কিন্তু মায়ের ভাষা মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, মা ভাইজীকে বলেছিলেন "আচ্ছা দেখি কি রকম হয়।"

তারপর ভাইজী অলৌকিক শক্তির বলে নিজের শরীরকে এমন একটি অবস্থাতে এনে ফেলেছিলেন যে তাঁর লক্ষণ দেখে উপস্থিত সকলে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তখন স্বামী অখণ্ডানন্দ (শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবীর পিতা, ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়) মনে করেছিলেন বুঝি বা ভাইজীর দেহান্ত হয়ে গেল। মা বললেন ভাইজীর প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগতি মায়ের দৃষ্টিতেও লক্ষিত হয়েছিল। সেই সময়ে মা ভাইজীর অঙ্গ স্পর্শ করে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করলেন এবং অট্টহাস্য করলেন। মায়ের সেই অট্টহাস্য শুনে পাশের ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মনে করেছিলেন সব বুঝি শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু মায়ের ইচ্ছা না হলে কোনও জিনিস শেষ হয় না, কোনও জিনিস আরম্ভও হয় না। মায়ের কৃপায় সে-যাত্রা ভাইজীর প্রাণরক্ষা হ'ল। মায়ের ইচ্ছায় ভাইজীকে জীবের কল্যাণের জন্য আরও কিছুদিন ধরাধামে থাকতে হয়েছিল।

ভাইজীর নিজের দেহের প্রতি মমতা ছিল না। আয়ু শেষ হয়ে গেলে তাঁর দিক থেকে কোনও আপত্তি ছিল না। তাঁর প্রাণবায়ু যখন কণ্ঠাগত, তখন মা ভাইজীর পুনর্জন্ম ঘটালেন। মায়ের ব্যবস্থাই ভাইজী হাসিমুখে গ্রহণ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদুকা পরিত্যাগব্রত উদযাপনের পর ভাইজী যেমন পরিধানেরও উর্দ্ধে উঠেছিলেন, পরিত্যাগেরও উর্দ্ধে উঠেছিলেন, তেমনি মায়ের দেওয়া পুনর্জন্মের পরে ভাইজী সমভাবে বাঁচা ও মরার উর্দ্ধে উঠেছিলেন বলে মনে হয়। মৃত্যুকে যে ভয় করে না, তার পক্ষে শরীর থাকাও যা, শরীর না থাকাও তাই।

ভাইজীর ধ্যান ধারণা

মা একদিন বললেন, "আসনে ব'সে জ্যোতিষের ধ্যান ধারণার ব্যাপারটি খুব বেশী ছিল না, যেটুকু ছিল একেবারে গোপনে।" অধিকাংশ সাধককে দেখা যায় সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে পূজা জপ ধ্যান ইত্যাদি করেন। সেই সময়টিতে ভাইজীকে দেখা যেত কাগজপত্র নিয়ে মহা ব্যস্ত। মা বললেন—চিঠিপত্র এবং বই লেখা-ই ছিল জ্যোতিষের প্রকাশ্য প্রোগ্রাম। আসল জপ ধ্যান অখণ্ড ভাবে চলতো মনের মধ্যে অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো। বাইরের কোনও বিঘ্ন সেই জপধ্যানের একাগ্রতা এবং গভীরতাকে কখনো ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। প্রত্যেক জাগতিক কাজকে-ও মায়ের চরণে নিবেদন করতেন বলেই ভাইজীর জীবনব্যাপী কর্ম্মকলাপ দিনের পর দিন তাঁকে মায়ের দিকেই এগিয়ে দিয়েছে।

সাধন-ভজন ভাইজী যা' কিছু করতেন, সে সব গোপনে, গভীর রাত্রে। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" মা বললেন :—"তোমরা জ্যোতিষের দেরাদূনের ব্যাপার জানো তো?" আমরা বললাম :—"না।" তারপরে, কোনও কথা উচ্চারণ করবার আগেই মা হাসতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে মা শুয়েছিলেন, হাসতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসতে উঠে বসলেন। হাসির বেগে মায়ের মুখচোখ লাল হয়ে গেল, ঘন ঘন কাশি আরম্ভ হল এবং শেষে চোখ দিয়ে দুই এক ফোঁটা জল-ও গড়াচ্ছে মনে হ'ল। মায়ের হাসির লীলা উদ্‌যাপন হওয়ার পরে আরম্ভ হ'ল মায়ের মুখে দেরাদূনে ভাইজীর ভজন কাহিনী।

সে অনেক দিনের কথা। মা তখন দেরাদূনে আনন্দ চকে একটি দেবালয়ে বাস করতেন। মাঝখানে একটি প্রাঙ্গন। দুই প্রান্তে দুটি মন্দির —একটি শিবমন্দির, একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির। শিবমন্দিরটিতে ভাইজী গভীর রাত্রে একান্তে জপধ্যান করতেন, সে-খবর কার-ও জানা ছিল না।

একদিন মধ্যরাত্রে মেঘে-ঢাকা জ্যোৎস্নার ধূসর আলোকে মনে হচ্ছিল যেন উষাকাল আগতপ্রায়। রাত্রি প্রভাত হতে চলেছে এই ভ্রান্তিতে পুরোহিত মহাশয় পূজার জন্য শিবমন্দিরে এসেছেন। ভাইজী দূর থেকে যখন আগন্তককে দেখলেন, তাঁর মনে হল তাঁকে দেখে পুরোহিত হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন এবং হোঁচট খেয়ে শিবলিঙ্গের উপর পড়ে যেতে পারেন। অবস্থা গুরুতর বুঝে ভাইজী আসন ত্যাগ করে সোজাসুজি এগিয়ে এসে পুরোহিত মহাশয়কে জড়িয়ে ধরলেন। তখন যে পুরোহিত মহাশয়ের কী অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে।

সেদিনের সেই ঘটনার পরে কার-ও জানতে বাকি রইল না যে সারাদিন যিনি কাগজ-কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, প্রকাশ্যে আসনেও বসেন না, ধূপ-ও জ্বালেন না, সাধন-ভজনের দিক দিয়ে তিনি আসলে একজন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আশার নাশ-ই সর্ব্বনাশ"

এবার বিন্ধ্যাচলে ভাইজীর কথা বলে বলে মায়ের বলা শেষ হচ্ছে না। কেবল-ই মা যখন-তখন ফিরে ফিরে আসছেন ভাইজী-প্রসঙ্গে। মা বলেন, "আশার নাশ-ই সর্ব্বনাশ।" ভাইজী সেই সর্ব্বনাশ চেয়েছিলেন ; সেই সর্ব্বনাশ-ই পেয়েছিলেন। ভাইজীর শেষ জীবনে স্থূলদৃষ্টিতে সমস্যার সীমা ছিল না—শরীরটি একেবারে ভাঙ্গা, পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয়-স্বজনের কাছে কুখ্যাতি। এই সমস্ত সমস্যা কখনো ভাইজীকে বিচলিত করেনি, গন্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করেনি। কোনও জাগতিক সমস্যার জন্য তিনি কখনো মায়ের সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। তিনি মাতৃসঙ্গ চেয়েছিলেন, মাকে-ই পাবার জন্য, মাকে নিজের কোনও কাজে লাগাবার জন্য নয়। এমন কি আশ্রমের কোনও বৈষয়িক ব্যাপারে-ও ভাইজী মাকে জড়াতে চাইতেন না। মা বললেন, "জ্যোতিষ বলতো এ-সব কাজ আমরা-ই করে নিই। মাকে আর এর মধ্যে কেন টানা ?"

উপদেশ এবং আচরণ দ্বারা ভাইজী এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয় একমাত্র পারমার্থিক বিষয়। এই সূত্রে মায়ের মুখের একটি পুরাণো কথা মনে পড়ে ঃ—"দুঃখের তাড়নায়, কোনও স্বার্থের জন্য মাকে কোনও রহস্যময়ী আশ্রয় ভাবিও না। মনে রাখিও তিনি সকল সময়ে তোমার প্রাণশক্তির মতো তোমার অতি নিকটেই রয়েছেন।"*

* মৌন-মিলনীর ৬ নং কার্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা যে অতি নিকটেই অনুক্ষণ রয়েছেন এই সত্যটি ভাইজী নিঃসংশয়ে জেনেছিলেন। ঐটুকু জানার ফলে সাধারণের পক্ষে যা' সর্ব্বনাশ বলে মনে হয়, ভাইজীর চোখে তা'-ই হয়েছিল সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যার অযাচিত স্নেহের দান।

ভাইজীর বিভূতি

সাধন পথে উন্নত হলে নানা রকম বিভূতি আসে-ই। ভাইজী-ও যে অনেক বিভূতি অর্জ্জন করেছিলেন তা মায়ের কথা থেকে স্পষ্ট-ই বোঝা গেল। মা বললেন, ভাইজী কিন্তু সে-বিভূতিকে অত্যন্ত সংগোপনে রেখেছিলেন।

একদিন একটি যুবক মায়ের দর্শনের জন্য নৈনিতাল মন্দিরে এসেছিল। ভাইজী তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহ ঢেলে দিয়ে ছেলেটিকে মধুর সম্ভাষণে বললেন "তোমার কী চাই ?" "চা-আ-আ-আ-ই"— শব্দটি মা টেনে টেনে উচ্চারণ করে বললেন "জ্যোতিষ এমনি করে কথা বলতো।" ভাইজীর প্রশ্নের মধ্যে ছিল অকৃত্রিম সহৃদয়তা। ভাইজীর জিজ্ঞাসার ভঙ্গীর মধ্যে যেন স্পষ্ট একটি ইঙ্গিত রয়েছে "তুমি যা' চাও তাই পাবে।"

মায়ের কাছ থেকে ছেলেটির চাইবার যা' ছিল, বলা বাহুল্য তা মোক্ষ-ও নয়, ভক্তি-ও নয়। টাকা কিম্বা চাকরি চাইবার মতন বয়সও তার তখনো হয়নি। সে বেচারী আই, এ, পরীক্ষা দিয়েছিল। তার বিশেষ উৎকণ্ঠা ছিল সে পাশ করতে পারবে কিনা, এই দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য মাকে তার প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেটির সমস্যা শুনে ভাইজী তাকে বললেন "এই কথা! এর জন্য মা'র কাছে যাওয়ার কী দরকার? এসো আমি-ই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।" ছেলেটিকে এই ভাবে প্রবোধ দিয়ে ভাইজী একখানি কাগজ ভাঁজ করে তার হাতে দিলেন। কাগজ খানির মধ্যে লেখা ছিল "দ্বিতীয়"। ভাইজী ছেলেটিকে বলে দিয়েছিলেন যে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঐ কাগজের ভাঁজ খুলে লেখাটি পড়বে, তার পূর্ব্বে নয়। যথাসময়ে সেই বালক কাগজ খুলে ভাইজীর ভবিষ্যদ্বাণী পড়লো এবং যথার্থ ই সে দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

পরীক্ষার ফল জানার পরেই ছেলেটি আশ্রমে উপস্থিত হয়ে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে Mr. J. C. Roy-এর সন্ধান করতে লাগলো। মা বললেন সে তখন আর মায়ের কথা-ও বলছে না, ভাইজীকেই তার চাই। এই বলে মা খুব হাসতে লাগলেন।

ভাইজীর অলৌকিক মাতৃসঙ্গ

ভাইজীর জীবদ্দশায় এই ধরণের অলৌকিক শক্তির প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নি। কিন্তু অলৌকিক ভাবে ভাইজী যে-রকম সূক্ষ্মে মাতৃসঙ্গ পেয়েছিলেন তা দুর্ল্লভ বস্তু, মাতৃকৃপাতে-ই সম্ভব।

অহোরাত্র অবিরাম ভাবে একাগ্র মননের ফলে ভাইজীর চোখের সামনে অনেক সময়ে মায়ের ভাব-ঘন মূর্ত্তিটি স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠতো; এমন কি মায়ের স্থূল শরীরটির যথাযথ প্রতিমূর্ত্তি তিনি দূরে থেকে-ও স্পষ্ট দেখতে পেতেন। একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমে মাকে প্রণাম ক'রে ভাইজী আপিসে এসেছেন। আপিসে বসে বসে তিনি দেখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলেন মায়ের পরণে যেন একখানি লাল পাড় শাড়ী। সকালে কিন্তু তিনি মায়ের অঙ্গে দেখেছিলেন অন্য পাড়ের শাড়ী। এই পরিবর্ত্তনে ভাইজী একটু আশ্চর্য্য হলেন। হয়তো মনে করে থাকবেন তাঁর-ই দেখাটা ভুল। আসলে কিন্তু ভুল নয়। সত্যিই সেদিন দুপুর বেলা একজন ভক্ত মাকে একখানি লালপাড় শাড়ী পরিয়ে দিয়েছিল। আর একদিন ভাইজী স্বপ্নে দেখেছিলেন মা যেন উত্তরশিয়রী অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। সাধারণতঃ অনেকে উত্তরশিয়রী হয়ে শয়ন করে না ; মা-ও লৌকিক ভাবে এই আচার না মানেন তা নয়। তথাপি মা বললেন সেদিন বাস্তবিকই উত্তরশিয়রী অবস্থায় মা শুয়ে ছিলেন। এবং ঠিক সেই অবস্থাতেই ভাইজীর চোখের সামনে মায়ের ভাবময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিভাত হয়েছিল। ধন্য মায়ের ধর্ম্মপুত্র।

ভগ্ন-লগ্ন-নগ্ন-মগ্ন

শোনা যায় কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সাধকজীবনে চারটি স্তর আছে—"ভগ্ন, লগ্ন, নগ্ন, মগ্ন।" মনে হয় ভাইজীর সাধন জীবনে এই চারটি অবস্থা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রথম অবস্থা—"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা।" অনাসক্তি ছিল তাঁর অব্যর্থ অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে তিনি সংসার রূপ অশ্বত্থ গাছকে ছেদন করেছিলেন। সংসাররূপ অশ্বত্থ গাছের মূল অত্যন্ত দৃঢ়, মায়ার বাঁধন পাকে পাকে বাঁধা। সংসারের মায়া নির্ম্মম ভাবে কাটিয়ে ভাইজী বিষয়ী মনটাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রেছিলেন। এমনি ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তাঁর সাধনার প্রথম ধাপ উত্তীর্ণ হলেন—সেটি হ'ল ভাইজীর জৈব মনের ভগ্ন অবস্থা। সেই ভগ্ন মনকে মাতৃচরণে একান্তে লগ্ন হবার সুযোগ ভাইজীকে মা দিয়েছিলেন অজস্র ধারায়। রমণার মাঠ তার সাক্ষী। সেই পুণ্য ধারায় শুদ্ধস্নাত ভাইজী নিজেকে সর্ব্বহারা ক'রে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেটি হ'ল সাধক-মনের নগ্ন অবস্থা—তখন কোনও ভূষণ নেই, আবরণ নেই, সংস্কারের লেশমাত্র নেই, সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতির পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে স্বভাবতঃ কোনও সংস্কার নেই, কোনও বিকার নেই, কোনও পর্দ্দা নেই। সাধনার বলে শিশুসুলভ এই সরল অবস্থাতে ফিরে যেতে পারলে শুনেছি জীব তখন শিব হয়ে যায়। সেটি তার মাতৃমগ্ন অবস্থা। ভাইজীর মা-ময় উপলব্ধিটি বুঝি বা সেই মগ্ন অবস্থারই স্ফুরণ।

ভগ্ন-লগ্ন-নগ্ন-মগ্ন—এই চারটি অবস্থা ভাইজীর সাধনজীবনে কেমন করে ফুটে উঠেছিল তার কোনও ইতিহাস কোথাও লেখা নেই। কিন্তু ভাইজীর রচিত "মাতৃদর্শন" বইখানি ধ্যানের ভাব নিয়ে পড়লে বোঝা যায় লেখার অন্তরালে ভেসে উঠছে একটি শুদ্ধ সত্ত্ব প্রাণ—যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি শুভ্র শতদল। মায়ের পায়ের নির্ম্মাল্য হবার জন্য-ই যেন সেই জীবন-কমলের চরম সার্থকতা।

মায়ের ধর্ম্মপুত্র

মা বিন্ধ্যাচলে তিন দিন ধ'রে নিজের খেয়ালে ভাইজীর বিষয়ে এতো কথা বলেছেন তার ফলে আমাদের চোখের সামনে ভাইজী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত্রের একখানি জীবন্ত ছবি ভেসে উঠেছে। সে-ছবির অনেকগুলি দিক্ আছে। ব্যাবহারিক দিক দিয়ে ভাইজীকে দেখতে পাই—নম্র, নিরহংকার, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অনাড়ম্বর একটি দরদী মানুষ। ছোট-বড়-নির্বিশেষে সকলের প্রতি স্নেহে সেবায় সৌজন্যে তিনি শ্রীশ্রীআনন্দ-ময়ী মায়ের উপযুক্ত সন্তান। আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়ে দেখি—দৃঢ়সংকল্প, অকুতোভয়, বলিষ্ঠ-চিত্ত একটি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। তিনি বিবেক, বৈরাগ্য এবং প্রজ্ঞার ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার উন্মুক্ত, অপার মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে দেখি—সর্ব্ব-সংস্কার-বর্জ্জিত, মাতৃ-অঙ্কশায়ী, মাতৃস্তন্যপুষ্ট একটি সুকুমার নগ্ন দেবশিশু; যে-শিশু জাগ্রত বিশ্বাসের বলে মাকে চেনে, মা-ছাড়া আর কিছু জানে না।

ভাইজী মাকে পাবার পথ জেনেছিলেন। সে-পথের অন্য পথিককে সাহায্য করবার জন্য যে-শক্তি এবং সহৃদয়তা দরকার, তা' তাঁর ছিল অপরিসীম। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং"—এই মন্ত্র ভাইজীর মুখে শোভা পায়। তিনি-ই বলতে পারেন ঃ—

"শোনো বিশ্বজন
শোনো অমৃতের পুত্র যতো দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"*

* নৈবেদ্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের বিষয়ে ভাইজী বলেছেন "She is Absolute Wonder !" মায়ের প্রতি সন্তানের কী কর্ত্তব্য এই প্রসঙ্গে ভাইজী বলেছিলেন "Absolute Surrender."

Absolute Wonder অর্থাৎ পরমা রহস্যময়ী এবং Absolute Surrender অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন—এই দুইটি মন্ত্র ভাইজীর মনে ও জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিভাত হয়েছিল বলেই বুঝি বা ভাইজী মায়ের ধর্ম্মপুত্র হতে পেরেছিলেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বতের পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম।*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের-মুখের-কথা

মায়ের-মুখের-কথার তুলনা নেই। আকাশের সূর্য্যের সঙ্গে আর্টিষ্টের-আঁকা-সূর্য্যের যে-পার্থক্য, মায়ের-মুখের-কথার সঙ্গে পুঁথি-গত-বিদ্যার সেই পার্থক্য। আর্টিষ্ট তা'র লক্ষ্যবস্তুকে গতানুগতিক একটা রূপদান করে, কিন্তু সে কোথা থেকে পাবে সূর্য্যের সেই তেজ, সেই আলো—সেই বরণীয় ভর্গ? শাস্ত্রে পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা হয়তো ভাগবত-কথার একটা ছবি পরিবেশন করতে পারেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁরা "ভারস্য বেত্তা, ন তু চন্দনস্য।" চন্দন-কাঠ পেলেই যে চন্দন পাওয়া হ'ল, তা তো নয়; কাঠের ভার আছে, স্নিগ্ধতা নেই।

মায়ের-মুখের-কথার বহুবিচিত্র প্রকাশ। মায়ের-মুখের-কথা লিখে শেষ করা যায়না। লিখতে গেলে-ও ঠিক ঠিক লেখা যায়না। যদি বা শব্দগুলিকে যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তার আসল রূপটি যায় বদলে। বিজ্ঞানের কল্যাণে টেপ্-রেকর্ডিং-যোগে মায়ের-মুখের-কথার শব্দাংশ প্রায় যথাযথ যন্ত্রস্থ করা সম্ভব হয়েছে। শুনলে অনেক সময়ে মনে হয় যেন মা-ই কথা বলছেন। কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মিটতে পারে?

মায়ের-মুখের-কথার নিত্যসাথী মায়ের-মুখের-হাসি। মা যখন হাসেন, মনে হয় সে-হাসি যেন দেহ-বন্ধন-বিমুক্ত প্রাণশক্তির একটি সঙ্গীত-ঝংকার। সে-হাসি বুক-ভরা, মুখ-ভরা, প্রাণহরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হাসির ঝর্ণাধারা আনন্দ-নদী হয়ে বিশ্বজনকে আনন্দ-স্নান করিয়ে দেয়। আনন্দের মধ্যে যাঁর নিত্যদিনের অবস্থিতি, একমাত্র সেই আনন্দময়ী মা-ই পারেন এমন হাসি হাসতে।

মায়ের-মুখের-কথার অপর একটি সাথী মায়ের দৃষ্টি। মায়ের দৃষ্টিতে-ই সৃষ্টি। মাতৃবাণীর রস ও রহস্য সহজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে মায়ের চোখের ইঙ্গিতে। এক-ই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের কাছে মায়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। যাদের ঘনিষ্ঠভাবে মাতৃসঙ্গ লাভের সুযোগ হয়, তারা জানে সে-দৃষ্টির কী মহিমা, তারা প্রমাণ পায় সে-দৃষ্টির কী শক্তি।

মায়ের-মুখের-কথার একটি ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য আছে—যা'র যে-টুকু দরকার, তা'র কাছে ঠিক সেই টুকু-ই মায়ের-মুখের-কথা এসে যায়; "যে যেমন বাজায় সে তেমনি শোনে।" আন্তরিক জিজ্ঞাসা যদি কার-ও থাকে, তার উত্তর মায়ের মুখ থেকে আসবে-ই; নিজে প্রশ্ন উত্থাপন করবার সুযোগ না পেলে-ও, ঘটনাচক্রে তার প্রশ্নের সমাধান এসে যাবে-ই। তবে আসল কথা—জিজ্ঞাসা আন্তরিক হওয়া চাই।

মায়ের-মুখের-কথা শুনতে চাইলে, অনেক সময়ে মা একটি বাণী দিয়ে সকল কথা শেষ ক'রে দেন—"হরিকথা-ই কথা, আর সব বৃথা, ব্যথা।" মা বলেন হরি-কথা-ছাড়া আর যা'-কিছু, সে-সব শব; তা'র পরিণাম মৃত্যু, অমৃত নয়। অমৃতকে লাভ না ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হলে জীবের যে-অবস্থা ঘটে, মা সহজ ভাষায় তার বর্ণনা করেন—"রিটার্ণ-টিকেট কাটা"। রিটার্ণ-টিকেট-শব্দ-র ইঙ্গিত এই যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় এই জগতে জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা হ'ল—পূর্ব্বজন্মের কর্মভোগের জন্য। অমৃতকে লাভ করতে পারলে আসা-যাওয়ার ইতি হয়।

ভগবৎ-প্রসঙ্গে যদি কেউ বিদ্যাপ্রদর্শনীর আড়ম্বর করে, কোনও কোনও সময়ে দেখেছি মা তাকে নিয়ে বড়ো মধুর লীলা করেন। প্রগল্‌ভ পণ্ডিতকে মিনতি ক'রে, হাসিমুখে মা ব'লে বসলেন ঃ—"তোমাদের শাস্ত্রে কী কয় একটু বলোনা, বাবা ?" সঙ্গে সঙ্গে "বাবা" আরম্ভ করলেন পুঁথি আওড়াতে। মা হাসলেন! মা আর-ও শুনতে চাইলেন, এই কথা ব'লে ঃ—"তোমার এই ছোট্ট মেয়েটাকে লিখিপড়ি তো শিখাওনি ; উটপটাং কতো কী বলে!" পণ্ডিত পরম উৎসাহিত। পণ্ডিতকে মা প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালা দিলেন, তার ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, তাকে "টাইটেল" দিলেন। পণ্ডিতের প্রশংসা-পুষ্ট দম্ভ অহৈতুক আত্মপ্রসাদে পরিস্ফীত হয়ে উঠলো।

পণ্ডিত যেন রবারের বেলুন—মায়ের একটি খেলনা-বিশেষ। খেয়াল হলে মা তার অহমিকা-বেলুনটিকে ফুলিয়ে দেন। আবার, খেয়াল হলে ছোট্ট একটি পিন্ ফুটিয়ে "ছোট্ট মেয়ে"-টি দেখিয়ে দেন হাওয়া-ভরা-বেলুন আসলে কি রকম ফাঁকা।

মাতৃকৃপার স্পর্শমাত্র-ই পণ্ডিত শাস্ত্র ছেড়ে মাকে ধরেন—অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে। মাকে তাঁর ভাল লাগতে আরম্ভ হয়—বার বার মায়ের কাছে আসতে ইচ্ছা করে, মায়ের দেখা না পেলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, দেখা হলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কখনো বা পূর্ব্বসংস্কার পণ্ডিতকে সতর্ক ক'রে ছায়—তাইতো এ কী ব্যাপার, সবটা-ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাদুবিদ্যা নাকি ? না, তা তো নয় ! মায়ের কথার মধ্যে, মায়ের আচরণের মধ্যে যে শাস্ত্রের সার পাওয়া যাচ্ছে ; মায়ের সমগ্র ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে সত্যদর্শনের আলো ফুটে উঠেছে ! পণ্ডিতের মনে পুঁথি-গত-বিদ্যা ছিল অস্পষ্ট, আবছায়া। মায়ের প্রভাবে সে-বিদ্যার রূপ বদলে যায়। পণ্ডিত দেখতে পান স্বচ্ছ আলো। তখন তাঁর জিজ্ঞাসা জাগে "কে তুমি মহীয়সী ? তোমাকে যে বোঝা দরকার !" শান্ত ভাবে, দৃঢ় গম্ভীর স্বরে মা বলেন "বাবা, তোমাদের ঐ বোঝা তো বোঝা-ই।" মায়ের এই বাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে মায়ের আহ্বান—"বোঝা ফেলে ঘরের-ছেলে আয় চলে আয় আমার পাশে !" পণ্ডিত যে "বুদ্ধিমান" !—"ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য"। তিনি আবার বলেন "তবু বলো, মা ! তুমি কে ?" মা উত্তর দেন "যা' মনে করো তা'-ই !" আর-ও সংক্ষেপে বলেন, মা "যা', তা'।" পণ্ডিত দিশাহারা হয়ে যান। সহসা তাঁর কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ—"হা ভগবান, হা ভগবান, হা ভগবান !" মা গাইছেন।

প্রত্যেকটি অক্ষর মায়ের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অজস্রধারায় মধুক্ষরণ হচ্ছে। ভগবানের নাম উপলক্ষ্য ক'রে বর্ণে-বর্ণে সুরের লহরী ধ্বনিত হ'য়ে আকাশে আশ্রয় নিচ্ছে। সেই এক-ই নাম, এক-ই ধ্বনি, কিন্তু বর্ণে বর্ণে বৈচিত্র্য। এক লাইন গাইছেন মা—মূর্ত্তিমতী বীণাপানি ! তারপরে সেই লাইনটি সমবেতকণ্ঠে গাইছেন উপস্থিত ছেলেমেয়েরা—তাদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত গায়ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়িকা। কিন্তু মায়ের জ্যোতির্ম্ময়ী "গীতা"-র পরে আর্টিষ্টদের রাগ-তাল-মান-সমন্বিত সঙ্গীত যেন ম্লান, নিষ্প্রভ মনে হয়।

মা গাইছেন, বিভোর হয়ে। গানের পদ বিশেষ কিছুই নয়। ঐ একটি 'ভগবান'-শব্দকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানাভাবে, নানা রঙ্গে মা গাইছেন। মায়ের সারাটি অঙ্গে দিব্যকান্তি, নয়নযুগল অর্দ্ধনিমীলিত, দৃষ্টি উদাস বিহ্বল, যেন কোন্ অসীমের মধ্যে নিমগ্ন। ভগবানকে মা ডাকছেন। কী সে ব্যাকুল আহ্বান, কী সে মধুর ঝংকার, কী সে অপূর্ব্ব দৃশ্য! পণ্ডিত নীরব, নিশ্চল—মনে মনে মাতৃবন্দনারত—"এই তো আমার মা!"

আগড়পাড়া আশ্রমে একদিন একটি পাঞ্জাবী যুবক মায়ের কাছে এসেছিল। রাজপুত্রের মতন তার চেহারা, তেমনি তার পোষাক-পরিচ্ছদ। চালচলন, ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় ছেলেটি যেন আধুনিকতার নবতম সংস্করণ। শৈশবে সে ঘনিষ্ঠভাবে মাতৃসঙ্গলাভ করেছিল। অনেক বছর পরে আবার এসেছে মায়ের কাছে। অল্পক্ষণ অপেক্ষার পরে-ই সে মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখতে লাগলো। মা যখন কাছে এলেন, যুবকটি অনুযোগ ক'রে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলাতে বললে "কী মা! আমাকে চিন্‌তে পারছে?" মা তা'কে নকল ক'রে বললেন "হাঁ, চিন্‌তে পারছে।" তারপরে যুবকটি যে-ভাবে কথাবার্ত্তা বলল তার মধ্যে একটু উষ্মা ছিল এবং কটাক্ষ ছিল যে মায়ের এখন বড়ো বড়ো ভক্ত হয়েছে, সুতরাং বহুপূর্ব্বে যাদের সঙ্গে পরিচয়, তাদের এখন ভাল করে মা আর চিনতে পারেন না, আগেকার-মতন-ক'রে আদর-যত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না। পাঞ্জাবী যুবকটির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখমণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। মা চাপা-গলায়, দৃঢ়স্বরে বললেন ঃ—"চেনবার মতন কাজ করলে-ই চেনা হয়। জেনো, তোমরা যেখানে-ই থাকো, যা'-কিছু করো, এমন কি যা'-কিছু মনে মনে চিন্তা করো, সে-সব এই শরীরটার কাছে পৌঁছায়।"

মায়ের মুখে এই ধরণের কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবী যুবকটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ তুটি জলে ভেসে গেল। মা তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন দোতলার শয়ন মন্দিরে। সেই নির্জ্জন মন্দিরে মায়ের সঙ্গে গোপনে তা'র কী কথাবার্ত্তা হয়েছিল জানবার উপায় নেই। আশ্রম প্রাঙ্গনে তখন শত শত নরনারী মাতৃদর্শনের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল পাঞ্জাবী ছেলেটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে—মুখখানি হাসি-হাসি, গলায় মালা, হাতে ফুল এবং প্রসাদ। তার দৃষ্টি এখন শান্ত ও স্থির ; জনতার দিকে তার দৃকপাত নেই ; মনে হয় যেন আপন-মনে সে কোন্ এক স্বপ্নলোকে স্বচ্ছন্দ বিহার করছে। হয়তো কুৎসিত অতীতের জন্য তার অনুশোচনা হয়েছে, হয়তো সুন্দর ভবিষ্যতের আশা সঞ্চারিত হয়েছে। মা তাকে শাসনে--আদরে ভরিয়ে দিয়েছেন। সে মনে-প্রাণে বুঝলো "এই তো আমার মা!"

মায়ের আর-একটি ছেলেকে নিয়ে মা একদিন সুন্দর এক লীলা করেছিলেন। ছেলেটির আদি পিতৃভূমি কান্যকুব্জ। এখন সে বাঙ্গালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে গেছে। দিদি তার নাম রেখেছেন "হাস্যবদন বিশ্বনাথ।" মা-ও সময়ে সময়ে ঐ নামে-ই তাকে আদর ক'রে ডাকেন। একদিন বিন্ধ্যাচলে হাস্যবদন বিশ্বনাথ তার স্বভাববিরুদ্ধ-গাম্ভীর্য্য অবলম্বন ক'রে, খুব seriously মাকে নিবেদন করলো :—"মা! স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে শুনেছি যে আমাদের দৃঢ়সংকল্প থাকা উচিত—মায়ের কাছে থেকে কিছু চাইবোনা, মা যা' দেন তাতেই সন্তুষ্ট, নিজে থেকে মায়ের কাছে কিছু চাই না। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমার কাছ থেকে আদর তো চাই-ই। এই চাওয়া-টা-ও তো একটা দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে কী ক'রে ওঠা যায়?" মা উত্তরে একগাল হেসে বললেন "বাবা! তুমি কি সব-দুর্ব্বলতা জয় করেছো, যে ঐ একটুখানি দুর্ব্বলতার জন্য তোমার এ তো দুশ্চিন্তা?" বলা বাহুল্য উপস্থিত সকলে সমস্বরে তৎক্ষণাৎ হেসে উঠলো। হাস্য-বদন বিশ্বনাথ মায়ের এই উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলনা, সে একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। স্নেহময়ী জননী তাকে তো আশ্রয় তো দিয়েছেন-ই, অনেক সময়ে প্রশ্রয়-ও দিয়ে থাকেন। এখন তাকে বিব্রত ও বিষণ্ণ দেখে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে মা একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন হাস্যবদন বিশ্বনাথকে :—"ঐ দুর্ব্বলতাতে কি কোনও বিপদ্ আছে?" মা প্রকাশ্যে সৎসঙ্গে ঘোষণা করলেন "ওর ঐ দুর্ব্বলতাটা থাক।" হাস্যবদন বিশ্বনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, তার হাসির মধ্যে তার মনোভাবটি ফুটে উঠলো :—"এই তো আমার মা!

একজন ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর জানা কয়েকটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব অসৎ লোক মায়ের কাছে কাছে ঘোরাঘুরি করে এবং বাইরে ধর্মের ভাণ ক'রে থাকে; কিন্তু আসলে তাদের জীবনটা অত্যন্ত কলুষিত। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন কী ক'রে. মা এইসব লোককে tolerate (বরদাস্ত) করেন, এদের সঙ্গ তো সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তাঁর মতে মায়ের আশ্রমে এই জাতীয় লোকের প্রবেশ নিষেধ হওয়া উচিত। এই ধরণের কথা মায়ের কানে ওঠাতে মা ছোট একটি প্রশ্ন দিয়ে সমস্ত কথার নিষ্পত্তি করলেন— "হাঁসপাতালে রোগী আসবে না?" আশ্রম যে ভবরোগের চিকিৎসালয়। সেইজন্য মায়ের কাছে সকলের অবারিত দ্বার। বিশেষতঃ যারা পাপী, অধম, তাদের-ই বেশী প্রয়োজন এবং সেই কারণে মা তাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না। তারা নিজেরাই হয়তো বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারে না, সেটা স্বতন্ত্র কথা; মা কিন্তু কখনো তাদের চলে যেতে বলেন না, আশ্রমে তাদের প্রবেশ নিষেধ করেন না। তারা বুঝুক "এই তো আমার মা!"

একজন ভদ্রলোক মাকে বলেছিলেন যে তাঁর মাতৃসঙ্গের ইচ্ছা খুব হয়, কিন্তু মায়ের কাছে এতো জন-সমাগম যে তিনি একান্তে মাতৃসঙ্গের সুযোগ পান না। উত্তরে মা একটি ছোট্ট গল্প বললেন:— গল্পটি এই:—একজন হাটের কাছাকাছি গিয়ে খুব গোলমাল শুনতে পেয়ে ভাবলো—গোলমালটা কমে যাক্ তারপর হাটে গিয়ে কেনাকাটা করবো। অদূরে নিরিবিলিতে একটি গাছতলায় বসে বসে সেই ব্যক্তি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল এবং যখন গোলমাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ হয়ে গেল তখন হাটে গিয়ে দেখলো– আর গোল-ও নেই, মাল-ও নেই।

"গোল-ও নেই, মাল-ও নেই"—এই কথাটি হাসি-মুখে হাত-ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মা যখন বলেন তখন ঐ কথার অন্তরালে যেন অনুভব করা যায় অকথিত এই বাণী ঃ—

"একান্তে মাতৃসঙ্গ করতে হ'লে তার জন্য প্রস্তুতি চাই; কেবল ভীড় সরিয়ে দিলেই তোমার মনস্থির হবে তার নিশ্চয়তা নেই; বরং ভীড়ের মধ্যেই সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে মায়ের কাছে আসবার চেষ্টা করো, তাহলে তারই মধ্যে সুযোগ পেয়ে যাবে।"

একদিন একটি ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "তুমি যখন ছোট ছিলে, তুমি ভগবানের কাছে কী প্রার্থনা করতে?" উত্তরে মা শৈশবের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন। দিদিমা মন্দিরেতে গিয়ে ঠাকুরের কাছে কতো কী নিবেদন জানাতেন, তাতে মা দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দিদিমা কী বলছে। দিদিমা মাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—ঠাকুরকে বল্ ঠাকুর! তুমি আমার মঙ্গল করো। মা ঠাকুর ঘরে গেলেন, কিন্তু দিদিমার উপদেশ পালন করা আর হ'ল না। সোজাসুজি ঠাকুরের উপর সবটা ছেড়ে দিয়ে মা বলে বসলেন "ঠাকুর তোমার যাতে আনন্দ হয়, তাই করো।" তখনো মায়ের "আনন্দময়ী"-নামকরণ হয়নি। মায়ের শৈশবের এই অনবদ্য ঘটনাটি অবলম্বনে মায়ের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলাম ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনেছিলাম তুমি যখন
একটু-খানি-মেয়ে,
দেব-দেউলে ফ্যালফেলিয়ে
রইতে শুধু চেয়ে।

নয়ন-জলে জননী তোর
করতো নিবেদন
মন্দিরেতে আপন-মনে
মনের আবেদন।

অবাক্ হয়ে বলতে তুমি
আঁচল ধ'রে মা'র
"ঠাকুর-ঘরে এমন ক'রে
খুঁজছো দিশা কা'র?"
দিদিমা কয় আদর ক'রে
"মাণিক সোনা মেয়ে,
ঠাকুর-ঘরে কী পাওয়া যায়
ভ্যাখ্‌না কেন চেয়ে!
প্রণাম ক'রে, পরাণ ভ'রে
যুক্ত-করে বল—
ঠাকুর, তুমি করুণাময়
কর গো মঙ্গল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথায় নন্দিনী-মা
মন্দিরেতে যায়
আনন্দেতে মগ্ন প্রাণে
মূর্ত্তি পানে চায়।

শিশুর মুখে ফুটলো বাণী
চাইতে গিয়ে দান।
"তোমার যা'তে আনন্দ হয়
তাই করো বিধান।"

একদিন মাকে প্রার্থনা করেছিলাম মায়ের নিজের সাধন-ভজনের কথা বলতে। সেই প্রসঙ্গে মায়ের শ্রীমুখ থেকে শুনেছি "এই শরীরটার সাধনভজন আসন মুদ্রা প্রাণায়াম সব-কিছু এমনি এমনি খেলার মতন হয়ে গেছে। ভগবানকে ডাকা হয়েছিল—সে-ও যেন একটা খেয়াল ; অভাব-বোধে ভগবানকে ডাকা হয়নি।" অভাব-বোধে ভগবানকে ডাকা হয়নি—একথা কে বলতে পারে ? মায়ের কাছে ভগবানের অভাব-বোধ কোন-ও বয়সেই-যে ছিল না, তার কারণ কি ? অ-ভেদ ব'লে ? একদিন মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম—"ভগবান আসবেন, ভগবানকে পাবো—এ-ধরণের প্রশ্ন-ই ওঠেনা। ভগবান তো রয়েছেন-ই তোমার মধ্যে ; তুমি-ই তো তিনি। তিনি-ছাড়া যে কিছুই নেই। সব এক। সেই-যে তোমরা কী একটা বলো—All one না কী ? সেই !"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের-মুখের-কথার বৈশিষ্ট্য এই যে সে-কথাগুলি তো আর বলা-কথা বা লেখা-কথার মতন থাকেনা। একেবারে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী উচ্চারণে সুমধুর স্মিতহাস্যে মা যখন বলেন "all one", সে-সময়ে যে-সুধাবর্ষণ হয়, তার মাধুর্য্য ও উচ্ছলতা অতুলনীয়। 'All" এবং "one"—ইংরেজী এই দুইটি অতি-সাধারণ শব্দের মধ্যে এমন-কিছু যাদু নেই। অনুবাদ ক'রে "সবই এক" বা "সর্বংব্রহ্ম" বলা যেতে পারে; তার মধ্যে গভীর তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে অনেক প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু মায়ের মুখ থেকে যখন "all one"-মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়, তখন মনে হয় যেন নিখিলবিশ্ব মায়ের কাছে বাঁধা পড়েছে একমেবা দ্বিতীয়ং-রূপে। বিশ্ব-হতে-চিত্তে যাঁ'র বিহার, তাঁর-ই অন্তবিহীন লীলা নিয়ে মা যেন খেলা করছেন। মায়ের-মুখের-কথা লিপিবদ্ধ করা যায়না। মায়ের-মুখের-কথা কেবল শুনতে হয়, কেবল শুনতে হয়। সব ছেড়ে, শূন্য হ'য়ে, শুনতে হয়। শুনতে শুনতে মাতৃ-বাণীর রূপ খুলে যায় নিজের মনের গহনে। কা'র মনে কেমন রূপে সে-বাণী ভেসে উঠবে তা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে-ও "যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ"। মা কিন্তু "যা', তা' "।

— — . —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ! পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ।

—শ্রীশঙ্কর

আত্মা তুমি প্রিয়তম পরতত্ত্ব সার
তোমা হতে শ্রেয় কিছু বিশ্বে নাহি আর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মা

শিশু যখন তার মাকে চেনে, অবোধের সেই চেনায় কোন ফাঁক থাকে না। একান্ত আপন ও একমাত্র নিজস্ব করেই সে তার চেনার মধ্যে মাকে পায়। বহু-বিচিত্র বিশাল জগতকে অতিক্রম করে এই চেনাটিই হয়ে থাকে তার কাছে অদ্বিতীয় সত্য। এর পরে ধীরে ধীরে আসে তার জানার পালা। অপরিজ্ঞাত রহস্যের দিগন্ত-বিস্তৃত বালুবেলায় খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ জ্ঞানের সংগ্রহ যত বাড়তে থাকে ততই বাড়ে তার জানার অভিমান। সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের চেনার রঙটি ফিকে হয়ে আসে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অনির্ব্বচনীয় লীলারহস্যের ভূমিকায় এই কথা কয়টির তাৎপর্য আছে, কারণ আমরাও যেমন চিরন্তন শিশু, তিনিও তেমনি চিরন্তনী বিশ্বজননী। লৌকিক লীলায় তিনি আমাদের সম-সাময়িক একথাও যেমন সত্য, অলৌকিক মহিমায় তেমনি আবার তিনিই সমস্ত স্থান-কাল-পাত্রের অতীত সত্বায়—অনন্তের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিতা। এই মাকে আমরা অবোধের চেনায় চিনি কিন্তু জ্ঞানাভিমানের জানায় জানি না। আমাদের চোখে ধরা পড়ে তাঁর স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল লীলাচঞ্চল অভিব্যক্তি—কিন্তু এই লীলারূপের মাঝে তিনি সীমাবদ্ধ নন। আমরা দেখি তাঁর কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় এও তাঁর আসল রূপ নয়। বিচার করতে গেলে পদে পদে বিচারের খেই হারিয়ে যায়। কেবল মনে হয় তাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই কেমন করে যেন অখণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে উঠেছে, সমস্ত বিরোধ—আকর্ষণ বিকর্ষণ মিলে মিশে একাকার হয়ে উঠেছে। তাঁকে পরিমাপ করবার মত নেই কোন মানদণ্ড, নির্দ্ধারিত করবার মত নেই কোন সংজ্ঞা। লৌকিকভাবে যাঁর জন্মজীবন আমাদেরই মত, এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে, তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার কোন উপায় নেই। এই সত্য কথাটি বোঝবার জন্যই শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক জীবন-নাট্যের আলোচনা প্রয়োজন।

মায়ের জন্ম হয়েছিল ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ—ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। জন্মস্থান ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খেওরা গ্রাম। পিতা ৺বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, মাতা মোক্ষদাসুন্দরী। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিত্তাধিক্য না থাকলেও বংশমর্য্যাদা ও ধর্ম্মভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পিতা ছিলেন বৈরাগ্যবান পুরুষ। তাঁর অনুরাগ ছিল হরিসঙ্কীর্ত্তনে। দেবদ্বিজে ভক্তিমতী জননী শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভবাসকালে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং এই সমস্ত অলোকিক দর্শন কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত চলেছিল।

ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীমা সাধারণ শিশুর মত কাঁদেননি। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি নিজের মুখে বলেছিলেন "কাঁদবো কেন? আমি যে তখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ দেখছিলাম।" এছাড়াও আরও যেসব কথা বলেছেন তাতে মনে হয় এই অলোকিক নবজাতকের বরাবরই ছিল পূর্ণজ্ঞান। সেই সময়ে কে, কখন, কিভাবে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন—এ সবই তাঁর জানা ছিল। তখন থেকেই সব সময়ে সমাধির মত একটা ভাব লেগে থাকতো। কীর্ত্তন শুনলে ভাবের ঘোরে শরীরের নানারকম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলৌকিক অবস্থা হ'ত। একান্ত শিশু বয়সের এই সব ভাবান্তরের রহস্য কারুর চোখেই পড়তো না। দিনের আলোয়, রাত্রির অন্ধকারে, শিশুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে, অনাদিকালের এই মহাশিশু দুর্জ্জেয় মহাভাবের শৈশবলীলায় অপ্রকাশ হয়ে রইলেন। শৈশবের পরে এলো বাল্যকাল। এখনও সেই একই ভাবের খেলা। যথারীতি স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। অসাধারণ মেধায় একবার যা' পড়েন তা' আর দ্বিতীয়বার পড়তে হয় না। কিন্তু একবারের এই পড়াটিই বড় একটা হয়ে ওঠে না। তথাপি আজন্ম বিজয়িনীর জয়পত্র ললাটে ধারণ করেই যিনি জন্মেছিলেন, কোথাও কোন অবস্থায় তাঁকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়নি। পাঠ্যপুস্তকের পঠিত অংশের চেয়ে অপঠিত অংশ অনেকগুণ বেশি হওয়া সত্বেও, যে যখন পরীক্ষা নিয়েছে কেমন করে যেন ঠিক পঠিত অংশ থেকেই তা' নিয়েছে। এমনি করে লেখাপড়া আরও অনেকদূর এগিয়ে যেতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বিশাল মানবতার মর্ম্মকোষে যাঁর আনন্দলীলার খেলাঘর, তিনি কেন এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন! অতএব স্কুলের পড়া বেশিদিন আর চল্‌লো না।

কৈশোরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত খেলায় ধূলায় এইভাবেই কাটলো। বাগানে বাগানে আম কুড়িয়ে, সরোবরের জলে মাতামাতি করে, হাস্যে পরিহাসে আর পাঁচজন সমবয়সীর সঙ্গে সমভাবে তিনি বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তবু লোকের চোখেও বিশেষ একটু পার্থক্য ধরা পড়তে লাগলো। সবাই দেখে সৃষ্টিছাড়া মেয়েটিকে আর অবাক হয়ে যায়। সবাই লক্ষ্য করে এর যেন আপনপর বলে কোনরকম বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। রূপে অনিন্দ্যসুন্দরী না হয়েও মুখে চোখে ভাবে ভঙ্গীতে চলনে বলনে এমন একটা নাম-না-জানা কি যেন আছে যে চোখ ফেরানো যায় না। সরলতা দেখে মনে হয় যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন নির্লিপ্ত উদাসীন। খেতে বসে হাঁ করে আকাশ পানে তাকিয়ে আছেন। চোখে পলক নেই। গান শুনছেন না ধ্যান করছেন বোঝা যায় না। নিজের আনন্দে নিজেই আছেন বিভোর হয়ে। সর্ব্বদাই মনে হ'ত যেন আকাশ পাতাল কি এক স্বপ্নের ঘোরে তন্ময় হয়ে আছেন। আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে—কোন হুঁস নেই। যারা তাঁর এই আনমনা ভাব দেখতো—অনেকেই মনে করতো মেয়েটির বুদ্ধি একটু কম। কিন্তু তবু এই অল্পবুদ্ধি সহজ সরল মেয়েটির কী যে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিলো, তাকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারতো না। গ্রামের ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সবাই যেন এই অসাধারণ বালিকার অপরিজ্ঞাত প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে থাকতো।

এই স্বপ্নময় কৈশোরের মাঝখানে—মায়ের বয়স যখন বারো বছর কয়েকমাস মাত্র—তাঁর জীবনে এলেন স্বামীরূপে বাবা ভোলানাথ। মায়ের আনন্দময়ী নামটি তখনো হয়নি। পিতৃপ্রদত্ত নির্ম্মলাসুন্দরী নামেই ছিল তাঁর পরিচয়। ভোলানাথও তখন রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত ছিলেন। বিবাহ হ'ল ১৩১৫ সালে। বালিকা-বধূ আবক্ষ ঘোমটা টেনে যথারীতি শ্বশুরঘর করতে গেলেন। বিবাহের পরে শ্বশুর মাত্র বছর দুই জীবিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের বধূজীবনের শিক্ষানবিশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলতে লাগলো ভাসুর শ্রীরেবতীমোহনের অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরিকারূপে মায়ের এই সময়কার জীবনযাত্রার ধারাটি কৌতূহলোদ্দীপক। ঢাকা—জগন্নাথগঞ্জ রেল-লাইনে ষ্টেশন-সংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে কোয়ার্টার। এইখানে, রেবতীবাবুর সংসারে ভ্রাতৃজায়ারূপে দীর্ঘ চা'র বছর ধরে লোকচক্ষের অন্তরালে মা লুকিয়ে রইলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রইলো না বটে কিন্তু গভীরের যে অনুপম খেলাটি মায়ের লৌকিক সত্বাকে আশ্রয় করে ইতিপূর্ব্বে সুরু হয়ে গিয়েছিল,—ধারায় ধারায় তার মহাপ্রকাশ এই নিভৃতেও সমভাবে চলতে লাগলো।

সংসারের কোন কাজে মায়ের আলস্য ছিল না। গৃহস্থালীর ছোট বড় যাবতীয় কর্ত্তব্য তিনি নিঃশব্দে করে যেতেন। স্নেহে সেবায়, লজ্জা সরমে কোনখানে থাকতো না কোন ত্রুটী। বধূত্বের অভিনয় হ'ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যখন যে কাজে হাত দিতেন তাই যেন মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে হয়ে উঠতো অপূর্ব্ব। কিন্তু এই সবের মাঝখানেও সদাসর্ব্বদা জেগে থাকতো অন্যজগতের আর একটি ভাব। দিবারাত্রির সমস্তক্ষণ কাটতো এই ভাবের ঘোরে। সাংসারিক কাজকর্ম্মগুলি যেমন এই ভাবের ঘোরে যন্ত্রের মত করে যেতেন, তেমনি আবার এই একই ভাবের ঘোরে দেহের মধ্যে প্রকাশিত হ'ত কত রকমের আসন-মুদ্রা প্রাণায়ামের ক্রিয়া। কার দেহ, কিসের ক্রিয়া, কিছুই যেন তাঁর বোধ থাকতো না। মনে হ'ত যেন তিনি কোথাও বসে একটির পর একটি করে মহাভাবের অসংখ্য অভিব্যক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন। মনে হত শরীরের মধ্য দিয়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরকে উপলক্ষ্য করে, যেগুলি নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে, তাদের উপরে তাঁর নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা, চাওয়া পাওয়ার কোনরূপ প্রভাব নেই। দেহের বীণায় ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে কোন্ অলক্ষ্যের বহু-বিচিত্র স্থরগুলি আপনা আপনি যেত বেজে এবং তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো তাঁর সর্ব্বক্ষণের হাসি-কান্না, চলাফেরা ইত্যাদি শরীরের সাধারণ ক্রিয়াগুলি।

যে সময়কার এই ঘটনাগুলি তখন মায়ের বয়স অল্প ; সাংসারিক অভিজ্ঞতা বা পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র নেই। লৌকিক হিসাবে যাকে দীক্ষা বলে তা' তিনি কোনদিনই পাননি। কাকে আসন বলে, কাকে প্রাণায়াম বলে সে সব কিছুই কারুর কাছে শেখেননি। এক কথায় ধর্ম্মজগতের তথাকথিত শিক্ষা কিছুই তাঁর ছিল না। কিন্তু ভিতরের যে সত্বাটি— তার বুঝি বাইরে থেকে কোন কিছু শিক্ষার বা গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তাই ভাবের ঢেউগুলি যখন যেমন আসতো, সঙ্গে

তাঁর দেহের তটভূমি পরিপ্লাবিত করে তেমনিতর ভাবরূপই উঠতো ফুটে। স্থান, কাল, সময়, অসময় কিছুই থাকতো না। হয়তো বা নিবিষ্ট মনে রান্নার কাজে ব্যাপৃত আছেন—এমন সময়ে অতি অকস্মাৎ এলো এই ভাবান্তরের স্রোত। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত দেহটি বেঁকেচুরে এক রকমের হয়ে গেল। জ্বলন্ত উনানের পাশেই হয়তো নির্জীবের মত ঢলে পড়লেন ; আগুনে চড়ানো ডাল-তরকারি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম লোকে মনে করতো—ঘুম। গৃহস্থঘরের বধূর পক্ষে এ আচরণ শোভন বলে মনে হ'ত না। অবশ্যম্ভাবীরূপে কপালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুটতো নিন্দা ও অল্পবিস্তর নিগ্রহ। কেউ বলতো মৃগীরোগ। মাঝে মাঝে চিকিৎসার চেষ্টাও হ'ত। কিন্তু রোগের আসল মূলটি যেখানে ততদূর পর্য্যন্ত কোনরকম ঔষধের ক্রিয়াই পোঁছাতো না। ফলে এ রোগ দিনে দিনে বেড়েই চললো। নিত্য নূতন উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো। কিছুটা লোকচক্ষে ধরা পড়লো, কিছুটা বা লোকচক্ষের অন্তরালেই রয়ে গেল।

বিবাহের পরে প্রথম চা'র বছর ভোলানাথকে কর্ম্মসূত্রে কতকটা দূরে দূরেই থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে যে কয়েকবার দাদার বাড়ীতে ইতিমধ্যে আসা যাওয়া করেছিলেন, তা'তে মায়ের যথাযথ পরিচয় বিশেষ কিছু না পেলেও তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন যে এখানকার ব্যাপার একটু অন্যরকম। যখনই তিনি মায়ের কাছে আসতেন তখনই বোধ করতেন কি একটা অস্পষ্ট অথচ দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান যেন উভয়ের মাঝখানে প্রাচীরের মত খাড়া হয়ে আছে। একা ঘরে স্বামী নব-পরিণীতা বধূর সান্নিধ্যে এসে দেখলেন তিনি কি এক অলৌকিক ভাবে যোগাসনে বসে আছেন। আর একটু কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো দেখলেন প্রাণায়ামের প্রবল উচ্ছ্বাস সেই দেহকে আশ্রয় করে সুরু হয়ে গেল। ভীতচকিত হয়ে তিনি দূরে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে লাগলেন। হয়তো বা তাঁর বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টির সমক্ষেই মায়ের দেহবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়ে কখনো কালো, কখনো হলদে, কখনো সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কখনো মনে হতে লাগলো মূর্চ্ছা, কখনো মনে হতে লাগলো মৃত্যু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলাবাহুল্য এই সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করে বাবা ভোলানাথ মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। এমনিতর ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় দূরে থাক, এসব তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুস্থ মানুষটা—কাজেকর্ম্মে, কথায় ব্যবহারে—কোন দিক দিয়ে যার এতটুকু ত্রুটী নেই, তার মধ্যে এসব কি বিসদৃশ ভাবান্তর! দুশ্চিন্তা থেকে মঝে মাঝে আসতো অর্থহীন ক্রোধ, নিদারুণ ক্ষোভ। বিড়ম্বিত ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ভোলানাথ কর্ম্মান্তরে চলে যেতেন। নিজের মনে নিজেকে কখনো কখনো সান্ত্বনা দেবার জন্য ভাবতেন হয়তো বা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গো এইসব অনর্থের উপশম হবে। নিষ্ফল সান্ত্বনায় যখন মন প্রবোধ মানতো না তখন ভোলানাথ অস্থির হয়ে উপায়ান্তর চিন্তা করতে বসতেন। মনে মনে সঙ্কল্প করতেন—এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ঘরের বউ স্বেচ্ছাচারিণীর মত নিজের ভাবে চলবে, এ কেমন কথা? যদি নিতান্তই এ ভাব ছাড়ানো না যায় তা হলে বাধ্য হয়ে তাঁকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করতে হবে বলেও মাঝে মাঝে ভোলানাথ রাগের মাথায় মাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করতেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ত না। নির্ব্বিকার যে ভাবটি নিজের খুসিমত মায়ের দেহাশ্রয়ে নিজের খেলাটি খেলে যেত, কোন কিছুতেই তার ব্যতিক্রম ঘটানো যেতো না। নিজের অজ্ঞাতসারে—হয়তো বা কতকটা নিরুপায় হয়েই, ভোলানাথ মায়ের এই বিচিত্র ভাবাবেশগুলিকে খানিকটা শ্রদ্ধা ও খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে দিনে দিনে স্বীকার করে নিতে লাগলেন। অন্ততঃ এইটুকু তিনি বুঝলেন যে ভাবান্তরগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের ইচ্ছাকৃত নয় এবং কোনরূপ লৌকিক সত্বা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীনেও নয়। মায়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও অকৃত্রিম সেবা-পরায়ণতা দিনে দিনে তাঁর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করতে লাগলো। এইরূপে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দোটানায় পরিচয়ের প্রাথমিক অধ্যায়টি সমাপ্ত হল।

ভাসুরের মৃত্যুর পরে ভোলানাথের কর্ম্মস্থল অষ্টগ্রামে যখন মা নিজের সংসারে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিতা হলেন তখন তাঁর বয়স ১৭।১৮ বৎসর মাত্র। এতদিন পর্য্যন্ত ভাসুরের সংসারে ও পিতৃগৃহে, দেবীভাবের প্রকাশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। নিতান্ত কাছের লোক যারা তারাই কেবল মায়ের তুর্ব্বোধ্য লীলা চোখে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এইবারে মা এলেন নিজের ঘরে। চারিদিকের দেয়ালগুলি একে একে ভেঙে পড়তে লাগলো। অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বারের বাইরে ছিল যে বিশ্ব-সংসার,—এতদিনে খুলে গেল তার সৌভাগ্যের দ্বার। বিশ্বজননী এলেন বিশ্বের ঘরে।

১৩২৪ সালে, সেটল্‌মেণ্টের কাজে বদলী হয়ে, ভোলানাথ মাকে নিয়ে এলেন বাজিতপুরে। মায়ের দেহে যে অলৌকিক ভাবগুলির ক্রিয়া প্রকাশ হ'ত সেগুলি এখন আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ হতে লাগলো। প্রথম প্রথম মা নিজের হাতে সারাদিন সংসারের যাবতীয় কাজই করে যেতেন। কখনো কখনো গৃহকর্ম্মের মাঝখানে অকস্মাৎ এসে যেতো ভাবান্তরের প্রবাহ। প্রণতির ভাবে, পূজার ভাবে দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। সংজ্ঞাহীন দেহটি পাথরের মত স্থির হয়ে ঘণ্টার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর ঘণ্টা সমভাবে অবস্থান করতো। পলকহীন দৃষ্টি একভাবে প্রহরের পর প্রহর স্থির হয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে দেহ থেকে তীব্র জ্যোতির প্রকাশ হ'ত। সারাদিনের মধ্যে এক-বিন্দু জল পর্য্যন্ত কখনো কখনো তাঁকে পান করানো যেতো না। সন্ধ্যার পরে ভাব আরও গাঢ় হয়ে উঠতো। দুরূহ আসনগুলি, কঠিন মুদ্রা-গুলি একটির পরে একটি করে তাঁর দেহের আধারে প্রকাশিত হ'ত। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত ভাবে ভাবে দেহটি আশ্চর্য্যভাবে আবর্ত্তিত হতে থাকতো।

সারারাত্রি ধরে শ্রীশ্রীমায়ের দেহে এই অত্যদ্ভুত ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ খেলা করতো। ভোলানাথ ঘরের একপাশে নিজের শয্যায় বসে বসে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে এই খেলা দেখতেন। মাঝে মাঝে তাঁর বিস্ময় অকস্মাৎ আতঙ্কে পরিণত হ'ত। এই অমানুষিক, অতি-মানবীয়, অলৌকিক নাট্যের একমাত্র দর্শকরূপে গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হ'ত এ যেন বাস্তবজগতের কোন একটি ঘটনা নয়। শ্বাসের অস্বাভাবিক গতিতে শরীর কখনো বা কাঠের মত শক্ত হয়ে যেতো। প্রাণপণ চেষ্টায় ভোলানাথ মায়ের হাতপায়ের আড়ষ্টভাব দূর করতে না পেরে হতাশ হয়ে বসে থাকতেন। কখনো তাঁর মনে হ'ত ব্যাপারটি আগা-গোড়াই ভৌতিক। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোজার সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়াতেন।

পাড়াপ্রতিবেশীর যে কোন ব্যাপারে পল্লীগ্রামের কান সজাগ। লোকের মুখে মুখে মায়ের কথাও খানিকটা ছড়িয়ে পড়লো। কেউ চুপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে শুনলো, কেউ বা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লো। কোন কোন তথ্যান্বেষী মায়ের শয়নকক্ষের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভাবাবস্থার কিছুটা দেখে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো। অনেকেরই মনে বিশ্বাস জন্মালো যে ব্যাপারটা ভৌতিক না হয়ে যায় না। এইরূপে ঘরে ঘরে মায়ের খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে গেল তেমনি আবার লোকের আসা যাওয়াও আশানুরূপভাবে গেল কমে। জনবিরল আবাসে মা অখণ্ডভাবে নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন।

১৩২৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে মায়ের ভাবের বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে এ পরিবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। যে বস্তু বা ব্যাপারের কোন অংশই লৌকিক বুদ্ধির গোচর নয়—সেই সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্লেষণ বা সীমানির্দ্দেশ করা যায় না। মায়ের নিজের মুখের কথা থেকে জানা যায় যে এই বছরের শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন শুভক্ষণে অলোকিকভাবে আপনা আপনি তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। কিসের এ দীক্ষা, কেন এ দীক্ষা, কেমন এ দীক্ষা—সে সব কথা কারুর জানবার উপায় নেই। বাইরের দিক থেকে এইটুকুই কেবল বলা যায় যে এর পর থেকে মা যেন আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। প্রথম কয়েকমাস অবিরত ধারায় নামজপ চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে অনর্গলভাবে অশ্রুতপূর্ব্ব দেবভাষায় স্তব-স্তোত্রাদি উৎসারিত হতে লাগলো। কয়েকমাস পরেই মা অকস্মাৎ একদিন মৌন হয়ে গেলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে চললো এই একটানা স্বেচ্ছাকৃত মৌনতা। আহারের পরিমাণ কম্‌তে কম্‌তে প্রায় অনাহারের পর্য্যায়ে এসে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজিতপুর বাসের মেয়াদ শেষ হল ১৩৩০ সালের শেষভাগে। এর পরে মা এলেন ঢাকার শাহ্‌বাগে। ইতিপূর্ব্বে অলৌকিকভাবে মায়ের কাছেই দীক্ষা নিয়ে বাবা ভোলানাথ ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং বোধ করি সেই ঘটনার পর থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের আসল স্বরূপটি তাঁর কাছে অনেকখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শাহ্‌বাগের প্রকাণ্ড বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ভোলানাথ যখন সেইখানে বসবাস সুরু করলেন, তখনো পর্য্যন্ত মায়ের জীবনযাত্রায় অন্তঃপুরিকার আভাষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। মাথায় বড় ঘোমটা, চওড়া লালপাড়ের শাড়ী, বড় সিঁদুরের ফোঁটা, ঘরগৃহস্থালীর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম, কুলবধূর মত সলজ্জভাব—এ সমস্ত যেমন ছিল, তেমনি আবার এরই পাশাপাশি ছিল একটি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত উদাসিনীর ভাব। মুখমণ্ডলে এমন একটি স্বর্গীয় স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, ছলছল চোখ দু'টিতে এমন একটি ভাব-বিহ্বলতা নিত্য বিরাজ করতো যে প্রথম দর্শনেই মনে হ'ত যে এই মুখ, এই চোখ কোন সাধারণ মানুষের হওয়া সম্ভব নয়। কথাগুলি জড়ানো—অস্পষ্ট। মনে হ'ত যেন তারই মধ্যে বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য্য তরল হয়ে ঝরে পড়ছে। কখনো মনে হত সহজ সাধারণ মানুষের মত হাসিখুসি ভাব। আবার কখনো আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতায় যেন অন্য এক জগতের ভাবমূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান জীবনীকার শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে মায়ের কীর্ত্তনে ভাবাবেশের এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমরা সকলে মা'র কাছে বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি মা'র সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর দুলিতে লাগিল, মাথার কাপড় পড়িয়া গেল। চোখ বুজিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর যেন কীর্ত্তনের তালে তালে নামের সঙ্গে দুলিতেছে। এই ভাবে দুলিতে দুলিতেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু শরীর যেন ছাড়িয়া দিয়াছেন, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে শরীরে নানারূপ ক্রিয়া হইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া পারষ্কার বোঝা যায় এর মধ্যে নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। মা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—যেন একবার পড়ি পড়ি করিয়াও বাতাসে ভর করিয়াই—উঠিতেছেন। সমস্ত ঘরটা এইভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। যেন কি ভয়ানক নেশায় মাতাল। যিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই কত কাজ করিতেছিলেন, তিনি যেন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও পলকহীন চক্ষু, মুখে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ, যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সমস্ত শরীরে রক্তাভা, দেখিতে না দেখিতে দাঁড়ান অবস্থা হইতেই একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেলেন···পড়িয়াই, যেমন ঘূর্ণাবায়ুতে কাগজ কি পাতা উড়াইয়া নেয়—তেমনি ভাবে শরীর দ্রুত ঘুরিতে লাগিল। আমরা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে বেগ সামলান অসম্ভব। কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া বসিলেন। চোখ বুজিয়া আছেন, আসন করিয়া আছেন—স্থির ধীর অচল অটল।”

“মা বসিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে উচ্চৈঃস্বরে পরিষ্কারভাবে নাম করিতে লাগিলেন—“হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে” শুধু এইটুকুই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাহিতে লাগিলেন। কি সে সুর, আজও তাহা মনে করিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এমন মধুর ধ্বনি আর কখনও শুনি নাই। সবই নূতন। সকলেই এ ব্যাপার প্রায় নূতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেন, কারণ মা'র ভাব এতদ্দিন খুব গোপনেই ছিল, সকলের সামনে কীর্ত্তনের মধ্যে তিনি এইভাবে আর কখনও বাহির হন নাই।"

শুধু কীর্ত্তনের সময়ে বা বিশেষ কোন অবস্থায় যে এইসব আশ্চর্য্য ভাবগুলি হ'ত তা নয়। সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ব-অবস্থাতেই মা থাকতেন এক একটা অপ্রাকৃত ভাবের ঘোরে। এই ভাবগুলিই ছিল তাঁর সনাতন ও স্বাভাবিক অবস্থা। ভাবানুযায়ী ব্যবস্থায় মাসের পরে মাস নিজের হাতে কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। অপরের হাতে যাহা গ্রহণ করতেন তা'ও অনাহারেরই নামান্তর। সকালে গুণে গুণে তিনটি ভাত, ও রাত্রে তিনটি ভাত খেয়ে কতদিন কেটে যেত। একদিন পরে সামান্য মাত্র একটু জল খেয়ে কেটেছে কত মাস। ইচ্ছাকৃত খাদ্য সংযম হলে এর ফলে শরীর ভেঙ্গে যেতো। কিন্তু এসব কোন ব্যবস্থায় নিজস্ব ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনরূপ সংশ্রব ছিল না। কখনো কখনো দেখা যেত বাগানের বৃক্ষলতার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলেও সে আঘাত মায়ের শরীরে ফুটে উঠতো। সবাইকার মুখে আহার করার ভাবটি যতদিন থাকতো ততদিন দেখা যেতো একেবারে বিনা আহারেও মায়ের শরীর সুস্থ এবং সবল রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অলোকসামান্য ভাবমহিমা পর্য্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এগুলির আবির্ভাব বা তিরোভাবের কার্য্যকারণ-সম্মত কোন রকম নিয়ম বা রীতি নেই। একটির পর একটি করে ভাবগুলি আসে, সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর দিয়ে সেই সেই ভাবের অনুরূপ ক্রিয়াগুলিও প্রকাশ পায়। দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনের সমস্ত অনুরাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাগ যেন কোন অনির্দ্দেশ্য বিধানের ইঙ্গিতে তৎভাবে ভাবিত হয়ে অনিবার্য্য একটি অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে যে বিভূতির প্রকাশ হয় তার মধ্যেও থাকে না আমিত্বের কোন সংশ্রব। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই, মায়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"তাঁহার স্থিতি অটল। দেহ নানা সময়ে নানা সাজে সাজিয়াছে বটে—যখন যে ভাবে সাজিয়াছে, তখন সেই অভিনয়ই যথাবৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন,—তিনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আছেন। সেইখানে থাকিয়াই সাক্ষীরূপে নির্ব্বিকার-ভাবে দেহ ও দেহাশ্রিত সংসারের অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন। এই যে ক্রিয়ার মধ্যে অকর্ত্তা হইয়া শুধু দ্রষ্টারূপে অবস্থান,—ইহা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত রহস্য।"

এই ভাবাতীতা মহাভাবরূপিণী রহস্যময়ীর স্বরূপগত পরিচয় পাওয়াও যেমন অসম্ভব, দেওয়াও তেমনি অসম্ভব। বড় জোর কতকগুলি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার বা অসংলগ্ন উদাহরণের মালা গেঁথে বুদ্ধির দৈন্য প্রচার করা যায়। মাকে চেনার পক্ষে সে প্রচেষ্টা অর্থহীন জেনেও মায়ের লৌকিক জীবনলীলার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা মাত্র এখানে দেওয়া যায়।

শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে যে দিব্য আকর্ষণী-শক্তির স্ফূরণ হয়েছিল তারই অপ্রতিহত প্রভাবে কয়েকটি সৌভাগ্যবান ব্যক্তির এই সময়ে সমাগম হয়েছিল। মহাপ্রকাশের লগ্নটি আসি আসি করেও এ পর্য্যন্ত ঠিক আসেনি। অতএব মায়ের এই প্রথম ভক্তমণ্ডলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়তনে খুব বড় ছিল না। ক্রমে ভক্তসংখ্যা বাড়তে লাগলো। ভোলানাথের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং পরোক্ষ আদেশে মা ঘোমটা মাথায় দিয়েই এঁদের কারও কারও সঙ্গে হু'চারটি কথা যদি বা বল্‌তেন—কিন্তু কাহাকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। দূর থেকে যাঁরা প্রণাম করতে আসতেন তাঁদের মধ্যে সকলেই যে নিষ্কামভাবে আসতেন তা' নয়। বিশ্বজননীর দরবারে অর্থী, প্রার্থী, আর্ত্ত, পীড়িত সকল রকমের ভক্তই এসে উপস্থিত হতেন এবং যাঁর যতটুকু প্রাপ্য তিনি হয়তো বা তার অতিরিক্ত কিছুই নিয়ে যেতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে মাকে কেন্দ্র করে ঢাকার শাহ্‌বাগে প্রথম মাতৃমণ্ডলী গড়ে উঠলো।

শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-বিস্তারের অলৌকিক কাহিনীর আভাস দিতে হলে প্রথমেই বলতে হয় সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কথা। এই মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে মায়ের যোগাযোগ কি ছিল তা একমাত্র মা'ই জানেন। বাজিতপুরে অবস্থানকালে মা ভাবাবেশে যখন এই স্থানটির উল্লেখ করেন—তখন এ উল্লেখের তাৎপর্য্য কারুর কাছেই ধরা পড়েনি। কোথায় এ মন্দির, কেমন এ মন্দির সে কথাও কেউ জানতো না। মানসচক্ষে তখনই মা এ মন্দির দেখেছিলেন এবং ঢাকায় এসে ভোলানাথকে দিয়ে কিছু কিছু সন্ধানও এর করিয়েছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরের সন্ধান মিললো অতি অপ্রত্যাশিতভাবে। দেখা গেল বন জঙ্গলের মধ্যে পূর্ব্বদৃষ্ট মন্দিরটি—যেমনটি মা দেখেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই—যেন মায়ের আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। পূর্ণ সাতদিন সাতরাত্রি মা এই মন্দিরে অবস্থান করলেন এবং এর পর থেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানটিকে কেন্দ্র করে রহস্যময়ী মায়ের আর একটি রহস্যের খেলা সুরু হয়ে গেল। ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরের উত্তর দিকে মায়ের আদেশে ভক্তদের চেষ্টায় সাতদিনের মধ্যে একটি ঘর উঠলো এবং মহাসমারোহে বাসন্তীপূজার অনুষ্ঠান হ'ল। পূজা ও আনুষঙ্গিক কীর্ত্তনাদির ব্যাপারে মায়ের দেহ আশ্রয় করে বহু অলৌকিক ভাব-বিভূতির প্রকাশ হয়েছিল এবং মায়ের নাম বাংলাদেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মায়ের জীবনে বিভূতির প্রকাশ যেমন নূতন নয়, খ্যাতির প্রচারও তেমনি উল্লেখযোগ্য কোন ব্যাপার নয়। দেহাত্মবোধহীন অবস্থায় খ্যাতির বিভূতি অন্যান্য অজস্র স্বপ্রকাশ বিভূতির মতই মায়ের কাছে ছিল অর্থহীন। বিশ্বের জননী যিনি, তাঁকে অখ্যাত কুটিরের রুদ্ধদ্বার -কক্ষে চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। মেঘাবরণ বিদীর্ণ করে মহাদ্যুতির পরম প্রকাশ না হয়েই পারে না। অতএব এখনকার এই বৃহত্তর পটভূমিকা এক হিসাবে শ্রীশ্রীমায়ের চিরাচরিত জীবনধারায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের সূচনা করে না। একা ঘরে মা যেমন ছিলেন, জনতার মাঝখানেও মা ঠিক তেমনিই রইলেন; তেমনিই নির্ব্বিকার, তেমনিই উদাসীন, তেমনিই অনাসক্ত, তেমনিই সুদূর।

কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে, অতি অভাবনীয় ভাবে, এই সময়েই ঘটলো একটি মর্ম্মান্তিক পরিবর্ত্তন। সিদ্ধেশ্বরীর স্থানে ঘর উঠার অনতিকাল পরেই ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে মা গেলেন বৈদ্যনাথে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকার ভক্তদের আনন্দের হাট এই যে ভাঙ্‌লো—এ ভাঙাহাট আর কোনদিনই তেমন করে জম্‌লো না। এর পরে কত জায়গায় মায়ের কত আশ্রমই গড়ে উঠলো, কিন্তু মা যেন আর কখনো কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারলেন না। অল্পদিনের জন্য যদি বা ঢাকায় ফিরে ফিরে এসেছেন, ছ'দিন না যেতেই যেন অস্থির হয়ে কোন নিরুদ্দেশের টানে ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন। পিছনের কোনও বন্ধন, কোনও আহ্বান, কোনও মমতা আর তখন এই নির্ম্মম মমতাময়ীকে সঙ্কল্পিত যাত্রাপথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। কতবারই দেখা গেছে মায়ের যাঁরা প্রিয়জন তাঁদের অশ্রুসিক্ত মিনতি আর একটি দিনের জন্যও মাকে কোনও স্থানে ধরে রাখতে পারেনি। সঙ্কল্প বিকল্প কোনওদিনই যাঁর নেই, সেই মায়ের এমনিতর আচরণের পিছনে কোথাকার কোন্ ইঙ্গিত আছে তা' কে বলবে !

ঢাকার ভক্তমণ্ডলীর বড় সাধের রমণার আশ্রম যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন শ্রীশ্রীমায়ের স্বভাবের মধ্যে এই পলাতকা বৃত্তিটা সুস্পষ্টভাবে স্থায়ী আকার ধারণ করেছে। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে যেদিন ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে মা কীর্ত্তন-সমারোহে নূতন আশ্রমে পদার্পণ করলেন সেদিন কারুর মনে এ সম্ভাবনার উদয় হয়নি যে, মিলনোৎসবের এত আনন্দ এত শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হবে। পরের দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রমে কীর্ত্তনের বিরাম ছিল না। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবের বিরাম নেই। এরই মধ্যে, প্রায় মধ্যরাত্রির কাছাকাছি—মা বললেন—"তোমরা আমাকে ছেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাও। আমি আজই ঢাকা ছেড়ে যাব। বাধা দিলে শরীর ত্যাগ করেই চলে যাব।" যাওয়ার কোনও রকম কথাই এপর্য্যন্ত ছিল না। কোথায় যাবেন, কোথাকার ট্রেণে কোন সময়ে যাত্রা করবেন— কিছুরই নাই স্থিরতা। কিন্তু যেতে যে হবেই তাতে কোন ভুল নেই। যেমন ছিলেন সেই অবস্থায় একবস্ত্রে মা আশ্রম ত্যাগ করলেন। প্রথমে যে ট্রেণ এলো তাতেই উঠে, অন্তরের ইঙ্গিতে যেখানে খুসি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

এখন থেকে বরাবরের জন্য এই নিয়মটাই কায়েমী হয়ে রইলো যে সংযোগ বিয়োগের যাবতীয় ব্যাপারে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাটাই হয়ে থাকবে প্রথম ও শেষ কথা। প্রথম প্রথম একমাত্র ভোলানাথ কখনো বা মৃদুভাবে আপত্তি করতেন। কিন্তু কয়েকবারের অভিজ্ঞতায় তাঁর এ উৎসাহটুকুও শেষ পর্য্যন্ত আর রইলো না। আর সবাইকার মত তিনিও বোধ করি বুঝে নিলেন যে জাগতিক স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার কোনও রূপ বন্ধনেই নিত্যকালের নিরাসক্তকে বেঁধে রাখা যায় না। এই কথাটি বোঝাবার জন্যই মা কথাচ্ছলে কতবার বলেছেন—"যা দেখ, সবই শরীরের খেলা মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে কারও সঙ্গে আমার এতটুকু সম্বন্ধ বা বন্ধন নেই। শরীরের আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় সকলের উপরেই এক ভাব। কোন পার্থক্য বুঝি না বলেই সকলকে নিয়েই আছি। কা'কে ত্যাগ করবো—কা'কে ধরবো? সবই যে আমার কাছে সমান!" এর পরে ভোলানাথও যে চুপ হয়ে যাবেন—তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ রমণায় মায়ের প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে মা যে-খেলাটি খেলে আসছেন সেটি এই 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জনের' খেলা। মুক্ত বিহঙ্গমের মত আপন খুসির খেলায় বিভোর হয়ে, সংকল্পের হাওয়ায় হাওয়ায় দেশ হতে দেশান্তরে তিনি লঘুপক্ষ বিস্তার করে ভেসে বেড়ান। জানা অজানার বিচার থাকে না, চেনা অচেনার থাকে না কোন বিভেদ। কে যে আপনার কে যে পর তাও বোঝা যায় না। কখনো বলেন না 'আমি তোমার মা'। ভাবাবেশের সময়ে ছাড়া কখনো দেন না আত্মপরিচয়। যার কাছে যখন যান, আদরিণী কন্যাটির মত স্নেহের দাবীতে অসঙ্কোচে দু'টি বাহু প্রসারিত করে দেন। এতটুকু চোখের চাওয়ায়, এতটুকু মুখের কথায়, একটি কণা হাসিতে, অচেনা অজানা দেশ-বিদেশের নরনারীর হৃদয়গুলি অবহেলায় আত্মসাৎ করে মা পরক্ষণেই অবলীলাক্রমে সেখানকার সদ্য-গড়ে-ওঠা আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে নিজের ভাবে কোন্ দূর-দুর্গমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। যতক্ষণ মা সবাইকে নিয়ে সবাইকার কাছে থাকেন, ততক্ষণ প্রত্যেকেরই মনে হয় যেন এ আনন্দ মিলনের সমাপ্তি নেই। আবার যখনই চক্ষের নিমিষে একদা অকস্মাৎ অতি অপ্রত্যাশিতভাবে নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে, নিঃশব্দে চোরের মত চিরদিনের লীলাপথে মা অদৃশ্য হয়ে যান, তখন সবাই বোঝে শ্রীশ্রীমা—একদিক দিয়ে যেমন সবার আপন, আর একদিক দিয়ে আবার কারুরই নন। কিন্তু তবু মায়ের পায়ে-চলা পথের দু'টি পাশে জড়ো হয়ে থাকে বন্ধনহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থিতে বাঁধা নবাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণগুলি। একদিন না একদিন তাঁদের কথা মনে করে মা আবার তাঁদের মাঝখানে ফিরে আসবেন —এই নিশ্চিত আশার প্রদীপটি জ্বালা থাকে তাঁদের শূন্যমনের মন্দিরে।

শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক-লীলার অন্যতম পার্ষদরূপে ৬জ্যোতিষচন্দ্র রায় —('ভাইজী')-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে মায়ের নাম শুনে তিনি মাকে দেখতে আসেন। প্রথম দর্শনেই এঁর মনে মায়ের ভাবঘন মূর্ত্তিখানি এমন দৃঢ়ভাবে বসে গেল যে, তাঁর নিজের কথায়—'তিনি তাঁর মানুষী অবয়বে অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নিত্যধ্যেয়া চতুর্ভুজা ইষ্টমূর্ত্তির স্থান অনায়াসে অধিকার করে বস্‌লেন।' এর পরে দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, মায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলা-রহস্যের পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে, শ্রদ্ধার সাহচর্য্যে ভাইজী মাতৃময় হয়ে উঠলেন। মায়ের জন্য তীব্র আকুলতা, মায়ের উপরে শিশুর মত একান্ত নির্ভরতা, মায়ের নামে আত্মহারা তন্ময়তা, মায়ের কথায় অখণ্ড বিশ্বাস—এক কথায় পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের সমস্ত লক্ষণগুলিই ধীরে ধীরে তাঁর চরিত্রে পুষ্পের মত বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংসারের যাবতীয় পূর্ব্ব সংস্কারগুলিও যথারীতি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু সমাজ সংসারের চিরন্তন নাগপাশ নিজের দাবী সহজে ছাড়তে চায় না। ভাইজীর জীবনেও অনিবার্য্যরূপে এসে দেখা দিল সাংসারিক প্রতিক্রিয়ার সুবিপুল সংঘাত। বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিকে ছিল কর্ম্মজীবনের বন্ধন। তা'র উপরে এসে চাপলো আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা। স্ত্রী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিলেন অভিশাপে, ধিক্কারে, কুৎসায়, নিন্দায় আকাশ কালো করে তুললেন। কিন্তু ভাইজীর বিশুদ্ধ ভাবময় সঙ্কল্প এই প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে যেন স্বকীয় কেন্দ্রটিকে আরও সর্ব্বস্বপণ করে আঁকড়ে ধরে রইলো। একদিকে রইলো সমগ্র জগৎ-সংসার আর একদিকে, ভাইজীর ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত জুড়ে—এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে রইলেন শ্রীশ্রীমা। ভক্ত ও ভগবানের যে-খেলাটি, দীর্ঘদিনের একটানা সাহচর্য্যে, ভাইজীকে উপলক্ষ্য করে জমে উঠেছিল—তার তুলনা যদি বা পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়, সমসাময়িক ইতিহাসে অনুরূপ আত্মসমর্পণের উদাহরণ দুর্লভ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক মহিমাকে কিছুমাত্র খর্ব্ব না করেও একথা হয়তো বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, ভাইজী তাঁর জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও শরণাগতির প্রভায় তাঁরই দেওয়া আনন্দময়ী নামটিকে অধিকতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন।

ভাইজীর জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে এখানে বলা যাবে না। এক হিসাবে তাঁর প্রয়োজনও নেই—কারণ জীবিতকালেই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এমন নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের লেশমাত্রও যেন আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই, আত্মবিলুপ্ত জীবনের অবসানে, অবধারিত মৃত্যু 'যেদিন এলো সেদিনও সেই অত্যাসন্ন মৃত্যুকে তাঁর নূতন কিছু বলে বোধ হল না। দেহত্যাগের কয়েক মিনিট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেও তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে যে-কয়েকটি কথা বলেছিলেন, তা'তে যে কোনও শ্রোতার মনে হতে পারতো যে তিনি মৃত্যুর মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন মায়েরই আর একটি রূপ। তাই মৃত্যুর মধ্যেও ছিল আনন্দ, মৃত্যু হয়ে উঠেছিল সুন্দর। সন্তান-বৎসলা মা শিয়রে বসে শেষ পর্য্যন্ত ভাইজীর পরিচর্য্যা করেছিলেন। শেষমূহূর্ত্তে ভাইজী বলেছিলেন "মা'কে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখতে পাচ্ছি"—এবং তার পরেই, শিশু যেমন ক'রে আধ-ঘুমঘোরে জননীর প্রসন্ন মুখখানি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি করে ভাইজীও মায়ের কোলে মাথা রেখে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছিলেন।

ভাইজীর মহাপ্রয়াণকে উপলক্ষ্য করে মৃত্যুর পটভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবৈচিত্র্যকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে পূর্ব্বাপর কোন অবস্থাতেই মায়ের এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি। মনে হয়েছে যেন মায়ের বড় আদরের শিশু সন্তানটি সারাদিনের ধূলাখেলা সাঙ্গ করে যথাসময়ে মায়েরই কোলে অখণ্ড শান্তির সুখশয্যা'য় বিশ্রামলাভ করেছে। মনে হয়েছে, মৃত্যুরূপে স্বয়ং মা যেন নিজেই শ্রান্ত-ক্লান্ত শিশু সন্তানটিকে ঘুমের-ঘরে টেনে নিয়ে বহির্জগতের কপাটখানি ভেজিয়ে দিয়েছেন। ভাইজীর দেহত্যাগের পরদিন কথা হয়েছিল, মা ভাইজীর শেষ বিশ্রামের পরম পবিত্র স্থানটি স্বচক্ষে দেখতে যাবেন। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যেমনই হোক, যাত্রাকালে মা অকস্মাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ছয়দিন পর্য্যন্ত মা এই অবস্থায় একভাবে রয়ে গেলেন। ভাইজীর শেষশয্যায় এযাত্রা আর মায়ের পদধূলি পড়লো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের পার্ষদগণের কথা বলতে গেলে কায়ব্যূহরূপিণী গুরুপ্রিয়া দেবী এবং মরমী ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা গোড়াতেই বলতে হয়। আজন্ম-ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবীর সৌভাগ্য-মহিমা তাঁর মাতৃদত্ত নামের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। শ্রীশ্রীমায়ের আলৌকিক জীবনের সর্ব্ববিধ ছোট বড় ঘটনার অন্তরালে ছায়ার মত আত্মগোপন করে, সবাইকার সর্ব্ব প্রয়োজনের 'খুকুনীদিদি'-রূপে প্রথম থেকেই তিনি মায়ের সঙ্গিনী, শিষ্যা ও ভক্তিমতী সেবিকা। মায়ের শাহ্‌বাগে অবস্থানকালে প্রথম দর্শনেই ইনি মায়ের শ্রীচরণে দেহ-মন-প্রাণ বিনা সর্ত্তে এমন করে সমর্পণ করেছিলেন যে পৃথক অস্তিত্বের বোধটুকুও আর ছিল না। তখন থেকেই এঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ত যেন কতদিনের পুরাতন, জন্মজন্মান্তরের পরিচয়সূত্রে ইনি মায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই চিরসন্ন্যাসিনী যেন কোন্ পরম পরিণতির অপেক্ষায় অনাগত ভবিষ্যতের পথ চেয়ে বসেছিলেন। শৈশবে পুতুলখেলার মত নামমাত্র যে-বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল, গুরুপ্রিয়া দেবীর জীবনে তা'র কিছুমাত্র তাৎপর্য্য ছিল না। সাধারণ দাম্পত্যজীবনের কোন অর্থই এঁর কাছে ছিল না। সাংসারিক বন্ধন বলতেও ছিল না কোনও কিছু। এমন সময়ে মা এলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এই নিরাভরণার জীবনে। কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো ধূসর জীবনের দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমি।

দেওঘর-বালানন্দ আশ্রমের স্বনামধন্য প্রাণগোপালবাবুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম পার্ষদরূপে বর্ণনা করলে এক হিসাবে হয়তো একটু ভুলই হবে। কিন্তু একথা ঠিক যে, যাঁরা মাকে প্রথম থেকেই দেখেছিলেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে—তাঁকে যথার্থ স্ব-স্ব রূপে চিনেছিলেন—প্রাণগোপালবাবু ছিলেন সেই ভাগ্যবান ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম। মহাভাবরূপিণী জননীর স্বপ্রকাশ লক্ষণগুলি শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে তিনি যে শুধু নিজেকেই বুঝিয়েছিলেন তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ভক্তগোষ্ঠীকেও বিশ্বাসে, ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। অথচ একথাও সত্য যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-বেদের এই প্রথম ভাষ্যকার আগাগোড়াই নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মায়ের জীবনের যতটুকু অংশ এযাবৎ লোকসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে তা'র কোন অধ্যায়েই এই আত্মবিলুপ্ত সত্যদ্রষ্টা নিজের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেননি।

মায়ের দু'একজন বিশিষ্ট পার্ষদের উল্লেখ করে এবারে আবার মায়ের কথায় ফিরে আসি। ধারাবাহিকতার কোনও কথা এখানে আসে না—কারণ মায়ের জীবনের যে-ধারা আমাদের চোখে পড়ে, তা' কোনও নদীর ধারার মত একমুখী বা একটানা একটি ধারা নয়। বহুধারার সংমিশ্রণে মায়ের জীবনের দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমিতে আমাদের কানে আসে সহস্রধারার কলনাদ। বিভিন্ন স্রোতগুলি একাকার হয়ে মিশে থাকে, আদিঅন্তহীন তরঙ্গলীলার বিপুল ঐক্যতান। ছোটখাটো ঘটনারূপে যে বুদ্বুদগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তাতে ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে ওঠে অলৌকিক দ্যুতির বর্ণোজ্জ্বল রামধনু; চকিত বিস্ময়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোলা লাগে মনে। পরক্ষণেই মনে হয় এ দ্যূতিও যেমন চকিত ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়, এ দোলাও তেমনি সামান্য একটি আভাস। মাকে স্ব-স্ব রূপে চেনা বা বোঝার দিক দিয়ে এরা কোন সাহায্যই করে না—কিন্তু তবু এরা সামান্যতম ইঙ্গিতরূপে, অকিঞ্চিৎকর আভাসরূপে—মায়েরই ইঙ্গিত, মায়েরই আভাস। বস্তুতঃ বাস্তবিক বা কাল্পনিক কোনও প্রকারের সীমারেখা দিয়ে যাঁকে নির্দিষ্ট করা যায় না, যিনি সীমার মধ্যে থেকেও অসীম, রূপবিধৃত হয়েও অরূপবিদ্ধ—ঘটনাগুলি বাদ দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমরা বলতে গিয়ে বলবোই বা কি! যাঁর কথা কিছুই জানি না—তাঁরই সম্বন্ধে সামান্য দু'একটি ছোটখাটো কাহিনী বলেও যদি অন্ততঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করি, সেও যে আমাদের পক্ষে অনেক।

প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে মায়ের জীবনসংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি অনুধাবন করলে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে তাদের মধ্যে আর যা'ই থাক—মায়ের কোনও পরিচয়ের স্বাক্ষর নেই। ঘটনাগুলি যে নিরর্থক, তাও বলার উপায় নেই। অথচ ঠিক যে-অর্থে আমরা তাদের গ্রহণ করতে পেলে খুসী হই—সে অর্থ তাদের নয়। সার্থক তা'রা কেবলমাত্র এই অর্থে যে—কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কোনও রূপ যোগাযোগেই মাকে জানা যায় না। যে-ভাবেই আমরা তাঁকে বোঝবার প্রয়াস করি না কেন—বোধাতীতা মা সেই ভাবেরও অতীত।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ৺পুরীধামে অবস্থানকালীন ১৩৩৮ সালের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। মায়ের পরম ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মলবাবুও সে-বার সপরিবারে মায়ের সঙ্গে পুরীধামে গিয়েছিলেন এবং মায়ের কাছেই ছিলেন। মায়ের চারিপাশে যথারীতি উৎসব-সমারোহ লেগেই থাকতো। এরই মাঝখানে হঠাৎ একদিন মা যেন কতকটা অসংলগ্নভাবেই বলে বস্‌লেন—"বিপদ আসছে! তোমরা কি করবে তাই বলো।" কোন্ দিক দিয়ে কোন্ বিপদের ভাবী আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করে মা এই কথা বললেন সে-কথা ভেবে সবাই অল্পবিস্তর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লো; কিন্তু পরক্ষণেই মা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে ভাবনাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। সেদিনকার ব্যাপার এই পর্য্যন্তই।

এর কয়েকদিন পরেই আর সকলের সঙ্গে মায়ের পুরীধাম ত্যাগ করবার কথা। সকলের অনুরোধে মা কিন্তু রথযাত্রা অবধি রয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। নির্ম্মলবাবুরা সপরিবারে কাশীযাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের যাত্রার প্রাক্কালে নির্ম্মলবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষ ও বিধবা কন্যাটি আরও কিছুদিন মায়ের কাছে থাকবার লোভে কিছুতেই কাশী যেতে চাইলো না। মা শুনে, ভালমন্দ কিছুই বললেন না। মায়ের ভাবভঙ্গী দেখে নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী হয়তো বা মনে মনে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাই যাত্রাকালে মায়ের হাতে ছেলেমেয়ের হাত রেখে বললেন—"মা তোমারই হাতে এদের দিয়ে গেলাম—তুমি এদের দেখো।" মা একটু হাসলেন—কিন্তু কোন কথাই বল্‌লেন না।

নির্ম্মলবাবুরা পুরীধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন আর সন্তোষ মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে ছায়ার মত মায়ের কাছাকাছি অবস্থান করতে লাগলো। আট দিন পরে, সকালবেলা সবাই যখন প্রাত্যহিক ভ্রমণ সেরে ফিরে এসেছে—দেখা গেল সন্তোষ নাই। প্রথমটা সবাই মনে করেছিলো হয়তো বা কোথাও না কোথাও বেড়াতে গিয়ে তা'র দেরী হচ্ছে। কিন্তু যতই বেলা বাড়তে লাগলো, সন্তোষের জন্য সবাইকার মনের উদ্বেগ ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। অপরাহ্নের দিকে তা'কে পাওয়া গেল—প্রাণহীন অবস্থায়। বাড়ীর পিছনদিকে একটা কূপের মধ্যে পাওয়া গেল তা'র মৃতদেহ। বেচারার ছিল মৃগীরোগ। কখন কোন্ প্রয়োজনে, কেমন করে যে সে কূপের মধ্যে গিয়ে পড়লো—সে রহস্যের আর মীমাংসা হ'ল না।

মায়ের কাছে এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ যারা পৌঁছে দিল—তা'রা দেখলো মা এ সংবাদে একটুও বিচলিত হলেন না। তাদের বেশ বোধ হ'ল মা যেন পূর্ব্বাপর সব কথাই জানতেন বলে এমনতর সংবাদও অবিচলিত স্থিরভাবে গ্রহণ করলেন। যেন কিছুই হয়নি—মায়ের এমনি ভাব। মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হ'ল, বালুবেলায় যথাসময়ে চিতাগ্নিতে সন্তোষের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হ'ল। সামান্য কর্ত্তব্যবোধেও মা ক্ষণিকের জন্য ঘটনাস্থলে এলেন না। যেখানে ছিলেন সেইখানেই থেকে, দর্শনার্থী নরনারীর সঙ্গে শান্তভাবে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। মায়ের এই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ভাব যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা যে বিস্মিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের মনে বিস্ময় ছাড়াও আর কি কি ভাব ফুটে উঠেছিল তাও অনুমান করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণাময়ী মায়ের মমতা-বিগলিত স্নেহার্দ্র স্বরূপটির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁরা হয়তো এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে বেদনাবোধ করেছিলেন। হয়তো বা এই বেদনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই সত্যটিও ক্ষণিকের জন্য অনুভব করেছিলেন যে এই সর্ব্বভাবময়ী, প্রচলিত বা পরিচিত কোনরূপ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন।

সেদিন অনেক রাত্রিতে এই পাষাণময়ীর বক্ষে মানবীমাতার আবির্ভাব ঘটলো। সারারাত্রি ধরে মায়ের চোখে ঘুম নেই, কান্নারও বিরাম নেই। কাছে যারা ছিলো তা'রা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এত স্নেহ, এত শঙ্কা, এত শোকের আবেগ ফল্গুস্রোতের মত সারাদিন কোথায় আত্মগোপন করেছিল ? তখনো হয়তো তা'রা আর একবার নূতন করে এই কথাটাই অনুভব করেছিলো যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার অনুমানের চিরাচরিত ধারায় মায়ের যতটুকু আমরা জানি বলে মনে করি, সে জানা—বড় জোর, আমাদের অহমিকার জানা। সত্যের কাছ দিয়েও সে যায় না। কিন্তু অহমিকা ছাড়া যাদের কিছুমাত্র সম্বল নেই, তা'রা তা'হলে কিসের জোরে মাকে জানবে বা চিনবে ? এর উত্তরে একটি কথাই শুধু বলা যায়। শিশু যেমন মায়ের কোলে শুয়ে মায়ের, জোরেই মাকে জানে, ঠিক তেমনি করেই—যারা জানবার তা'রা একান্তভাবে মাকে জেনে নেবে, যারা বোঝবার তা'রা নিজের করে—নিজের মত করেই মাকে বুঝে নেবে। মা বলেছেন—"তুই ত তাঁকে ডাকিস না ; তিনি নিজে তোকে আকুলভাবে না ডাকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোর সাধ্য কি যে তাঁকে ডেকে তুই আকুল হয়ে উঠতে পারিস!" থাক না অহং, থাক না অজ্ঞান। সব অহং সব অজ্ঞান নিয়েই অবোধ শিশুর মত যদি আমরা একবার মায়ের পায়ের কাছটিতে লুটিয়ে পড়তে পারি, বাকিটুকুর দায় তিনিই দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে গ্রহণ করবেন। তখনি দেখতে পাবো মায়ের দু'টি হাত দশ হাত হয়ে, আমাদের দশদিকে বরাভয় বিস্তার করে দিয়েছে। প্রামাণ্যস্বরূপ মায়ের নিজের মুখের কথাগুলি তুলে দেওয়া হ'লঃ "জীবনে ত বুদ্ধির খেলা কতই খেললি; হার-জিত যা' হবার অনেক ত হ'ল। আর কেন? এবার সব ছেড়েছুড়ে নিরাশ্রয়ের মত তাঁরই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্ দেখি, নিজের বা পরের কোনরকমের ভাবনাই তোকে আর ভাবতে হবে না!"

আশার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দিগ্ধ মন তথাপি যদি বলে— "নিরাশ্রয় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মনের জোর পাই কোথায়?—তা'র উত্তরে মা বলেছেন—"চাইলেই পাবি। ঝাঁপিয়ে পড়ার এক আধটুকু ইচ্ছে হয়েছে বলেই না আসা যাওয়া সুরু করেছিস। তোর এই ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুর মধ্যেই একদিন দেখবি প্রবল গতিবেগ নিয়ে তাঁর ইচ্ছার স্রোত নেবে আসবে। এই আবির্ভাব যখন ঘটবে, সেদিন তোর ইচ্ছা বলে আর কিছুই থাকবে না, সকলই কেবল এক শক্তিময়ের বিচিত্র প্রকাশ বলে বাইরে ভিতরে অনুভূতি হবে। এমনি ভাবে যখনি তোর ডাকায় জোর আসবে তখনি দেখবি জড়তার গ্রন্থিগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আর চন্দ্র-সূর্য্যের আলোর মত প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি কেমন করে তিনি সর্ব্বত্র জুড়ে রয়েছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi